মাসিক

# আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ-২০০৫

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents


মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

# আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

| | |
|---|---|
| ৮ম বর্ষঃ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা |
| মুহাররম-ছফর | ১৪২৫-১৪২৬ হিঃ |
| ফাল্গুন -চৈত্র | ১৪১১ বাং |
| মার্চ | ২০০৫ ইং |



সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
**ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**

সম্পাদক
**মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন**

সহকারী সম্পাদক
**মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

সার্কুলেশন ম্যানেজার
**আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান**

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
**শামসুল আলম**



***কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স***



***যোগাযোগঃ***
সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদ্রাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।
**সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতিঃ**
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
**ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net**
**ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com**
**ঢাকাঃ**
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।


**প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ** হাসান আল-বলকিয়াহ মসজিদ, ব্রুনেই।


***হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।***

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।


## সূচীপত্র


- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন *(৫ম কিস্তি)* ০৩
    *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
  - তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা *(শেষ কিস্তি)* ০৭
    *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ *(৪র্থ কিস্তি)* ১২
    *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*
  - ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি ও বিকাশ *(শেষ কিস্তি)* ১৬
    *-নূরুল ইসলাম*
  - বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনঃ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ১৯
    *-সা'দ আহমাদ*
  - সুনামি ২১
    *-ভাষান্তরঃ শাহাদত হোসেন খান*
- **অর্থনীতির পাতা**
  - সম্পদে ব্যক্তিমালিকানাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ ২৩
    *-মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান*
- **নবীনদের পাতা** ২৪
  - কতিপয় সামাজিক সমস্যা নিরসনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী
    *-আব্দুল্লাহিল কাফী*
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ২৮
  - জেগে ওঠা যুবক
    *-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ*
- **ক্ষেত-খামার** ৩০
- **কবিতাঃ** ৩১
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩২
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৪
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **সংগঠন সংবাদ** ৪২
- **জনমত কলাম** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮



http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক **আত-তাহরীক**, রাজশাহী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০০৫

## সম্পাদকীয়

# মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী'০৫ মঙ্গলবার থেকে দেশের হাতেগনা কয়েকটি ইসলামপন্থী পত্রিকা বাদে প্রায় সব ক'টি বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে কোনটায় ছবিসহ কোনটায় ছবি ছাড়া এমনকি বিদেশী বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** এবং এ সংগঠনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**কে কথিত জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে যেসব সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, তা যেমন মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তেমনি রীতিমত হাস্যকর। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা যে কত নীচে নেমে গেছে, বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা তা হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করছি। এখন দেখার বিষয়, এইসব মিথ্যাচারের উপরে ভিত্তি করে দেশের সরকার কোন অন্যায় পদক্ষেপ নেন কি-না। এ ধরনের মুখরোচক শিরোনাম না দিলে ঐসব পত্রিকা বিক্রি হয় না। তাছাড়া এ ধরনের সাংবাদিকতা যে উদ্দেশ্যমূলক, তা সহজে বুঝা যায় এ কারণে যে, ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের অনুসারী পত্রিকাগুলিই কেবল এ সংবাদগুলি প্রায় একই সুরে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে লিখেছে। বুঝতে পারি না সাংবাদিকতার নীতিমালা কি তবে সুন্দরভাবে মিথ্যা বলা? ভিত্তিহীন বিষয়কে কল্পনার ফানুস দিয়ে অট্টালিকা বানানো? অথচ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যা শোনা হয়, তাই-ই বর্ণনা করা হয়। কোনরূপ যাচাই-বাছাই ব্যতীত একজনের বিরুদ্ধে কিছু লেখা ও তার চরিত্র হনন করা যদি সাংবাদিকতার আওতাভুক্ত হয়, তবে বলা যায় যে, সাংবাদিকতার চাইতে জঘন্য পেশা বর্তমান যুগে আর কিছু নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক বর্তমানে গরু মেরে জুতা দানের নীতি অনুসরণ করছে। যেমন কারু বিরুদ্ধে নোংরা শিরোনাম দিয়ে অপপ্রচার করা হ'ল। অতঃপর গা বাঁচানোর জন্য কখনও কখনও ভিতরে বা নীচে ছোট্ট করে একটু প্রতিবাদ ছাপিয়ে দিল। এতেই তার সাংবাদিক সততার প্রমাণ দেওয়া হয়ে গেল। অনেক পত্রিকা ওটুকুও ছাপেনা। ছাপলেও ভিতরে এমন করে ছাপবে, যেন সহজে কারু নযরে না পড়ে। ধিক সাংবাদিক সমাজের প্রতি, যারা মিথ্যাকে তাদের পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করেছে। সত্যকে বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করছে।

সাধারণ পাঠক এগুলিকে লুফে নেয় ও বিশ্বাস করে এবং সাথে সাথে মুখে মুখে সর্বত্র প্রচারিত হয়ে যায়। অথচ এই মিথ্যা প্রচারণায় জড়িত হয়ে যায় প্রধানতঃ তিন পর্যায়ের লোক। **প্রথমতঃ** যারা এই মিথ্যা খবর পরিবেশন করে। **দ্বিতীয়তঃ** ঐ সাংবাদিক যিনি এটাকে মুখরোচক শিরোনাম দিয়ে ও রংচড়ানো ভাষা দিয়ে পত্রিকায় বা বেতার-টিভিতে প্রচার করেন। **তৃতীয়তঃ** যারা এটা পড়ে বা শোনে এবং বিনা যাচাইয়ে প্রচার করে। এই তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আরও জড়িত হয় মুদ্রাকর, পিয়ন, হকার সহ অনেক মানুষ। দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটি মিথ্যা খবর শত শত লোককে পাপী করে ফেলছে। পৃথিবীতে প্রথম খুনী হ'ল ক্বাবীল। সেকারণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত খুনের ঘটনা ঘটবে, তার পাপের একটা অংশ আদমপুত্র ক্বাবীলের আমলনামায় যোগ হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। পাপের দিকে আহ্বানকারীদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে নিজেদের পাপভার এবং ঐসব লোকদের পাপভার, যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা হেতু বিপথগামী করে। সাবধান! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে' *(নাহল ২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো, তার উপরে ঐ পরিমাণ গোনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গোনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গোনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না' *(মুসলিম)*। মানুষের জানমাল ও ইযযত পরস্পরের জন্য হারাম। অথচ হলুদ সাংবাদিকতার মাধ্যমে সেই ইযযত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। একজন সম্মানী ব্যক্তির সম্মান ক্ষুণ্ন করা কিংবা বিনষ্ট করাই যেন এই সব সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিনিময়ে তারা দুনিয়ায় কিছু হাছিল করলেও আখেরাত যে হারাচ্ছেন, এটা সুনিশ্চিত।

তথ্য সন্ত্রাসের এই যুগে একটি মিথ্যাকে শতকণ্ঠে বলিয়ে গোয়েবল্সীয় কায়দায় সত্য বলে প্রমাণিত করার যে কোশেশ চলছে, তার দ্বারা পাঠক সমাজ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হবে, সমাজ বিনষ্ট হবে। কিন্তু দেরীতে হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে সত্যই জয়লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য। সমাজ সংস্কারকগণের জীবনে চিরকাল আমরা এটাই দেখে এসেছি। বর্তমান সময়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** সমাজ সংস্কারের দূরদর্শী লক্ষ্য নিয়ে সমাজে কাজ করে যাচ্ছে। তাতে বাধা আসা স্বাভাবিক। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মিডিয়া সমূহের প্রত্যক্ষ হামলা, অন্যদিকে ইসলামী নামের শিরক ও বিদ'আতপন্থী মিডিয়া সমূহের নিশ্চুপ ভূমিকা অথবা পরোক্ষ ও তীর্যক হামলা- দু'য়ের মুকাবিলা করেই আমাদেরকে সামনে এগোতে হচ্ছে। তাই আজ জঙ্গীবাদের যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এবং যেসব অপরিণামদর্শী তরুণকে জিহাদের প্রস্তুতির সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে একাজে লাগানো হচ্ছে, তারা যে বিদেশী প্রভুদের ক্রীড়নক, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যেসব সংবাদপত্র নির্দোষ ইসলামী নেতাদের কলংকিত করার চেষ্টায় নিরত আছে, তারাও যে মহল বিশেষের দ্বারা পরিচালিত নয়, তা বলার উপায় নেই। তারা দেশের সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য এবং বিদেশের নিকটে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রমাণ করার জন্য মহলবিশেষের হয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, ইসলামের স্বচ্ছ-সুন্দর ও আদিরূপ প্রতিষ্ঠার জন্য **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** যেমন কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে তাদের জিহাদী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তেমনি দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সর্বদা দেশের সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা সাংবাদিকতার পেশাকে সমুন্নত করার স্বার্থে সাংবাদিকতায় জড়িত বন্ধুদের সত্যসেবী হবার এবং অন্যের চরিত্র হননে কালি-কলম ব্যয় না করার আহ্বান জানাচ্ছি। নইলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সাংবাদিকদেরকে ডাষ্টবিনের নোংরা ময়লার মত মানুষ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিবে। মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা সমার্থক হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে গীবত-তোহমতের পরকালীন মর্মান্তিক পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

http://islaminonesite.wordpress.com

**প্রবন্ধ**

# আহলেহাদীছ আন্দোলন

*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

(৫ম কিস্তি)

## আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য

(مَيِّزَاتُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ)

এবারে 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে চিন্তা করুন। এটি প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তি ভিত্তিক 'মাযহাব', মতবাদ বা 'ইজম'-এর নাম নয়। বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সমস্ত হেদায়াত এপথেই মওজুদ রয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এপথেই মানুষকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আহলেহাদীছ তাই চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি দা'ওয়াত, একটি 'আন্দোলন' এর নাম। এ আন্দোলন ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন দুনিয়ার সকল মানুষকে বিশেষ করে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীক্বায় বিভক্ত শতধাবিচ্ছিন্ন মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী ছেড়ে এবং সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে চিরশান্তির গ্যারান্টি আল্লাহ্র কিতাব ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত হবার আহবান জানায়। কিতাব ও সুন্নাতের অভ্রান্ত পথনির্দেশকে কেন্দ্র করেই এ আন্দোলন গতি লাভ করেছে। উম্মতের কোন ফক্বীহ, মুজতাহিদ, অলি-আউলিয়া, ইমাম বা চিন্তাবিদের দেওয়া কোন নিজস্ব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন গড়ে উঠেনি। কুরআন ও হাদীছ ব্যতীত এ আন্দোলনের কর্মীদের অন্য কোন 'গাইড বুক' নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত তাদের অন্য কোন অভ্রান্ত ইমাম নেই। ইসলাম ব্যতীত তাদের অন্য কোন 'মাযহাব' বা চলার পথ নেই। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ফিক্বহ গ্রন্থ নেই। প্রচলিত চার মাযহাবের ইমামকে তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান করে থাকেন। কোনরূপ অন্ধভক্তি বা অন্ধবিদ্বেষের বশবর্তী না হয়ে বরং বিভিন্ন মাযহাবের যে সকল সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হয় বা সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়, তারা বিনা দ্বিধায় সম্পূর্ণ খোলা মনে তা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু ভুল ও শুদ্ধ সবকিছু মিলিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ বা তাক্বলীদ করাকে তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে মনে করেন।

তাদের মাঝে পুরোহিত্ তন্ত্রের কোন অবকাশ নেই। নেই পীরের 'ফয়েয' লাভের বা তাঁদের 'অসীলায়' মুক্তি পাবার অহেতুক কোন মাথাব্যথা। তাঁদের রোগমুক্তি অথবা মামলায় ডিগ্রী পাবার জন্য কোন 'পীর বাবা' কিংবা 'সাধু বাবা'-র চরণ ধূলি নিতে হয় না। কোন আউলিয়ার কবরে মানত করতে হয় না। কারো 'মুরীদ' হওয়ার সনদও নিতে হয় না।

খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী আহলেহাদীছগণ দুঃখে ও বিপদে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরই নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁরই নিকটে কাঁদেন, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ছাদাক্বা করেন। 'তাক্বদীরের' ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য 'তদবীর' করে চলেন। পরকালীন মুক্তির জন্য তারা শিরক ও বিদ'আতমুক্ত এবং শরী'আত অনুমোদিত নেক আমলকেই একমাত্র 'অসীলা' মনে করেন, যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই খালেছ হয়ে থাকে। যে সকল কথায় ও কর্মে শিরক ও বিদ'আতের সামান্যতম ছিটে-ফোঁটা রয়েছে, তা হ'তে তারা দূরে থাকেন। কোন মানুষকে 'ইল্‌মে গায়েব' বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে তারা বিশ্বাস করেন না। নবী ব্যতীত অন্য কাউকে তারা অভ্রান্ত বলে মনে করেন না। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূরের সৃষ্টি বা 'নূরনবী' নয় বরং মাটির সৃষ্টি 'মানুষ নবী' বলে মনে করেন। তারা কোন মৃত ব্যক্তিকে নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোনরূপ মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারী বলে বিশ্বাস করেন না। এমনকি কোন জীবিত ব্যক্তিও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত অপরের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। কবরে সিজদা করা, সেখানে মানত করা, ফুল দেওয়া, বাতি দেওয়া, গেলাফ চড়ানো, গোসল করানো, নযর-নেয়ায পাঠানো, মোরগ বা খাসী যবেহ করে 'হাজত' দেওয়া, কবরবাসীর অসীলায় মুক্তি কামনা করা, তার নিকটে ফরিয়াদ পেশ করা ইত্যাদিকে তারা প্রকাশ্য শিরক মনে করেন। এমনিভাবে একই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লাখো মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর রূহ মুবারক হাযির হওয়ার অলীক ধারণা ও তাঁর সম্মানে সকলে দাঁড়িয়ে (ক্বিয়াম করে) সালাম জানানোকে মানুষের মাঝে স্রষ্টার গুণ কল্পনার মতই ঘৃণ্যতম পাপ বলে মনে করেন। এমনিভাবে কোন মৃত মানুষের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, নিজেদের বানানো স্মৃতিসৌধে বা শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, বিভিন্ন মানুষের তৈলচিত্র, ছবি, মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ ও সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ইত্যাদি সবকিছু জাহেলী যুগের ফেলে আসা অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজার জঘন্যতম শিরকী রীতি-নীতির আধুনিক রূপ বলে মনে করেন।

আহলেহাদীছগণ মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস করেন যে, শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইসলামের কোন হুকুম গোপন করে যাননি। বরং বিশ্ব ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানুষ হিসাবে এবং ইসলামী চরিত্রের নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ রূপকার হিসাবে দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুঅতী জীবনে স্বীয় কথায়, কর্মে ও আচরণে ইসলামী শরী'আতের ভিতর-বাহির ও খুঁটি-নাটি সব কিছুই স্বীয় উম্মতের জন্য স্পষ্ট করে গিয়েছেন এবং 'অহিয়ে এলাহীর' সবটুকু উম্মতের নিকট পূর্ণ সততার

http://islaminonesite.wordpress.com

সাথে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর জীবন সায়াহ্নে বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত লক্ষাধিক ছাহাবীর নিকট হ'তে সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র নিকট হ'তে সরাসরি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার নিশ্চয়তাও লাভ করেছেন। অতএব আহলেহাদীছগণ মনে করেন যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভ করার পর নিজেদের আবিষ্কৃত হাক্বীক্বত, তরীক্বত ও মা'রেফাত তত্ত্বের তথাকথিত সীনা ব-সীনা বাত্বেনী ইলমের তালাশে অযথা সময় নষ্ট করা ইসলামের সহজ-সরল ও পরিচ্ছন্ন জীবন বিধান হ'তে দূরে সরে যাওয়ারই নামান্তর। সঙ্গে সঙ্গে এটা শেষনবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর শরী'আত সংক্রান্ত আমানতদারীর ব্যাপারেও সন্দেহ সৃষ্টি করে, যা ঈমানের প্রকাশ্য বিরোধী।

আহলেহাদীছগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসকে ঈমানের অন্যতম প্রধান রুকন বা স্তম্ভ বলে মনে করেন। এই রুকনকে অস্বীকার বা অমান্যকারী কিংবা এতে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি কখনোই মুসলমান হতে পারে না। অতঃপর যেহেতু তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না, সেহেতু তাঁর অনুসারী বিশ্বের সকল মুসলমান একই মিল্লাতভুক্ত একটি মহাজাতি। যেখানে ফের্কাবন্দীর কোন অবকাশ নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মুসলিম মিল্লাতকে আপোষে সকল দলাদলি ভুলে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একক নেতৃত্বে শুধুমাত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়।

আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রথম চারজন খলীফাকে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' (সঠিক পথের অনুসারী খলীফাগণ) বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের সহ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর অপর যে কোন ছাহাবীর প্রতি সামান্যতম অসম্মান প্রদর্শন করাকে তারা 'গুনাহে কবীরা' বলে মনে করেন। তারা মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের প্রতি যেমন মনে-প্রাণে ভক্তি রাখেন, তেমনি মহররমের তা'যিয়ার নামে হুসায়েন-পূজারও চরম বিরোধিতা করে থাকেন।

খালেছ সুন্নাতের অনুসারী আহলেহাদীছগণ কোন অবস্থাতেই বিদ'আতের সাথে আপোষ করেন না। লৌকিকতার নামে, দেশাচারের নামে, বিদ'আতে হাসানাহ্র নামে অথবা 'হিকমতের' দোহাই পেড়ে এরা কোন বিদ'আতকে কখনই প্রশ্রয় দেন না। এদের নিকটে সবচাইতে সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রকারের শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং জীবনের বিনিময়ে হলেও তাওহীদ ও সুন্নাতের যথাযথ পায়রবী করে চলেন। বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইসলামকে সর্বযুগীয় সমাধান বলে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের গতিশীল (Dynamic) হওয়ার স্বার্থেই 'ইজতিহাদ'কে সকল যুগে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং 'তাক্বলীদে শাখছী'কে অবশ্য বর্জনীয় বলে মনে করেন।[৪৯] তারা একথাই বলতে চান যে, 'তাক্বলীদে শাখছী' হ'ল মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অগ্রগতির মূলে সবচাইতে বড় বাধা। কেননা এর ফলে আমরা কেবল একজনের একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার অন্ধ অনুসরণ করি, যার মধ্যে ভুলের আশংকা পুরা মাত্রায় বিদ্যমান। অথচ উক্ত একই বিষয়ে আরও যে কিছু উন্নত চিন্তা অন্যের মধ্যে কিংবা আমার নিজের মধ্যেই থাকতে পারে, এই আত্মবিশ্বাস আমরা হারিয়ে ফেলি। তাক্বলীদের সাক্ষাৎ পরিণতিতে অবশেষে আমরা হয়তবা সারাটি জীবন ধরে একজনের দেওয়া একটি ভুলের অনুসরণ করে চলি। অথচ স্ব স্ব ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থেই তা পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে চলা মুক্তিকামী মুসলমানের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবী চিরদিন এটাই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 'আহলেহাদীছ'-এর পরিচয় এবং এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্ষেপে পরিবেশিত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার সকল মুসলমান আহলেহাদীছ নন। কেননা অন্যেরা কেবল ঐ হাদীছগুলিই মানেন, যেগুলি তাদের অনুসরনীয় ইমাম বা আলেমদের গৃহীত মাযহাবের অনুকূলে হয়। কিন্তু আহলেহাদীছগণ নিরপেক্ষভাবে যেকোন ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। উপরের আলোচনায় একথাও প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হ'লঃ 'তাক্বলীদে শাখছী' বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এই তাক্বলীদ ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন মাযহাব বা তরীক্বার হৌক কিংবা বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রগতির নামে বিজাতীয় কোন মতবাদের হৌক। 'অহি'-র বিধানের আনুগত্য ব্যতীত ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার তাক্বলীদ বর্জনযোগ্য। অতএব যাবতীয় মাযহাবী সংকীর্ণতা ও তাক্বলীদী গোঁড়ামী ছেড়ে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মন নিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দেওয়া ফায়ছালার সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনতকারী ব্যক্তিই মাত্র 'আহলেহাদীছ'। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহান ছাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেছীনে এযামের উপাধিধন্য এই গৌরবময় নামে নিজেকে পরিচিত করতে অনেকেই আজ সংকোচ বোধ করে থাকেন।

অনেকে আহলেহাদীছকে হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি তাক্বলীদী ফের্কার প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা অনুরূপ একটি ফের্কা বলে মনে করেন। অথচ ঐগুলি নির্দিষ্ট একজন বিদ্বানের অথবা নির্দিষ্ট বিদ্বানের গৃহীত মাযহাবের অনুসারী দল মাত্র। পক্ষান্তরে ঐসব মাযহাবী ও তাক্বলীদী গণ্ডী ভেঙ্গে যারা নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন, তারাই কেবল 'আহলেহাদীছ' হ'তে পারেন। কেননা 'আহলেহাদীছ' অর্থাৎ

৪৯. *ইজতিহাদ-এর আভিধানিক অর্থঃ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। পারিভাষিক অর্থঃ 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শারঈ হুকুম নির্ধারণের জন্য নিয়মানুযায়ী সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা চালানো।-লেখক।*

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছের অনুসারী' বললে কোন ব্যক্তির অনুসারী বুঝায় না। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যেমন বিশ্বনবী, তাঁর নিকটে প্রেরিত 'অহি' যেমন বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য, তেমনি সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক আন্দোলন তথা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তেমনি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত।

পরিশেষে আমরা সবিনয় নিবেদন রাখতে চাই যে, যেভাবে নির্দিষ্ট ইমাম, মাযহাব, ফিক্বহ ও তরীক্বা রচনা করে লোকেরা বিভিন্ন দলীয় নামে বিভক্ত হয়েছেন, এ ধরনের কোন বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের মধ্যে কেউ দেখেছেন কি? অতএব ছাহাবায়ে কেরাম, আয়েম্মায়ে এযাম ও মুহাদ্দেছীনকে যেমন কেউ কোন ব্যক্তি পূজারী ফের্কায় চিহ্নিত করতে পারেন না, তেমনি তাঁদেরই নামে নামাংকিত ও তাঁদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী আহলেহাদীছগণকেও প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কায় চিহ্নিত করা যায় না। তবে উদার ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণে আহলেহাদীছগণ নিঃসন্দেহে একটি পৃথক জামা'আতী সত্তা। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকেও 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়েছে।

## ঐক্যের আন্দোলন (حَرَكَةُ اتِّحَادِ الْأُمَّةِ)

ইসলামের মধ্যকার বিভিন্ন মাযহাব অপর মাযহাবে গৃহীত অনেক ছহীহ সিদ্ধান্ত, যার পক্ষে কিতাব ও সুন্নাতের ছহীহ দলীল রয়েছে, তাকে শুধুমাত্র নিজেদের তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে। অতঃপর নিজেদের এই অনুদারতা ঢাকবার জন্য অপর মাযহাবের গৃহীত ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার করেছে অথবা 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) বলে দাবী করেছে। কিংবা তার পরোক্ষ ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছে অথবা 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে সুন্দরভাবে এড়িয়ে গেছে। এঁরা জাঁকজমকের সাথে 'খতমে বুখারী'-র অনুষ্ঠান করেন, অথচ বুখারীর হাদীছ মানেন না। ছহীহ বুখারীর অনুবাদক হ'তে গর্ব অনুভব করেন, অথচ অনুবাদে কারচুপি করেন। আবার অযৌক্তিক টীকা-টিপ্পনীর ছুরি চালিয়ে স্বীয় মাযহাব বিরোধী ছহীহ হাদীছ গুলিকে যবেহ করেন। এইসব তাক্বলীদী গোঁড়ামীর ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকদের দ্বারাই ইসলামী ঐক্য ইসলামের নামেই ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেছে এবং তা এখন সামাজিকভাবে স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।

এক্ষণে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ইসলামী ঐক্য চান এবং ইসলামের বিধান ও অনুশাসন সমূহ সঠিকভাবে পালন করে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি কামনা করেন, তবে তাকে সর্বপ্রথম তাক্বলীদী বন্ধন ছিন্ন করে মাযহাবী ও দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে। অতঃপর সম্পূর্ণ খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে হবে। তা তার নিজ মাযহাবের, নিজ বংশের বা সমাজের এমনকি নিজ দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধেও যাক না কেন। এই কঠিন ঝুঁকি নিয়ে 'হক্ব' কবুল করতে পারলেই তবে জান্নাতের আশা করা যায়।

'৮০-এর দশকের প্রথম দিকে الاتحاد مع الاختلاف 'মতপার্থক্য সহই ঐক্য' নামক একটি নতুন ফর্মুলার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু প্রায় দু' দশক (১৯৭৮-৯৮) ধরে চেষ্টা করেও তাতে কোন ফলোদয় হয়নি।[৫০] কারণ বৈষয়িক অনৈক্যের চাইতে ধর্মীয় অনৈক্য মানুষের মনে বেশী রেখাপাত করে। আর সেকারণেই শ্রেষ্ঠ ইবাদত 'ছালাতের' মধ্যে বুকে হাত বাঁধা বা নাভীর নীচে হাত বাঁধা, রুকুতে যাওয়া ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা বা না করা, ঈদায়নের ছালাতে ৬ তাকবীর না ১২ তাকবীর, জানাযার ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়তে হবে কি হবে না, ছালাত শেষে ইমাম-মুক্তাদী দু'হাত উঠিয়ে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত (প্রার্থনা) করবে কি করবে না, জুম'আর আযান একটা না দু'টা- ইত্যাকার ধর্মীয় পার্থক্য সমূহ ঘুচানো আজও সম্ভব হয়নি। অথচ এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ-সরল ঐক্য ফর্মুলা হ'লঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা যেটি প্রমাণিত হবে, সেটি সকলে মেনে নিবেন ও বাকীটি ছেড়ে দিবেন। যদি দু'টিই ছহীহ হাদীছে থাকে, তবে সর্বাধিক ছহীহ আমলটি করবেন অথবা দু'টি আমলই সকলে সুযোগমত করবেন। নির্দিষ্ট কোন একটির উপরে গোঁড়ামী করবেন না। বলা বাহুল্য, এধরনের পার্থক্য ফিক্বহের অধিকাংশ বিষয়ে রয়েছে।

অনেকে বলেন, আমাদের মধ্যে আক্বীদায় কোন বিরোধ নেই। যত বিরোধ কেবল শাখায়-প্রশাখায়। কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং আমলের সাথে সাথে আক্বীদার ক্ষেত্রেও রয়েছে দুস্তর পার্থক্য। যেমন কেউ বলছেন, আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। অথচ কুরআন বলছে, আল্লাহর আকার আছে *(ছোয়াদ ৭৫, মায়েদাহ ৬৪ ইত্যাদি)*। তবে তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই *(শূরা ১১ ইত্যাদি)*। তিনি আসমানের উপরে আরশে সমাসীন *(ত্বোয়া-হা ৫ ইত্যাদি)*। তবে তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান *(ত্বালাক্ব ১২, বাক্বারাহ ১৪৮ প্রভৃতি)*। কেউ বলছেন 'যত কল্লা তত আল্লাহ'। আমরা সবাই আল্লাহর সত্তার অংশ *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অথচ কুরআন বলছে, আল্লাহ সবকিছুরই স্রষ্টা। বাকী সবই তাঁর সৃষ্টি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কখনই এক নয় *(রা'দ ১৬, নাহল ১৭ ইত্যাদি)*। মূলতঃ এগুলি ইরানী ও হিন্দুয়ানী অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শন, যা মা'রেফাতের নামে সুফীবাদী দর্শন হিসাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কেউ বলেন, নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়াগণ মরেন না, বরং ভূপৃষ্ঠ হ'তে ভূগর্ভে বা কবরে ইন্তেকাল বা স্থানান্তরিত হন মাত্র। তাঁরা কবরে যিন্দা থাকেন ও ভক্তদের ভালমন্দের ক্ষমতা রাখেন। অথচ আল্লাহ ব্যতীত 'কেউ কারু ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না' *(মায়েদাহ ৭৬ ইত্যাদি)*। এমনকি কেউ কেউ 'যিন্দাপীর' নামেও অভিহিত হয়েছেন। অথচ আল্লাহ বলেন, নবী-রাসূল সহ সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকেন *(মুমিনূন ১৫, যুমার ৩০)*। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা

৫০. *অধ্যাপক গোলাম আযম, ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই (ঢাকাঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, ফেব্রুয়ারী ২০০০) পুস্তক দ্রষ্টব্য।*

'আলমে বরযখে' থাকবেন *(মুমিনূন ১০০)*। চরম অদৃষ্টবাদী একদল লোক বলছেন, 'কিছু হইতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়' আমরা সবাই পুতুল সদৃশ। অতএব 'যেমনে নাচায় তেমনি নাচি, পুতুলের কি দোষ'? তার বিপরীতে আরেকদল বলছেন, অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। 'মানুষ নিজেই তার অদৃষ্টের স্রষ্টা'। অথচ আক্বীদা বিষয়ে সহজ-সরল ঐক্য ফর্মুলা হ'লঃ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা এবং সকল বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুযায়ী ফায়ছালা প্রদান করা।

এছাড়াও রয়েছে হাক্বীক্বাত, তরীক্বাত ও মা'রেফাতের নামে চিশতিয়া, ক্বাদেরিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নকশবন্দীয়া নামক প্রধান চারটি সূফীবাদী দলের উপদল সমূহ মিলে প্রায় দু'শ তরীক্বা। যাদের পরস্পরে আক্বীদা ও আমলে কোন মিল নেই। যার ফলে দেশে সৃষ্টি হয়েছে ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর। প্রত্যেক পীরের রয়েছে হাযার হাযার মুরীদ। এক পীরের সাথে অন্য পীরের ও তাদের মুরীদদের রয়েছে আক্বীদা ও আমলের মাঝে বিরাট ফারাক। তাই ১৩ কোটি তাওহীদবাদী মুসলিমের অবস্থা এখন ঘুনে ধরা বাঁশের মত। যাতে কোন শক্তি নেই। আর এর **একমাত্র কারণ হ'লঃ** বিভিন্ন শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল। যেসবের প্রচলনকারী হ'লেন, **প্রথমতঃ** দেশের এক শ্রেণীর দুষ্টমতি আলেম, যারা দুনিয়াবী স্বার্থে এগুলির প্রচলন ও লালন করেন। **দ্বিতীয়তঃ** এক ধরনের সমাজনেতা, যারা এগুলিকে সহযোগিতা করেন ও পাহারা দেন। **তৃতীয়তঃ** এক ধরনের ধনী লোক, যারা তাদের অঢেল ধন-সম্পদ এসবের পিছনে ব্যয় করেন সহজে জান্নাত পাওয়ার ধোঁকায়। **চতুর্থতঃ** দেশের সরকার, যারা ধর্মের নামে এগুলিকে নিরাপত্তা দান করে থাকেন। সত্য কথা বলতেকি, এদেশের অধিকাংশ পীর ও ইসলামী নেতারা তাওহীদ-এর সঠিক ব্যাখ্যা জানেন না কিংবা সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝেন না। সেকারণ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী আক্বীদা যেমন তাওহীদের নামে পার পেয়ে যাচ্ছে, তেমনি প্রচলিত বিদ'আত সমূহ 'বিদ'আতে হাসানাহ্'র নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে যেন এখন আর শিরক ও বিদ'আত বলে কিছুই নেই। যা আছে সবই তাওহীদ, সবই সুন্নাত, সবই ইসলাম। এসবের বিরোধিতাকারী আহলেহাদীছরাই আসলে বেদ্বীন ও লা-মাযহাবী। হা-শা ওয়া কাল্লা!

অতএব শিরক ও বিদ'আত সমূহের ব্যাপারে মৌলিক ঐক্যমতে না এসে কেবলমাত্র ভোটের স্বার্থে সাময়িক 'ইসলামী ঐক্যজোট' করলে তা কখনই টেকসই হবে না। বরং স্লাইস্‌ড পাউরুটির মত যেকোন সময়ে স্বার্থদুষ্ট পাতলা পর্দার ঐক্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

বলা আবশ্যক যে, ইসলামের শত্রুরা রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের চাইতে আক্বীদাগত বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী মুসলিম পণ্ডিত ইতিমধ্যেই তাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যারা দেশের প্রচার মাধ্যম সমূহে, শিক্ষা কেন্দ্রে, অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান সমূহে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অনুপ্রবেশ করে তাদের কপট উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন। ঐক্য প্রয়াসী ইসলামী নেতৃবৃন্দকে তাই মূল আক্বীদাগত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাই।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইসলামের মধ্যকার বিচ্ছিন্ন ফের্কাসমূহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র সর্বোচ্চ অধিকারকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার একটিমাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত করতে চায়। মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-কে একাই একটি 'উম্মত' হিসাবে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে' *(নাহ্‌ল ১২০)*। যদিও তাঁর যুগে তিনি কার্যতঃ একাকী ছিলেন এবং তাঁর পিতা ও নিজ গোত্র সহ সে যুগের প্রায় সকল মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

অতএব আজও যেকোন মূল্যে হক্ব-কে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং মনকে উদার রেখে সকলকে হক্ব-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে। সংখ্যায় কম হোক বা বেশী হোক হক্বপন্থী সেই লোকগুলিই হবেন আল্লাহ্‌র নিকটে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ একটি জামা'আত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সেদিকেই জগদ্বাসীকে আহ্বান জানায় এবং হক্বপন্থী সেই জামা'আতই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের (হক্ব পন্থীদের) সঙ্গে থাক' *(তওবাহ ১১৯)*।

## নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন
(اَلْحَرَكَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْخَالِصَةُ)

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে আল্লাহ্‌র যমীনে প্রতিষ্ঠা করার যে আন্দোলন তাকেই সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন বলে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এর কাজ হল কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃপক্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বর্তমান নেই। আর সেকারণেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে হয়েছে, আজও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের নামে এযাবত যতগুলো আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই অবশেষে সংকীর্ণ মাযহাবী রূপ ধারণ করেছে এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও শাসন সংবিধানে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের বদলে কোন না কোন একটি মাযহাবী মতবাদ চেপে বসেছে। যার পরিণতি অতীব ভয়াবহ হয়েছে। বিগত যুগে

আব্বাসীয় খেলাফতকালে খলীফা মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক বিল্লাহ (১৯৮-২৩২ হিঃ) কর্তৃক মু'তাযিলা মতবাদের নির্মম পৃষ্ঠপোষকতা, বর্তমানে ইরানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত তথা শী'আ হুকুমত এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশে একটি বিশেষ ইসলামী দল কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ মাযহাবী (হানাফী) হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এরই প্রমাণ বহন করে।[৫১] যেকোন দলীয় নামের সাথে 'ইসলাম' শব্দটি জুড়ে দিলে তা দ্বারা অবশ্যই কিছু সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু নিজেদের দলীয় অনুদারতা ঢাকবার জন্য যেরূপ ঢালাওভাবে সকলে ইসলামকে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করছেন, তাতে ইসলামী আন্দোলন যেন একটি গোলক ধাঁধাঁয় পরিণত হয়েছে। কোন্ ইসলামের দলভুক্ত হলে সত্যিকারের ইসলামী জামা'আতভুক্ত হ'লাম, তা বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

যে বৈশিষ্ট্যগত কারণে ছাহাবায়ে কেরাম স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করতেন, সেই একই কারণে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহী আহলেহাদীছগণ সকল প্রকারের রাখ-ঢাক ছেড়ে কুরআন ও সুন্নাহকে স্ব স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের পরিচালিত আন্দোলনকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলেছেন। তাতে সস্তা জনপ্রিয়তা (Cheap popularity) অবশ্যই ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু তবুও হক্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পূর্ণ খোলা মনে যিনিই নির্ভেজাল ইসলামের অনুসরণে ব্রতী হবেন, তিনিই এ আন্দোলনে শরীক হতে পারবেন।

মোদ্দাকথা কালেমা পাঠকারী যে কোন মুসলমান, তিনি যতই অনৈসলামী ভাবাপন্ন হৌন না কেন, তাকে যেমন 'কাফের' বলা যায় না, তেমনি ইসলামের নামে পরিচালিত কোন আন্দোলন, তার মধ্যে যতই শিরক ও বিদ'আতের জগাখিচুড়ি থাকুক না কেন, সাধারণভাবে তাকে ইসলামী আন্দোলনই বলতে হয়। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলতে এসব ভেজালের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠা করাই এ মহান আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব সঙ্গত কারণেই এ আন্দোলনের কর্মীরা সকল প্রকারের শিরক-বিদ'আত ও অনৈসলামী তৎপরতার বিরুদ্ধে হয়ে থাকেন আপোষহীন সংগ্রামী। তাই 'সকলের মনরক্ষা নীতি' অনুসরণে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের কোন সুযোগ না থাকার ফলে আহলেহাদীছের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় চিরদিনই কম। বরং বলা যেতে পারে যে, সংখ্যায় কম হওয়াটাই এদের গৌরব। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ত সুসংবাদ কেবলমাত্র ঐ সকল মর্দে মুজাহিদের জন্যই নির্দিষ্ট, যারা বিরোধীদের ও দুশমনদের পরোয়া না করে দৃঢ়ভাবে হক্ব ও ন্যায়ের অনুসরণ করে চলেন *(মুসলিম হা/১৯২৩)*। তাছাড়া কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা চিরদিনই কম হয়ে থাকে *(সাবা ১৩)*।

*৫১. দ্রষ্টব্যঃ উর্দু সাপ্তাহিক আল-ইসলাম (লাহোর) ১৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা এবং বাংলা সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (ঢাকা) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৬ প্রশ্নোত্তরের আসর; অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তর (ঢাকাঃ গ্রন্থমালঞ্চ ১৯৯৮) পৃঃ ১৮২।*

# তাফসীরুল কুরআনঃ কিছু কথা

*ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

(৪র্থ কিস্তি)

## ৪. তাওরাতের পৃষ্ঠা সমূহঃ

৩. আ'রাফ ১৪৫ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ 'আমি তার (মূসা) জন্য ফলকে (তাওরাতের পৃষ্ঠাসমূহে) সকল বিষয়ে উপদেশ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাসমূহ লিখে দিয়েছি'। মাননীয় তাফসীরকার ব্যাখ্যা করেছেন, 'অর্থাৎ তাওরাতের ফলক সমূহ, যা ছিল জান্নাতের পত্র সমূহ অথবা যবরজাদ অথবা যুমুর্রুদ, যা ছিল ৭টি অথবা ১০টি'। অথচ এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। ঐ ফলকগুলির সংখ্যা কত ছিল, কি দিয়ে তৈরী ছিল, কতটুক তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল, কি দিয়ে ও কিভাবে সেখানে লেখা ছিল, এগুলি বিষয় জানা বা তার উপরে ঈমান আনার কোন বাধ্যবাধকতা আমাদের জন্য নেই। কুরআন-হাদীছ এবিষয়ে চুপ রয়েছে। অথচ তাফসীরের নামে এই সব ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী সুন্নী বিদ্বানগণের কিতাবে লিখিত হয়েছে।

## ৫. আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর শিরকঃ

৪. আ'রাফ ১৯০ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ 'অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে (স্বামী-স্ত্রীকে) পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তারা তখন তাদেরকে প্রদত্ত সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করে'। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাননীয় তাফসীরকার বলেন,

بتسميته عبدَ الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا لله، وليس بإشراك في العبودية، لعصمة آدم-

'তারা (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া) তার নাম আব্দুল হারিছ রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে'। আরবীতে সিংহের উপনাম হ'ল 'আবুল হারেছ'। সে হিসাবে আব্দুল হারেছ অর্থ হ'ল, সিংহের দাস। অতঃপর তিনি তিরমিযী ও হাকেম-এর বরাতে সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)-এর নামে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যাতে বলা হয়েছে যে, 'বিবি হাওয়ার সন্তান বাঁচতো না। ফলে একবার তিনি সন্তান প্রসব করলে ইবলীস এসে বলল, আপনি সন্তানের নাম 'আব্দুল হারেছ' রাখুন। এতে সে বেঁচে যাবে। তখন হাওয়া উক্ত নামে তার নাম রাখেন। ফলে সন্তানটি বেঁচে যায়'। হাকেম এটাকে ছহীহ বলেছেন এবং তিরমিযী একে 'হাসান গরীব' বলেছেন।

এ হাদীছ যেমন মুনকার ও যঈফ, উক্ত তাফসীর তেমনি কপোলকল্পিত। সবচাইতে মারাত্মক বিষয় হ'ল, এর দ্বারা

http://islaminonesite.wordpress.com

মানবকুলের আদি পিতা ও আদি মাতাকে মুশরিক বানানো হয়েছে। অথচ আদম (আঃ) কেবল আদি পিতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রথম নবী। অতএব তাঁর মুশরিক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এ ধরনের তাফসীর নবীদের উপরে ইহুদী-নাছারাদের আরোপিত তোহমত সমূহের অংশ বিশেষ। সঠিক কথা এই যে, উক্ত আয়াতে মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা সন্তান লাভের পূর্বে আল্লাহ আল্লাহ করে। অতঃপর সন্তান হ'লে বিভিন্ন ধরনের শিরকের আশ্রয় নেয়। ইহুদী-নাছারা তো বটেই, মুসলিম নামধারীরাও হর-হামেশা এরূপ শিরক করে যাচ্ছে। তারা আল্লাহকে ডাকার সাথে সাথে বিভিন্ন জীবিত পীরের দরবারে ও মৃত ব্যক্তির কবরে নযর-নিয়ায নিয়ে দৌড়াচ্ছে।

### ৬. ইউসুফ (আঃ)-এর দু'বার বিক্রয়ঃ

**৫. ইউসুফ ১৯** وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَ أَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ 'অতঃপর এক যাত্রীদল আসল। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে তার পানির বালতি কূয়ায় নামিয়ে দিল। অতঃপর বলে উঠলো, কি সুসংবাদ! এ যে একটি কিশোর'। 'অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো। অথচ তারা যা কিছু করছিল, আল্লাহ সবই অবগত ছিলেন'।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাননীয় তাফসীরকার বলেছেন, 'বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে ইউসুফের ভাইয়েরা এসে বলল, এটা আমাদের পলাতক গোলাম'। একথা শুনে ইউসুফ তাকে মেরে ফেলবার ভয়ে চুপ করে থাকলেন। অতঃপর ভাইদের নিকট থেকে ঐ কাফেলা স্বল্প মূল্যে তাকে খরিদ করে নিয়ে গেল ২০ অথবা ২২টি মুদ্রার বিনিময়ে'। অতঃপর তারা শহরে গিয়ে ঐ সঙ্গে লাভ হিসাবে বাড়তি একজোড়া জুতা ও কাপড়ের বিনিময়ে 'আযীযে মিছর'-এর নিকটে বিক্রয় করে'।

অথচ বিক্রয়ের বিষয়টি একবারই ছিল, যা শহরে এসে মিসরের শাসকের নিকটে ঘটেছিল এবং বাকী কথাগুলি সব বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কল্পকথা মাত্র।

### ৭. ইউসুফ ও যুলায়খার প্রেম উপাখ্যানঃ

**৬. ইউসুফ ২৪** وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَّأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ 'এবং উক্ত রমণী তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে পেত'। এখানে 'যদি না সে দেখতে পেত' অর্থাৎ لَوْلاَ -এর জবাব হিসাবে তাফসীর করা হয়েছে, لجامعها 'অবশ্যই তিনি উক্ত রমনীর সাথে মিলিত হ'তেন' (নাউযুবিল্লাহ)। অতঃপর بُرْهَانَ বা 'নিদর্শন'-এর ব্যাখ্যা হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নামে একটি বর্ণনা পেশ করা হয়েছে যে, তাঁর সম্মুখে ইয়াকূব (আঃ)-এর প্রতিমূর্তি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। অতঃপর পিতা ইয়াকূব তার বক্ষে থাবা দিলেন। তাতে ইউসুফের অন্তর থেকে কাম বাসনা দূরীভূত হয়ে নখগুলি দিয়ে বেরিয়ে গেল'।

আলোচনাতেই বুঝা যায় যে, এগুলি যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি উদ্ভট ও অযৌক্তিক। অথচ এর অর্থ হ'ল, তিনি আদতেই উক্ত মহিলার প্রতি আসক্ত হননি, যা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। কেননা তিনি পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখেছিলেন। এক্ষণে উক্ত নিদর্শন কি ছিল? সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বিশুদ্ধভাবে জানা যায় না। হ'তে পারে সেটা নির্দিষ্টভাবে কোন নিদর্শন, যা নবীগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হন কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত উন্নত বিবেকের কঠোর নির্দেশ।

### ৮. ইউসুফ (আঃ) অপরাধ স্বীকারঃ

৭. ইউসুফ ৫২ (ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) 'এটা (অর্থাৎ ইউসুফ-এর রূপ—লাবণ্যে মুগ্ধ স্ব স্ব নখ কর্তনকারী মহিলাদের ও মিসরবাসীদের স্বীকারোক্তির ঘটনা যা ৫১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে) এজন্য যে, যেন (মিসরের শাসক আযীয) জানতে পারেন যে, আমি (তাঁর স্ত্রী) তাঁর প্রতি তাঁর অসাক্ষাতে কোনরূপ খেয়ানত করিনি'। পরবর্তী ৫৩ নং আয়াতে মিসর রাণীর স্বীকারোক্তি আরও পরিষ্কার। সেখানে তিনি বলছেন, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দপ্রবণ। কিন্তু সে ব্যক্তি নয় যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেছেন। আমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু'। রাণীর এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির ফলে মিসরের শাসক আযীয ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'লেন এবং তাঁকে জেলখানা হ'তে মুক্ত করে নিজের খাছ সহচর নিযুক্ত করলেন- যা ৫৪নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু মাননীয় তাফসীরকার এখানে ব্যাখ্যা করেছেন, (ذلك: اى طلب البراءة (ليعلم) العزيز (أنى لم أخنه فى أهله) 'এটা অর্থাৎ নিজের নির্দোষিতা বর্ণনা এজন্য, যাতে 'আযীয' (মিসর শাসক) জানতে পারেন যে, আমি তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে খেয়ানত করিনি'।

মাননীয় তাফসীরকারের উক্ত ব্যাখ্যায় বর্ণিত উক্তিটি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বলে স্পষ্টভাবেই অনুমিত হয়। অথচ উক্ত উক্তিটি 'আযীযে মিছর'-এর স্ত্রীর হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তখন অর্থ হবে 'যাতে আমার স্বামী জানতে পারেন যে আমি তাঁর অগোচরে কোন ফাহেশা কাজে লিপ্ত হইনি। বরং আমিই ইউসুফ-এর প্রতি মন্দ কর্মে আসক্ত হয়েছিলাম। অতঃপর সে নিজেকে বিরত রাখে এবং এর দ্বারা আমি

নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা। কেননা মানুষের মন দুর্বল। প্রবৃত্তির তাড়না তার উপরে বিজয়ী হয়ে থাকে। কেবলমাত্র ঐসব লোক ব্যতীত যাদের উপরে আমার প্রভু অনুগ্রহ করেছেন'। বলা আবশ্যক যে, এই ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, হাফেয ইবনু কাছীর, আল-মাওয়ার্দী প্রমুখ বিদ্বানগণ এবং এটাই পূর্বাপর আয়াত সমূহের বক্তব্যের সাথে সাম স্যশীল'।

উল্লেখ্য যে, তাফসীরে জালালায়েন-এর উক্ত ব্যাখ্যার অনুসরণে অত্র ৫২ নং আয়াতটিতে বর্ণনাকারী হিসাবে হযরত ইউসুফকে গণ্য করা হয়েছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত (৭ম মুদ্রণঃ নভেম্বর ১৯৮৩) বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফে (পৃঃ ৩৬৭, টীকা ১৩১) এবং পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ শফী প্রণীত ও মাওলানা মহিউদ্দীন খান (ঢাকা) কর্তৃক অনুদিত ও সংক্ষেপায়িত এবং সঊদী আরব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত (১৪১৩হিঃ) ও বিনামূল্যে বিতরিত বঙ্গানুবাদ 'তাফসীরে মা'রেফুল কুরআনে' (পৃঃ ৬৬৯)। এগুলি নবীদের প্রতি তোহমত দানকারী ইহুদী-নাছারাদের কল্পকাহিনীর অনুকরণ মাত্র।

### ৯. যুলক্বারনায়েন বনাম সিকান্দার বাদশাহঃ

৮. কাহ্ফ ৮৩ (وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ) 'এবং তারা আপনাকে প্রশ্ন করছে যুল-ক্বারনায়েন সম্পর্কে'।

মাননীয় তাফসীরকার এখানে যুল-ক্বারনায়েন-এর নাম বলেছেন, (اسمه الإسكندر) 'ইস্কান্দার'। অথচ ঐ নামটিকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। তাফসীরে তাঁর বিভিন্ন নাম এসেছে। যেমন- তিনি ছিলেন ইউনান বিন ইয়াফিছ বিন নূহ (আঃ)-এর বংশধর মিসরের অধিবাসী মিরযাবান বিন মিরদাবাহ, পূর্ব ও পশ্চিম ব্যাপী তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁর নাম ছিল হুরমুস বা হারদীস কিংবা ছা'ব ইবনে যু ইয়াযান আল-হিমিয়ারী অথবা তিনি ছিলেন আফরীদূন, যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়ের দুষ্ট শাসক বিউরাসিব ইবনে আরুন্দাসিবকে হত্যা করেছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট হ'ল দু'টি নাম, যার একটি হ'লঃ তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগের একজন শাসক, যিনি ইবরাহীম-এর পক্ষে বিচারে রায় দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়জন হ'লেন ঈসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী যামানার জনৈক ব্যক্তি'।[৭] এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন (سَأَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا) 'আমি তার অবস্থা সম্পর্কে সত্বর তোমাদের কাছে বর্ণনা করব'। অর্থাৎ তার মধ্য থেকে শিক্ষণীয় ও উপদেশ মূলক বিষয়গুলি তোমাদেরকে জ্ঞাত করাব। বাকী বিষয়গুলি তিনি বর্ণনা করেননি। এতে বুঝা যায় যে, যুল-ক্বারনায়েন ছিলেন একজন ঈমানদার ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারক নেতা। আযরাক্বী প্রমুখ বিদ্বানগণ বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়কার মানুষ ছিলেন। তিনিই প্রথম ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরে ঈমান এনেছিলেন ও তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ্ শরীফ ত্বাওয়াফ করেছিলেন ও আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিলেন। পক্ষান্তরে 'সিকান্দার বাদশাহ' বলে খ্যাত ইস্কান্দার ইবনে ফীলিবস আল-মাক্বদূনী ছিলেন মুশরিক ও রোমান সম্রাট। তিনি ছিলেন গ্রীক ও তাঁর উযীর ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল। তিনি ঈসা (আঃ)-এর প্রায় ৩০০ বছর পূর্বেকার মানুষ ছিলেন।[৮] অতএব মাননীয় তাফসীরকারের বর্ণিত 'ইস্কান্দার' হ'লেন 'ইস্কান্দার আল-মাক্বদূনী' (المقدونى), যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, আল্লাহ্র অলিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তো অনেক পরের কথা।

### ১০. সিকান্দার প্রাচীরঃ

৯. কাহ্ফ ৯৩ (حَتَّى إِذَابَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) 'অবশেষে যখন তিনি দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে গেলেন'।

মাননীয় তাফসীরকার বলেন, بفتح السين وضمها هنا وبعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك، سد الإسكندر ما بينهما 'এখানে সাদ্দাইন ও সুদ্দাইন' দুটিই পড়া যেতে পারে। ঐ দুই প্রাচীরের শেষে তুরস্ক সীমান্তে দু'টি পাহাড় রয়েছে। 'সিকান্দার প্রাচীর' ঐ দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত

আমরা বলি, উক্ত প্রাচীর যে তুরস্কে অবস্থিত, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই। বরং আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উক্ত প্রাচীর আযারবাইজানে অবস্থিত, যা এখনো বর্তমান রয়েছে।

### ১১. দাঊদ (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমতঃ

১০. ছোয়াদ ২৪ (وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ) 'দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি'। উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, (أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة 'অর্থাৎ উক্ত মহিলার প্রতি তার ভালোবাসার দ্বারা তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি'। ভিত্তিহীন এই তাফসীরের মাধ্যমে নবীগণের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। বিশেষ করে দাঊদ (আঃ)-এর মত একজন মহান রাসূলের উপরে পরনারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার অমার্জনীয় তোহমত প্রদান করা হয়েছে। অথচ এটি পরিষ্কারভাবে ইহুদী-নাছারাদের বানোয়াট গল্প ব্যতীত

৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১১/৪৫-৪৭।*

৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/১০৬।*

কিছুই নয়। যারা তাদের নবীদের বিরুদ্ধে চুরি, যেনা ও অনুরূপ অসংখ্য নোংরা তোহমত লাগিয়েছে ও হাযার হাযার নবীকে হত্যা করেছে *(বাক্বারাহ ৯১)*। তাদের রচিত তথকথিত তওরাত-ইঞ্জীল সমূহ (বাক্বারাহ ৭৯) এধরনের কুৎসায় ভরপুর হয়ে আছে।

একই সূরার ২২ আয়াতের তাফসীরে মাননীয় তাফসীরকার বর্ণনা করেছেন যে, দাঊদ (আঃ)-এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। অথচ তিনি অন্যজনের একমাত্র স্ত্রীকে তলব করেন এবং তাকে বিবাহ করেন ও তার সাথে সহবাস করেন' (নাঊযুবিল্লাহ)। একাজটি যে অন্যায় ছিল, সেটা বুঝানোর জন্য দু'জন ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে বাদী-বিবাদী সেজে অতর্কিতভাবে তাঁর এবাদতখানায় প্রবেশ করেন। অতঃপর বিবাদী তাকে বলেন, সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে এটি আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় আমার উপরে বলপ্রয়োগ করে' *(ছোয়াদ ২৩)*। দাঊদ (আঃ) এটিকে অন্যায় হিসাবে বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর মাধ্যমে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে তিনি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এ সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, যা ২৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এ ঘটনাটিকে সাদা চোখে দেখলে একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হবে, যা সাধারণতঃ যেকোন বিচারকের নিকটে বা রাজদরবারে হয়ে থাকে। অথচ কাল্পনিকভাবে দু'জনকে ফেরেশতা সাজিয়ে ও দুম্বাকে স্ত্রী কল্পনা করে তাফসীরের নামে রসালো গল্প তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্ন হ'তে পারে, তাহ'লে দাঊদ (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণ কি?

জবাব এই যে, দাঊদ (আঃ) আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। ঐ সময়টুকু তিনি কেবল ইবাদতেই রত থাকতেন। কিন্তু ঐসময় হঠাৎ পাঁচিল টপকিয়ে দু'জন অপরিচিত লোক ইবাদতখানায় প্রবেশ করায় তিনি ভড়কে যান। কিন্তু পরে তাদের বিষয়টি বুঝতে পারেন ও ফায়ছালা করে দেন। তাদের থেকে ভীত হওয়ার বিষয়টি যদিও কোন দোষের ব্যাপার ছিল না, তবুও এটাকে আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের খেলাফ মনে করে তিনি লজ্জিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তার তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা নিলেন। দ্বিতীয়তঃ অধিক ইবাদতের কারণে প্রজাস্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে মনে করে তিনি লজ্জিত হন এবং এজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

**১২. সুলায়মান (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমতঃ**

১১. ছোয়াদ ৩৪ (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ) 'আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপরে রেখে দিলাম একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে বিনত হ'ল'।

মাননীয় তাফসীরকার এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

ابتليناه بسبب مُلكه، وذلك لتزوجه بامرأة هواها، وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه و كان مُلكه فى خاتمه، فنزعه مرة عند إرادة الخلاء عند امرأة المسماة بالأمينة على عادته، فجاءها جنّى فى صورة سليمان فأخذه منها... ثم اناب: رجع سليمان الى مُلكه بعد ايام، بأن وصل الى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه-

'আমরা তাকে তার রাজত্বের কারণে পরীক্ষা করলাম। আর সেটা এই যে, তিনি একজন মহিলাকে বিবাহ করেন, যার প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছিলেন। ঐ মহিলা তাঁর গৃহে তাঁর অগোচরে মূর্তি পূজা করত। আর সুলায়মানের রাজত্ব ছিল তাঁর আংটির কারণে। একদিন তিনি টয়লেটে যাবার সময় অভ্যাসবশতঃ আংটিটি খুলে তাঁর উক্ত স্ত্রী 'আমীনা'-র নিকটে রেখে যান। এমন সময় একটি জিন সুলায়মানের রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয় ও তার নিকট থেকে আংটি নিয়ে নেয়।... অতঃপর সুলায়মান বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর সিংহাসনে অন্যজন বসে আছে এবং লোকেরা সবাই তাকে অস্বীকার করে।... 'অতঃপর সে বিনত হ'ল' অর্থাৎ সোলায়মান কিছু দিন পরে তাঁর রাজত্বে ফিরে আসেন ও আংটির নিকটে পৌঁছে যান। অতঃপর আংটি পরিধান করে নিজ আসনে উপবেশন করেন'।

আমরা বলি, এই ব্যাখ্যার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। কেননা এই ব্যাখ্যা দ্বারা নবী ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে। যেখানে নবীদের ইয্যতের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্র, সেখানে এ ধরনের তাফসীর বাতিল প্রতিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে পরীক্ষার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু হয়েছিলেন। কুরআন মজীদে এই ঘটনা আমাদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্য হ'ল যাতে আমরাও কোন পরীক্ষায় নিপতিত হ'লে দিশেহারা না হয়ে যেন আল্লাহ্র দিকে অধিকতর বিনীত হই- একথা বুঝানো। এখানে মূল ঘটনা বর্ণনা করা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নয়। তার কোন প্রয়োজনও নেই এবং তা জানার যথার্থ কোন উপায়ও আমাদের কাছে নেই।

এ সম্পর্কে মাননীয় তাফসীরকার যে আংটির ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাছাড়াও তাঁর আংটি শয়তানের করায়ত্ত হওয়া, ৪০দিন পরে তা মাছের পেট থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সিংহাসন ফিরে পাওয়া ইত্যাদি গল্পকে হাফেয ইবনু কাছীর স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নবী সোলায়মানের স্বীয় স্ত্রীদের সাথে ঘটনার যে বিবরণ ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, সেটিকে ক্বাযী আবুস সঊদ, আল্লামা আলূসী, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ মুফাসসিরগণের ন্যায় অনেকে অত্র আয়াতের তাফসীর ভেবেছেন। কিন্তু সেটাও ঠিক নয়। ইমাম বুখারী স্বয়ং উক্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents





হাদীছকে অত্র আয়াতের তাফসীরে আনেননি। বরং বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনার ন্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোলায়মান নবী সম্বন্ধেও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন মাত্র। অত্র আয়াতের শানে নুযূল বা ব্যাখ্যা হিসাবে নয়। উল্লেখ্য যে, ই.ফা.বা. ঢাকা-র অনুবাদের টীকাতেও উক্ত ঘটনাকে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আনা হয়েছে (পৃঃ ৭৪৪ টীকা ১৪১)। যা নিতান্তই ভুল।

## ১৩. শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে তোহমতঃ

১২. আহযাব ৩৭ (وتخفى فى نفسك ما الله مبديه)

'তুমি তোমার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছ যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন'।

ইতিপূর্বে বর্ণিত ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী সমূহের সাথে অনেকটা মিলে যায় অত্র আয়াতের তাফসীরে মাননীয় তাফসীরকারের ব্যাখ্যাটি। যেখানে মুনাফিক্বরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে বাজে কথা রটিয়েছিল।

মাননীয় তাফসীরকার এখানে দুঃখজনকভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে তোহমত লাগিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন (مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها) 'আমি প্রকাশ করে দেব উক্ত মহিলা (যয়নব)-এর প্রতি তোমার গোপন প্রেমের কথা এবং একথা যে যদি যায়েদ তাকে পৃথক করে দেয়, তাহ'লে তুমি তাকে বিয়ে করবে' (নাঊযুবিল্লাহ)।

আমরা বলি, এই তাফসীর দু'টি দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ এই তাফসীরে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়তঃ যুক্তির দিক দিয়েও এটি অচল। কেননা এটি নবুঅতের উচ্চ মর্যাদার বরখেলাফ। অতএব, সঠিক অর্থ সেটাই যেটা হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) হাসান ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'বিয়ের পূর্বে আল্লাহ পাক অহি-র মাধ্যমে স্বীয় নবীকে জানিয়ে দেন যে, ঐ মহিলা সত্বর তাঁর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। অতঃপর যখন যায়েদ তাঁর নিকটে এসে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল তখন তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন যে, 'আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে কাছে রেখে দাও'। অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নবীকে বললেন, 'আমি তোমাকে পূর্বেই খবর দিয়েছি যে, আমি তোমাকে উক্ত মহিলার সাথে বিয়ে দিব। অথচ তুমি বিষয়টিকে চেপে যাচ্ছ, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন'। ইবনু কাছীর বলেন, সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা পোষ্যপুত্র যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলের ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহশের প্রতি রাসূলের গোপন ভালোবাসা ও উক্ত প্রেমের কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখার কল্পনাপ্রসূত উপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও ভিত্তিহীন। দুঃখের বিষয় মুফতী মুহাম্মাদ শফীও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৯]

বরং সঠিক কথা এই যে, আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে পূর্বেই খবর দিয়েছিলেন যে, তিনি সত্বর যয়নবকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিবেন। কিন্তু কথাটি আল্লাহ্র নবী চেপে রেখেছিলেন এই ভয়ে যে, লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ কিভাবে তার পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করল'? মূলতঃ 'পোষ্য পুত্র নিজ পুত্রের ন্যায় এবং তার স্ত্রী নিজ পুত্রবধূর ন্যায়' তৎকালীন সমাজে প্রচলিত এই রীতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্যই আল্লাহ পাক তার নবীকে দিয়ে এই বিয়ে করিয়েছিলেন, যেকথা উক্ত আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিবাহ মূল উদ্দেশ্য ছিল না। বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার দূরীকরণে। নইলে যে রাসূল ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সের দুই স্বামী হারানো খাদীজাকে বিবাহ করলেন এবং ৬৫ বছর বয়সে খাদীজার মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ করলেন, সেই রাসূল নিজের ৫৭ বছর বয়সে পালিত পুত্রের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হবেন, এরূপ একটি সূক্ষ্ম বিষয় এখানে কোন কোন বিদ্বান বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, সমগ্র কুরআনে কোন ছাহাবীর নাম নেই একমাত্র যায়েদ ব্যতীত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে তিনি যে বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন, আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও সর্বদা তার প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করবেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখনই কোন সেনাবাহিনীতে যায়েদকে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ত, তখনই রাসূল (ছাঃ) তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন।

## উপসংহারঃ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি স্বীয় নেয়'মতের দ্বারা যাবতীয় নেক আমল সম্পন্ন করেছেন। তাফসীরে জালালায়েন-এ ছোট বড় যে সমস্ত পদস্খলন ঘটে গেছে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে পেশ করা হ'লঃ এর দ্বারা সম্পূর্ণ তাফসীরকে গণ্য করা হয়নি। বরং আমরা এই ধরনের কিছু বিষয়ের প্রতি পাঠককে হুঁশিয়ার করতে চাই, যাতে তাঁরা উপকৃত হ'তে পারেন। এই হুঁশিয়ারীর অর্থ উক্ত কিতাবের মর্যাদাহানি নয় বা যথার্থতা ক্ষুণ্ন করা নয় বরং এটা স্রেফ দ্বীনী দায়িত্ব পালন করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সম্ভবতঃ এটি শুভ সূচনা হবে অন্যান্য বহুল প্রচলিত তাফসীর সমূহের ব্যাপারেও। সেটি অবশ্য সাধ্য ও সময়ের ব্যাপার যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। এটিকে আল্লাহ কবুল করুন, এই প্রার্থনা করি এবং আমলটিকে আল্লাহ আমাদের আমলনামায় সংযুক্ত করুন। যাবতীয় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপরে এবং আমাদের শেষ প্রার্থনা হ'ল সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য'।

৯. *ঐ বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১০৮৩।*

http://islaminonesite.wordpress.com

# ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

*মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর*

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৪র্থ কিস্তি)

**আমাদের করণীয়ঃ**

সাহায্য ও বিজয়ের তাৎপর্য বুঝার সাথে আমাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যও বুঝতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের পরিমাণ অনুযায়ীই সাহায্য নিশ্চিত হবে। এখন আমাদের দায়িত্ব কি মানুষকে সৎপথে অধিষ্ঠিত করা, নাকি তাদের নিকট ঈমান ও সঠিক পথের আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা? আমাদের দায়িত্ব কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করা, নাকি তাদের নিকট ঈমানের রাস্তা তুলে ধরা?

নিশ্চয়ই নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব সংক্ষেপে একটি কথায় তুলে ধরা যায়। তাহ'ল 'প্রচার'। বরং তাঁদের দায়িত্ব এই একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

আমরা কতিপয় আয়াত থেকে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি। আল্লাহ বলেছেন,

فَهَلْ عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ-

'রাসূলগণের উপর সুস্পষ্ট প্রচার ব্যতীত আর কোন দায়িত্ব নেই' *(নাহল ৩৫)*।

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ-

'সুস্পষ্ট প্রচার ব্যতীত রাসূলের উপর আর কোন দায়িত্ব নেই' *(নূর ৫৪)*।

فَإِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا إِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلاَغُ-

'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহ'লে আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করিনি। আপনার দায়িত্ব তো কেবলই প্রচার' *(শূরা ৪৮)*।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ-

'যদি তোমরা পিছন ফিরে যাও তাহ'লে (জেনে রাখ) আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবলই সুস্পষ্ট প্রচার' *(তাগাবুন ১২)*।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ-

'যদি তোমরা পৃষ্ঠদেশে প্রত্যাবর্তন কর, তাহ'লে জেনে রাখ আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবলই খোলাখুলি প্রচার' *(মায়েদাহ ৯২)*।

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ-

'হে রাসূল! আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলেন না' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ-

'যদি ওরা পিছন ফিরে যায় তাহ'লে আপনার দায়িত্ব তো কেবলই প্রচার' *(আলে ইমরান ২০)*।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেছেন, 'আপনি যে ইসলাম ও বিশ্বপ্রভুর খালেছ (নির্ভেজাল) তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন তাতে যদি ওরা সাড়া না দিয়ে ওদের প্রতিষ্ঠিত মতে ফিরে যায়, তাহ'লে জেনে রাখুন, আপনি তো একজন প্রচারক রাসূল। আমার যে সৃষ্টিকুলের মাঝে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি তাদের নিকট রিসালাত পৌঁছে দেওয়া এবং আপনার প্রতি আমার আদিষ্ট বিষয়ে আমার আনুগত্য করা ব্যতীত আপনার আর কোন দায়িত্ব নেই' *(তাবারী ২১৫)*।

একই আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু আশূর বলেছেন, কাফিরদের প্রতি আপনার এই যে উক্তি- 'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?' এ থেকে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহ'লে আপনি সেজন্য কোন দণ্ডের সম্মুখীন হবেন না। কেননা আপনার দায়িত্ব তো কেবলই প্রচার। এ আয়াতে فانما عليك البلاغ আসলে আরবী ব্যাকরণ মাফিক শর্তের জওয়াব নয়। উহা জওয়াবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে বাক্যটি জওয়াবের কারণ। সুতরাং জওয়াবের স্থলে উহার অবস্থিতি কথাটির মধ্যে এক অনুপম সংক্ষিপ্ততা (ايجاز بديع) এনে দিয়েছে। অর্থাৎ আপনি দুঃখ করবেন না এবং ভাববেন না যে, তাদের সৎপথ লাভ না করা এবং আপনার হাতে তাদের ইসলাম গ্রহণ না করা আপনারই ত্রুটির জন্য। কেননা আপনাকে তো কেবল প্রচার কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে। যাদের নিকট আপনি প্রচার করছেন তাদের সৎপথ আপনাকে অর্জন করিয়ে দিতে হবে এমন দায়িত্ব দিয়ে তো আপনাকে পাঠানো হয়নি *(আত্-তাহরীর ওয়াত-তানভীর ৩/২০৫ পৃঃ)*।

* *কামিল (হাদীছ); সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents





নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব যে শুধুই প্রচার করা, সে কথাটি আল-কুরআনে আরেক ধরনের আয়াতে জোরালভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট ব্যক্ত করা হয়েছে- মানুষকে আল্লাহ্র পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব না নবীদের, না রাসূলদের, না অন্য কারো। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

'আপনার প্রতিপালক চাইলে ধরিত্রীর বুকে বুদ্ধিমান প্রাণী যারাই আছে এক এক করে সবাই ঈমান আনত। আপনি কি মানুষের উপর বল প্রয়োগ করবেন যে পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়ে যায়'? *(ইউনুস ৯৯)*।

إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ-

'আপনি নিশ্চয়ই যাকে ভালবাসেন তাকেই সৎপথে আনতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে খুশি সৎপথে আনতে পারেন' *(ক্বাছাছ ৫৬)*।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا-

'যদি তারা এই বাণীর প্রতি ঈমান না আনে, তাহ'লে সম্ভবত আপনি তাদের পেছনে আফসোস করে করেই আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দিবেন' *(কাহাফ ৬)*।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّايَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

'তারা মুমিন হচ্ছে না বলে সম্ভবতঃ আপনি আপনার জীবন বিনাশ করে দিবেন' *(শু'আরা ৩)*।

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ-

'তাদের জন্য আফসোস করে করে যেন আপনার জীবন নির্বাপিত হয়ে না যায়' *(ফাত্বির ৮)*।

মূলতঃ হক কথা বলার সাথেই আমাদের কর্তব্য সীমিত। আর সেটাই হ'ল 'প্রচার'। যেমনটা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ-

'আপনি বলুন, হক তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক' *(কাহাফ ২৯)*।

নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতের সাথে আমরা এ জাতীয় আয়াত আলোচনার সমাপ্তি টানব।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْأَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ-

'তাদের ইসলাম বিমুখতা যদি আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে সাধ্যায়ত্ব হ'লে আপনি ধরাবক্ষে কোন সুড়ঙ্গ কিংবা আকাশে কোন সিঁড়ি খুঁজে নিন, তারপর (আকাশ-পাতাল ফেড়ে) তাদের জন্য একটি নিদর্শন হাযির করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে হিদায়াতের উপর জমায়েত করতে পারতেন। সুতরাং আপনি মোটেও জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(আন'আম ৩৫)*।

অপরদিকে সূরা যারিয়াতের আয়াতে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের ইসলাম বিমুখতা হেতু প্রচারক নিজে যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সেজন্য তিনি তিরস্কৃত হবেন না। তবে তাদের সকল নেতিবাচক দিক সত্ত্বেও প্রচার ও নছীহত চালিয়ে যেতে হবে। এই নছীহত দ্বীন বিমুখদের কাজে না লাগলেও দ্বীনদার মুমিনদের দ্বীনের উপর অবিচল থাকার লক্ষ্যে খুবই কাজে লাগবে। আল্লাহ বলেন,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٍ- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'অনন্তর আপনি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি তিরস্কৃত হবেন না। আর নছীহত করতে থাকুন। কেননা নছীহত মুমিনদিগের জন্য কল্যাণবহ' *(যারিয়াত ৫৪, ৫৫)*।

এ হ'ল সে সকল আয়াতের কিয়দাংশ, যা আল্লাহ্র কিতাবে এসেছে। এগুলিতে নবী-রাসূল ও প্রচারকদের দায়িত্ব সম্পর্কিত সীমারেখা এঁকে দেওয়া হয়েছে এবং অন্য যে কোন দায়িত্ব নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচারকগণ সময়ে সময়ে নিজেদের দায়িত্ব বলে ভেবে থাকেন। অথচ বিষয়টা মোটেও তা নয়।

আমাদের দায়িত্ব কেবল প্রচার করা, জবরদস্তি করা নয়। মানুষকে হিদায়াতের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, তাদের হিদায়াত নিশ্চিত করা নয়। খারাপ পরিবেশ পাল্টানোর জন্য শরী'আত সম্মত পন্থা অবলম্বন করা, গোটা পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে দেওয়া নয়।

যখন আমরা এসব কথা অনুধাবন করব এবং তদানুযায়ী কাজ চালিয়ে যাব তখনই আমরা আল্লাহ্র সাহায্যের তাৎপর্য বুঝতে পারব এবং জানতে পারব কে বিজয়ী এবং কে পরাভূত।

কিন্তু যখন এসব বুনিয়াদি মৌলিক কথা ও গতিপথ প্রচারকের সামনে অনুপস্থিত থেকে যাবে, তখন তার রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। সে সঙ্গে তার ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কাও থেকে যাবে। এদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً- الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

'আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে অবহিত করব? তারা ওরাই, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই বৃথা হয়ে গেছে, অথচ তাদের ধারণা যে, তারা ভাল কাজ করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১০৩, ১০৪)*।

যদিও আয়াত দু'টি কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে তবুও এর অর্থ কিছু কিছু নির্দেশনাসূত্রে ঐ সকল প্রচারককেও শামিল করবে।

**কুরআনী দৃষ্টান্তঃ**

প্রচারকের দায়িত্ব যে কেবলই প্রচার এই বোধ আমাদের মনে অঙ্কিত করা এবং বিষয়টির আরও ব্যাখ্যার জন্য আমরা কুরআন থেকে কতিপয় ঘটনাবহুল দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। পূর্বেকার নবী-রাসূল ও জাতি বিশেষে আগত প্রচারকদের আদর্শ সম্বলিত এই ঘটনাগুলিতে তাঁরা যে দাওয়াত নীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং তাতে যে ফল অর্জিত হয়েছিল তার চিত্র ফুটে উঠবে। এগুলি আমাদের ও আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে। যাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং আলোচ্য বিষয়ের সাথে যথেষ্ট সম্পৃক্ত থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ঘটনাগুলিকে সংক্ষেপে তুলে ধরলাম।

**নূহ (আঃ)-এর ঘটনাঃ**

মহামহিম আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের ২৯টি সূরায় নূহ (আঃ)-এর ঘটনা তুলে ধরেছেন। কোন কোন সূরায় একাধিকবারও বর্ণিত হয়েছে। একটি সূরা তো পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর ও তাঁর জাতি প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটির নাম 'নূহ'।

স্বীয় জাতির সঙ্গে নূহ (আঃ)-এর যে ঘটনা ঘটেছিল তা এক বিরাট কাহিনী, যা বহুবিধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সেকারণ উক্ত কাহিনী বিশেষ গুরুত্ব লাভে সক্ষম হয়েছে। এটি নানা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতও বটে। কারণঃ

(১) নূহ (আঃ) ছিলেন মানব জাতির জন্য প্রথম রাসূল। আর যিনি প্রথম হন তার কিছু বৈশিষ্ট্যও থাকে।

(২) নিজ জাতির মধ্যে সুদীর্ঘকাল তাঁর অবস্থান ছিল। তিনি এক নাগাড়ে ৯৫০ বছর স্বীয় জাতির মধ্যে দ্বীন প্রচার করেছেন।

(৩) তিনি 'উলুল আযম' বা দৃঢ়মনা রাসূল ছিলেন।

(৪) কুরআনে বেশী মাত্রায় তাঁর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ২৯টি সূরার ৪৩ স্থানে তাঁর কথা এসেছে। বলা চলে কুরআনের এক চতুর্থাংশ সূরায় প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে।

এক্ষণে আমরা এমন কিছু আয়াত তুলে ধরব, যাতে নূহ (আঃ) ও তাঁর জাতির মধ্যেকার ঘটনা বিধৃত আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

'নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন দিবসের শাস্তির ভয় করি *(আ'রাফ ৫৯)*।

এই হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারকথা। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত ও তাওহীদের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

পরবর্তী স্তরে এসে যখন তাঁর জাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না, উপরন্তু অহংকার প্রকাশ করল তখন তিনি যে দাওয়াত নিয়ে তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা সূরা ইউনুসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَيَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا إِلَيَّ وَلاَتُنْظِرُوْنِ-

'আপনি তাদেরকে নূহের ঘটনা পড়ে শুনান। যখন তিনি তাঁর জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি, যদি তোমাদের নিকট আমার অবস্থান ও আল্লাহ্র আয়াতের মাধ্যমে আমার উপদেশ দান বড় কষ্টকর মনে হয় তাহ'লে আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি। সুতরাং তোমরা তোমাদের কাজ ও উপাস্যদিগকে গুছিয়ে নাও। তারপর তোমাদের কাজ যেন তোমাদের বিরুদ্ধেই দুঃখের আকর না হয় (সেদিকে লক্ষ্য রেখ)। অতঃপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নাও এবং আমাকে কোন ছাড় দিও না' *(ইউনুস ৭১)*।

সূরা 'হূদ' এ নূহ (আঃ)-এর ঘটনা আরও বিস্তারিত আকারে এসেছে। তিনি যে তাদের সাথে বিতর্ক করেছেন, বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছেন, তাদের নিকট সৎপথের বিবরণ তুলে ধরেছেন সে সব কথা ঐ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর কওমের লোকেরা বলে বসলঃ

يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ-

'হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করছ এবং বিতণ্ডায় অনেক বাড়াবাড়ি করছ। অতএব তুমি আমাদের যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, তাই আমাদের জন্য নিয়ে

এসো যদি তুমি সত্যবাদীদের একজন হও' *(হূদ ৩২)*।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন-

وَأُوْحِىَ إِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ-

'আর নূহের নিকট অহি প্রেরণ করা হ'ল যে, আপনার জাতির মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত আর কেউ কখনও ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করছে সেজন্য আপনি দুঃখবোধ করবেন না। আপনি আমাদের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধান মত একটি জাহাজ তৈরী করুন। আর যালিমদের সম্বন্ধে আমাকে সম্বোধন করবেন না। ওরা ডুবে মরবে' *(হূদ ৩৬, ৩৭)*।

নূহ (আঃ)-এর ঘটনার সাথে জড়িত কিছু সংলাপ এখানে উপস্থাপন করা হ'ল-

**১. নূহ (আঃ) তাঁর জাতির মধ্যে কতদিন অবস্থান করেছিলেন?**

জবাবঃ আল্লাহ বলেন

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا-

'আমি নূহকে তাঁর জাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মাঝে ৫০ কম ১০০০ বছর অবস্থান করেছিলেন' *(আনকাবূত ১৪)*।

**২. নূহ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের রিসালাত বা বার্তা প্রচারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা কি ছিল?**

জবাবঃ তিনি তাদের সৎ পথে আনয়ন ও আল্লাহ্র দাসে পরিণত করতে সকল প্রকার বৈধ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَّنَهَارًا- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا- ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا-

'তিনি বলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার জাতিকে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নী মনোবৃত্তিই কেবল বৃদ্ধি করেছে। আপনি যাতে তাদের ক্ষমা করে দেন সে লক্ষ্যে যখনই আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি তখনই তারা তাদের কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, বস্ত্র দ্বারা নিজদিগকে আচ্ছাদিত করেছে, হঠকারিতা দেখিয়েছে এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তারপরও আমি তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে দাওয়াত দিয়েছি। তাদের সামনে প্রকাশ্যে বলেছি এবং সঙ্গোপনেও খুব বলেছি' *(নূহ ৫-৯)*।

**৩. কওমের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?**

জবাবঃ আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ-

'তারা বলল, যেখানে হীন-তুচ্ছ লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে সেখানে আমরা কি করে তোমার উপর ঈমান আনতে পারি? *(শু'আরা ১১১)*।

নূহ (আঃ) এভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকলে এক পর্যায়ে তাঁর জাতির লোকেরা মারমুখী হয়ে উঠল এবং বলতে লাগল-

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ-

'হে নূহ, যদি তুমি প্রচারে বিরত না হও, তাহ'লে তুমি পাথরের আঘাতে ধরাশায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(শু'আরা ১১৬)*।

**৪. নূহ (আঃ)-এর সাথে কতজন ঈমান এনেছিল?**

জবাবঃ স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাঁর প্রতি কেউ ঈমান আনেনি। এমনকি তাঁর এক স্ত্রী ও এক পুত্রও তাঁর উপর ঈমান আনেনি। আল্লাহ বলেন,

قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلٌ-

'আমি বললাম, আপনি উহাতে (জাহাজে) প্রত্যেক যুগল হ'তে দু'টি করে তুলে নিন। (তুলে নিন) যাদের প্রতি আগে ভাগেই শাস্তির কথা নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের বাদে আপনার পরিবারের সদস্যদিগকে এবং (তুলে নিন) তাদের, যারা ঈমান এনেছে। অবশ্য তাঁর সঙ্গে মাত্র স্বল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল' *(হূদ ৪০)*।

যখন প্লাবন শুরু হয়ে গেল, আর নূহ (আঃ)-এর সেই কাফের পুত্র ডুবে যাওয়ার উপক্রম হ'ল, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করেন-

وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ- قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ-

Contents



'নূহ তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত। আর আপনার প্রতিশ্রুতিও নিশ্চয়ই সত্য। আপনি শ্রেষ্ঠতম বিচারকও। তিনি বললেন, 'হে নূহ, সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ' *(হূদ ৪৫, ৪৬)*।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَأَةَ نُوْحٍ وَّامْرَأَةَ
لُوْطٍ- كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ
ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ-

'আল্লাহ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীকে। তারা দু'জন ছিল আমার দু'জন অন্যতম সৎবান্দার বিবাহধীন। কিন্তু তারা তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে আল্লাহ্‌র কোপ হ'তে তাঁরা তাদের কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারেননি। বরং বলা হ'ল, 'তোমরা দু'জন অপরাপর প্রবেশকারীদের সাথে আগুনে প্রবেশ কর' *(তাহরীম ১০)*।

**৫. শেষ পর্যন্ত নূহ (আঃ) কি বলেছিলেন?**

জবাবঃ আল্লাহ বলেন

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ- فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ
فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার জাতি আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়ছালা করে দিন। আর আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনদেরকে মুক্তি দিন' *(শু'আরা ১১৭-১১৮)*।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ-

'অনন্তর তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করলেন যে, আমি পরাস্ত; সুতরাং আপনি সাহায্য করুন' *(ক্বামার ১০)*।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَتَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ
دَيَّارًا- إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا إِلاَّ
فَاجِرًا كَفَّارًا-

'নূহ বললেন, হে আমার প্রভু, ধরিত্রীর বুকে আপনি কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। আপনি যদি ওদের রেহাই দেন তাহ'লে ওরা আপনার বান্দাদেরকে পথহারা করবে, আর নিজেরা পাপাচারী কাফির ব্যতীত আর কিছু জন্ম দেবে না' *(নূহ ২৬, ২৭)*।

*[চলবে]*

# ইলমে নাহুঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

*নূরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

## ইবনু খালাওয়াইহ্ (মৃত ৩৭০ হিঃ)

পূর্ণনাম আবূ আব্দিল্লাহিল হুসাইন ইবনু আহমাদ ইবনে খালাওয়াইহ্ আল-হামাযানী।[১১২] তিনি ইবনু দুরাইদ, ইবনুল আম্বারী ও নিফতাওয়াইহ্-এর কাছ থেকে নাহু ও সাহিত্য এবং আবূ আমর আয-যাহেদের কাছ থেকে ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করেন।[১১৩] ডঃ ওমর ফররূখ বলেন,

إِبْنُ خَالَوَيْهِ أَحَدُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فِي اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ
وَالْأَدَبِ بَصِيْرٌ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ثِقَةٌ مَّشْهُوْرٌ، وَلَهُ
أَيْضًا شِعْرٌ بَعْضُهُ حَسَنٌ-

অর্থাৎ 'ইবনু খালাওয়াইহ্ ভাষাতত্ত্ব, নাহু ও সাহিত্যের একজন বড় মাপের পণ্ডিত, ইলমে ক্বিরাআতে দূরদর্শী, প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাঁর কবিতাও রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় কবিতা সুন্দর'।[১১৪]

কিতাবুল জুমাল (كتاب الجمل), কিতাবুল মাকছূর ওয়াল মামদূদ (كتاب المقصور والمدود), কিতাবুল মুযাক্কার ওয়াল মুওয়ান্নাছ (كتاب المذكر والمؤنث) প্রভৃতি নাহু শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান-গভীরতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।[১১৫]

## আয-যুবায়দী (মৃত ৩৭৯হিঃ)

পূর্ণনাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুযহেজ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাশার আয-যুবায়দী আল-ইশবীলী।[১১৬] তিনি ইলমে নাহু ও অভিধান শাস্ত্রে সমকালীন পণ্ডিত সমাজে অনন্য স্থান দখল করেছিলেন।[১১৭] নাহু শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে-

১. কিতাবুল ওয়াযেহ্ ফিন-নাহবে ওয়াল আরাবিইয়াতে (كتاب الواضح فى النحو والعربية)। গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী। এটির একটি হস্তলিখিত কপি ইস্কুরিয়াল

১১২. *শাযারাতুয যাহাব ৩/৭১ পৃঃ; আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ১১/৩১৭ পৃঃ।*
১১৩. *ডঃ ওমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, ২/৫২০ পৃঃ।*
১১৪. *ঐ।* ১১৫. *ঐ।*
১১৬. *ওফায়াতুল আ'য়ান ৪/৩৭২ পৃঃ।*
১১৭. *ঐ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[১১৮]

২. কিতাবুল ইসতিদরাক 'আলা সীবাওয়াইহে (كتاب الاستدراك على سيبويه)। ইটালীর রাজধানী রোম থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে J.Guidi গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।[১১৯]

৩. তাবাকাতুন নাহবিইয়ীন ওয়াল লুগাবিইয়ীন বিল মাশরিকি ওয়াল আন্দালুস (طبقات النحويين واللغويين بالمشرق والاندلس)। এ গ্রন্থে নাহু'র প্রবর্তক আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী থেকে স্বীয় শিক্ষক আবূ আব্দিল্লাহ আর-রাবাহী পর্যন্ত প্রাচ্য ও স্পেনের নাহবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে।[১২০]

এটি মিসরের মাতবা'আতুস সা'আদাহ থেকে বিশিষ্ট মুহাক্কিক আবুল ফযল ইবরাহীম প্রকাশ করেছেন।[১২১]

## ইবনু জিন্নী (মৃত ৩৯২ হিঃ)

পূর্ণনাম আবুল ফাত্হ ওছমান ইবনু জিন্নী আল-মূছিলী।[১২২] তিনি নাহু ও ছরফ শাস্ত্রের এক অনন্য পণ্ডিত ছিলেন।[১২৩] তাঁকে সর্বশেষ দার্শনিক-বৈয়াকরণ হিসাবে গণ্য করা হয় (regarded as the last of the philosopher grammarians).[১২৪]

নাহু শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-

১. সির্‌রুছ ছিনা'আহ ফিন নাহু (سر الصناعة فى النحو)। কায়রো থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[১২৫]

২. আল-খাছাইছ (الخصائص)। এটি ফিক্বহ ও ইলমে কালাম মতবাদের উপর ভিত্তি করে নাহু শাস্ত্রের মৌলিক নিয়মাবলীর উপর লিখিত গ্রন্থ। ভাষাতত্ত্ব, ভাষার নিয়ম-নীতি, উৎপত্তি, ক্রিয়ামূল প্রভৃতি সম্পর্কে গ্রন্থটি দার্শনিক আলোচনা সমৃদ্ধ।[১২৬] এটি মিসরের দারুল কুতুব থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১২৭]

## আস-সীরাফী (মৃত ৩৬৮ হিঃ)

পূর্ণনাম আবূ সাঈদ আল-হাসান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনিল মারযুবান আস-সীরাফী।[১২৮] নাহু শিক্ষা লাভ সহজীকরণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১২৯]

নাহু সংক্রান্ত তাঁর অন্যতম কীর্তি-

১. শারহু কিতাবে সীবাওয়াইহে (شرح كتاب سيبويه)। এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয় যে, 'এটি ছাড়া যদি তাঁর আর কোন গ্রন্থ না থাকত, তবুও যথেষ্ট ছিল'।[১৩০] পৃথিবীর বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত গ্রন্থাগারে এটি সংরক্ষিত আছে।[১৩১]

২. আখবারুন নুহাতিল বছরিইয়ীন (أخبار النحاة البصريين)। এটি ১৯৩৬ সালে বৈরুতের ক্যাথলিক প্রেস (المطبعة الكاثوليكية) থেকে প্রকাশিত হয়।[১৩২]

## আল-ফারেসী (মৃত ৩৭৭ হিঃ)

পূর্ণনাম আবূ আলী আল-হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল গাফফার আল-ফারেসী।[১৩৩] ডঃ ওমর ফররুখ বলেন, كَانَ أَبُوْ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ إِمَامَ وَقْتِهِ فِي النَّحْوِ অর্থাৎ 'আবূ আলী আল-ফারেসী স্বীয় যুগে নাহুর ইমাম বা নেতা ছিলেন'।[১৩৪]

নাহু সংক্রান্ত তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-

১. আল-ইযাহ (الإيضاح)। বাদশাহ আযুদুদ্দৌলার জন্য তিনি এটি রচনা করেন।[১৩৫] এটি ১৯৬টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে ১০০টি অনুচ্ছেদ নাহু সংক্রান্ত এবং বাকী ছরফ সংক্রান্ত।[১৩৬]

২. কিতাবুত তাকমিলাহ (كتاب التكملة)। এটি পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে রচিত।[১৩৭]

## বছরা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ

## (أهم المميزات لمدرسة البصرة)

১. এ কেন্দ্রের নাহবীগণ নাহুর নিয়ম-নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত বিশ্বস্ত বেদুঈন আরবদের থেকে শ্রবণের উপর গুরুত্বারোপ করতেন যারা শহরে প্রবেশ করেনি।

২. এ কেন্দ্রের নাহবীগণ খাঁটি বেদুঈনদের থেকে শ্রবণের জন্য মরুভূমিতে দীর্ঘ ভ্রমণে পাড়ি জমিয়েছেন।

---

১১৮. *জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/৩৪৮ পৃঃ; ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২৮০; শাযারাতুয যাহাব ৩/৯৫ পৃঃ।*
১১৯. *জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/৩৪৮পৃঃ;ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২৮০ পৃঃ।*
১২০. *শাযারাতুয যাহাব ৩/৯৪ পৃঃ।*
১২১. *ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২৮১ পৃঃ।*
১২২. *আল-মুন্তাযাম ১৫/৩৩ পৃঃ।*
১২৩. *মিফতাহুস সা'আদাহ ১/১৩০ পৃঃ।*
১২৪. *A History of Muslim philosophy. Vol. 2, p. 1022.*
১২৫. *জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/৩৪৯ পৃঃ।*
১২৬. *ঐ।* ১২৭. *ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/২৪৬ পৃঃ।*
১২৮. *ওফায়াতুল আ'য়ান ২/২৭ পৃঃ।*
১২৯. *ডঃ ওমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, ২/৫১৬ পৃঃ।*
১৩০. *কুররাতুল উয়ূন, পৃঃ ১২৫।*
১৩১. *ব্রকলম্যান, প্রাগুক্ত, ২/১৩৬ পৃঃ।*
১৩২. *জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, ২/৩৫০ পৃঃ।*
১৩৩. *শাযারাতুয যাহাব ৩/৮৮ পৃঃ।*
১৩৪. *ডঃ ওমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, ২/৫৩৭ পৃঃ।*
১৩৫. *ঐ।* ১৩৬. *কুররাতুল উয়ূন, পৃঃ ১২৫।*
১৩৭. *ঐ; ডঃ ওমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, ২/৫৩৭।*

৩. 'রাবী' বা 'বর্ণনাকারী' বিশ্বস্ত ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী না হ'লে তাঁরা 'শাহেদ' বা 'প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত উদ্ধৃতিতে' বিশ্বাস করতেন না। সাথে সাথে 'রাবী'কে জানতে হত উক্ত শাহেদের প্রবক্তা কে।

৪. বছরার মিরবাদ বাজারে (سُوْقُ الْمِرْبَد) বিশুদ্ধভাষী বেদুঈনদের সমাবেশ ঘটত। তারা সেখানে কবিতা, গদ্য ও বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'ত।

৫. বছরা নগরী কায়স ও তামীম গোত্রের আবাসস্থল থেকে অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত ছিল। এ দু'টিগোত্র বিশুদ্ধভাষিতায় আরবের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিল। ফলে এদের কথোপকথনকে বছরী নাহবীগণ দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন।

৬. বছরী নাহবীগণ অধিক ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে নাহুর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করতেন। আর এর ব্যত্যয় ঘটলে তাঁরা হয় তাকে 'তাবীল' বা ব্যাখ্যা করতেন অথবা কাব্যিক প্রয়োজন (الضرورات الشعرية) অথবা শায (شاذ) হিসাবে গণ্য করতেন।

৭. শ্রবণ প্রমাণিত হওয়ার শর্তে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তাঁরা কিয়াসের উপর শ্রবণকে প্রাধান্য দিতেন

(البصريون يقدمون السماع على القياس عند التعارض بشرط ثبوت السماع)

৮. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন। এ সকল কারণে বছরী নাহবীগণের প্রণীত নাহুর নিয়ম-নীতি ওলামায়ে কেরামের কাছে অধিক নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।[১৩৮]

### কূফা কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ

(أهم المميزات لمدرسة الكوفة)

১. এ কেন্দ্রের নাহবীগণ শহুরে ও বেদুঈন উভয় প্রকার আরবীয়র কাছ থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে নাহুর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করতেন।

২. কূফার নাহবীগণ বর্ণনা ও দলীল গ্রহণের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতেন। ফলে তাদের বর্ণনায় অনেক জাল বর্ণনা এবং এমন লোকের বর্ণনা স্থান পেয়েছে যার বর্ণনা বিবেচনার যোগ্য নয়।

৩. কূফীগণ তাঁদের সামনে যে 'শাহেদ' পেতেন, তার উপর ভিত্তি করেই নাহুর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করতেন। তাঁরা অধিক ব্যবহারের তোয়াক্কা করতেন না। বছরীগণের নিকট যা কাব্যিক প্রয়োজন অথবা শায, কূফীগণের নিকট তার নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ছিল। এজন্য কূফীগণের নিকট নাহুর নিয়ম-নীতি বৃদ্ধি পায় এবং এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়।

৪. শ্রবণের উপর অধিক গুরুত্বারোপের ফলে বছরীগণের চেয়ে কূফীগণ কিয়াসকে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতেন। কারণ তাঁরা অধিক ব্যবহার, কম ব্যবহার, বিরল ও ব্যতিক্রমী ব্যবহারের উপর কিয়াস করতেন।

৫. কূফীগণ কেবলমাত্র শাহেদ পেলেই তার সত্যতা যাচাই-বাছাই না করে শ্রবণকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। অতঃপর শাহেদ ও আছলের উপর কিয়াস করতেন।

৬. বছরা ও অন্যান্য বিজিত নগরীর ন্যায় কূফাও অনারবদের মিলনকেন্দ্র ছিল। তবে কূফা মরুভূমি ও উহার খাঁটি বেদুঈনদের থেকে দূরে ছিল।

৭. বছরীগণের মত কূফীগণ মরুভূমিতে বেদুঈনদের মুখনিঃসৃত কথা শুনার জন্য দীর্ঘ ভ্রমণ করতেন না।

উল্লেখিত কারণে পরবর্তীতে কূফীগণের চেয়ে বছরীগণের নিয়ম-নীতির দিকে ওলামায়ে কেরাম ঝুঁকে পড়েন।[১৩৯]

### বাগদাদ কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ

(أهم المميزات لمدرسة بغداد)

১. এ কেন্দ্রের নাহবীগণের মতামত বছরী ও কূফী নাহবীগণের মতামতের মিশ্রিত রূপ।

২. এ কেন্দ্রের নাহবীগণ বছরী ও কূফী নাহবীগণের মতামতের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন।

৩. ইনারা নাহুর উল্লেখযোগ্য নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করতে না পারলেও নাহুর নিয়ম-নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অধ্যায় বিন্যাস এবং বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৪. নাহু সংক্রান্ত খণ্ড মাসআলায় তাদের কিছু মতামত রয়েছে।[১৪০]

### উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে পড়া ও উহার মর্ম অনুধাবন করার জন্যই ইলমে নাহুর গোড়াপত্তন হয়েছে। আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালীর হাতে এ শাস্ত্রের গোড়াপত্তনের পর অদ্যাবধি নাহুর আলোচনা পর্যালোচনা অব্যাহত রয়েছে। যুগে যুগে নাহবীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইলমে নাহু একটি মযবূত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। রচিত হয়েছে অগণিত গ্রন্থ। ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে নাহুর ভাণ্ডার। এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

*১৩৮. প্রফেসর তাওফীক্ব বিন ওমর বালত্বাহজী, মুজায্ তারীখিন নাহু (দামেশকঃ দারুল শায়খ আমীন কাফতারু, ১ম প্রকাশঃ ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ৪৯-৫০।*

*১৩৯. ঐ, পৃঃ ৫২-৫৩।*

*১৪০. ঐ, পৃঃ ৫৫-৫৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents





# বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনঃ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

*সা'দ আহমাদ**

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর পূর্ব অংশে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য, মিজোরাম এবং বার্মা। দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ গোটা এলাকাটাই জুড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯০৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৯৯১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী ১১১.৪ মিলিয়ন, যা বর্তমানে প্রায় ১৩০ মিলিয়নের কাছাকাছি। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান এবং অবশিষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও উপজাতীয়।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হ'লেও প্রতিবেশী হিসাবে কোন মুসলিম দেশ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ছাড়া পূর্ব পশ্চিম উত্তর সবদিকই বৈরী ও মুসলিম বিদ্বেষী ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে সমুদ্র থাকলেও সেখানে রয়েছে হিন্দু ভারতের আধিপত্য, যার বর্তমান জনসংখ্যা ৯০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং সামরিক দিক থেকে যে রাষ্ট্রটি আনবিক বোমার অধিকারী।

১৯৪৭ সনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১০ কোটি মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে পাকিস্তান নাম নিয়ে যে নতুন একটি রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল, বর্তমান বাংলাদেশ তারই একটি অংশ, যা অপর অংশ থেকে ১৫০০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালকদের ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইসলাম বিমূখতা, ইসলামের ভিত্তিতে অঞ্চলে অঞ্চলে সম্পদ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা এবং তার ফলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠা আঞ্চলিক বৈষম্যে মুসলিম জনগণের মধ্যে যে ফাটল ধরে তারই সুযোগ গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম বিরোধী শক্তি ও বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান বিদ্বেষী ভারত দেশটিকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে হিন্দু ভারতের সামরিক শক্তির বলে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের বিচ্ছিন্নতা চূড়ান্ত হ'লে এখানে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হয় এবং ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতায়, ভারতের দয়া ও করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে এবং ভারতের ৪ নীতিমালা গ্রহণ করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাসীন হয়। তারা ইসলামী বিধি-বিধানের নাম-নিশানা মুছে ফেলে, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে, লাখো লাখো ইসলামপন্থীকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে ভারতের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রীচুক্তি করে ভারতের চাপিয়ে দেওয়া চার মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংবিধান তৈরী করে দেশবাসীর উপর শোষণ ও যুলুমের ইতিহাস রচনায় তৎপর হয়। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মাত্র একটি সরকারী দল (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ভারতের পরামর্শে রক্ষীবাহিনী নাম দিয়ে একটি বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়। সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। মযলূমের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ও নীরবে আহাজারী করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

শেখ মুজিবর রহমানের পতনের পর দেশে সামরিক শাসন চালু হয়। ১৯৭৬ সনে ইসলামী দল গঠন ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে বাংলাদেশে ইসলামী দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৯০ সনের মধ্যেই ইসলামের নামে বহু দল গঠিত হয়। ১৯৭১-এর বিপর্যয়ের পর যেখানে তাওহীদী জনতার দুর্জয় ঐক্য গঠন প্রচেষ্টা সবার কাম্য ছিল সেখানে মুসলিম রাজনীতিবিদগণ ওলামা-পীর ইত্যাদি ইসলামী রাজনীতির পদ্ধতিগত পার্থক্য, মাযহাবী পার্থক্য, আক্বীদাগত পার্থক্য, পীর বা কোন ব্যক্তি বা বুযুর্গ-এর অন্ধ অনুসরণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ইসলামী ঐক্যকে সূদূর পরাহত করে দিলেন। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছে, তারা সবাই ইসলামী জনতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য শুধুমাত্র ইসলামের কিছু আনুষ্ঠানিক সমাবেশে ইসলামের মাহাত্ম ঘোষণা করেছে। কিন্তু সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী বিধান চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ধর্মকে সব সময় রাজনীতি থেকে দূরে রাখার উপদেশ খয়রাত করেছে। এ কারণেই 'তাবলীগ জামায়াত', যারা রাজনীতি হারাম বলে প্রচার করে এবং ইসলামকে কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করাকেই নাজাতের একমাত্র রাস্তা দেখাচ্ছে, তারা প্রতিটি সরকারের আমলেই সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি সরকারের আমলে লাখ লাখ মুরীদানের অধিকারী অনেক পীর অন্ধ সমর্থন দিয়ে কোন কোন শাসককে ধন্য করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা আওয়ামী লীগের পক্ষেও কিছু পীর ও-ওলামা সংগ্রহ করা ও তাদের দিয়ে আওয়ামী লীগের মনমত ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়া কষ্টকর হয়নি।

দেশের দু'টি প্রধান দল ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী আওয়ামী লীগ তো প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম বিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা এবং অপরদিকে 'বাংলাদেশ

* এম,এ; বি,কম; এলএল,বি (আলীগড়), সিনিয়র এ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ।

http://islaminonesite.wordpress.com

জাতীয়তাবাদী দল' মৌখিকভাবে ইসলামের কথা বললেও কার্যত তারাও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে গুরুত্বের অধিকারী 'জামায়াতে ইসলামী' তাওহীদী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কখনও আওয়ামী লীগের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আবার কখনও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ফায়দা হাছিল করছে। তারা আওয়ামী লীগ বা জাতীয়তাবাদী দলের শক্তি বৃদ্ধি করে তাদেরকে ক্ষমতার মসনদে আরোহনে সহযোগিতা করে বরং নিজেদের শক্তিকে বহুলাংশে দুর্বল করেছে। জামায়াতের সহযোগিতায় উভয় দলই ক্ষমতায় আরোহন করে নিজ নিজ শাসনামলে ইসলামের চরম ক্ষতি করেছে।

অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলি আরও জরাগ্রস্থ। রাজনৈতিক ময়দান থেকে এসব নেতৃবৃন্দ বহুদিন দূরে থাকার কারণে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পাননি। জিহাদের কোন চর্চা না থাকায় এবং জিহাদের ময়দান থেকে বহু দূরে অবস্থান করার কারণে জিহাদের কোন অনুভূতিই এদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো তাদের দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি গ্রহণ করে, যেভাবে জেল-যুলুম ও নিস্পেষণের মোকাবিলা করে তার সামান্যতম সহ্য করারও কোন মনের জোর তাদের নেই। সুতরাং কোন আন্দোলনের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পদে কোন আলেমকে সমাসীন করতে জনসাধারণ আদৌ রাজী নয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সৃষ্ট মাযহাবী দ্বন্দ্ব ও বুযর্গদের সৃষ্ট বিভিন্ন তরীকা আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেত ধরে রাখার যেমন অন্তরায়, তেমনি এসব মতপার্থক্যের বিষবাষ্প রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাওহীদী জনতার ঐক্য সৃষ্টিতে তথা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসরতার পথে মারাত্মক বাধা, যা তাওহীদী জনতার মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশে কি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব? নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন কি, এর লক্ষ্য কি এবং এর ভিত্তি কি? একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আল্লাহ্র দ্বীনকে আল্লার যমীনে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনকেই সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলন বলে। এর লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং এই আন্দোলনের ভিত্তি হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। যুগে যুগে ইসলামের নামে আন্দোলন হয়েছে বটে কিন্তু মাযহাবী সংকীর্ণতা ও কোন্দল এই শক্ত ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ অনৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে আন্দোলনের পরাজয় ঘটেছে- এমনকি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্রেরও পতন ঘটেছে।

বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে বিরাট অংশ বিভিন্ন মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, বিভিন্নভাবে ধর্মীয় ফের্কাবন্দী হয়ে, পীরদের সৃষ্ট তরীকাবন্দী হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই দূরত্বের পাহাড় সৃষ্টি করে রাখেনি বরং সামগ্রিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। ভিতকে দুর্বল করে যেমন গৃহ নির্মাণ করা যায় না বা নির্মাণ করলেও যেমন তা টিকে থাকে না, তেমনি ইসলামের নামে বিভিন্ন আন্দোলনও টিকে থাকেনি। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ইসলামের রজ্জুকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে কি এমন কোন মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা শুধুমাত্র ইসলামের এই দু'টি ভিত্তিকে স্বীকার করে এবং মাযহাবী মতপার্থক্য বা ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণকে অস্বীকার করে? আহলেহাদীছগণ এই নীতির সমর্থক, যাদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। আহলেহাদীছগণ 'অহি'কেই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকেই নিঃশর্তভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এটাই ছিল ছাহাবা যুগের বৈশিষ্ট্য। হাদীছ ভিত্তিক জীবন যাপনই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে একথা অব্যাহতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকট হাদীছ পৌঁছে দিলে বিনা শর্তে তার উপর আমল করতেন।

ছাহাবা যুগের এই বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের অবস্থা চিন্তা করলে এক নৈরাজ্যজনক চিত্র ফুটে ওঠে। মাযহাবী চিন্তাধারার শিকড় এখানে এত গভীরে প্রোথিত যেন তা ফরযিয়াতের গুরুত্ব লাভ করেছে। এর উপর বিভিন্ন পীরদের সৃষ্ট ত্বরীকাও এই মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে বিভক্তির লাইন সৃষ্টি করেছে এবং হাযারো বিদ'আতের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং মাযহাবী চিন্তাধারা ও পীরদের অন্ধ অনুসরণকে অক্ষুণ্ন রেখে রাজনৈতিক ঐক্য দূরের কথা ধর্মীয় ঐক্যও সম্ভবপর নয়।

আহলেহাদীছগণ মাযহাবী চিন্তাধারা ও ব্যক্তির তাক্বলীদ থেকে মুক্ত। ইসলামের ভিত্তিতে অর্থাৎ শুধুমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে একটি সংগ্রামী দল গঠনের বিপুল সম্ভাবনা এখানে নিহীত রয়েছে। অতীত ইতিহাস এর জলন্ত সাক্ষী। **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ডক্টরেট থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' যা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বই আকারে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেছে; তা শুধুমাত্র ঘুমন্ত আহলেহাদীছগণকে জাগিয়ে দেয়নি বরং বহু মাযহাবপন্থীদের বহুদিনের লালিত ভ্রান্ত ধারণার ভিতকে নাড়া দিয়েছে। তিনি তাঁর থিসিসে ইতিহাসের খনি থেকে মনিমুক্তা সম বহু উজ্জ্বল রত্নের সন্ধান দিয়েছেন, যারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অবলম্বন করে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন, বাতিলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনে কিছু সময়ের জন্য হ'লেও আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করেছেন, মোনাফেক মুসলমানদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যারা বাতিলের কাছে পরাজয়ের মুহূর্তে বাতিলের তলোয়ারের নীচে গরদান শপে দিয়েছেন, তাদের কামান ও বন্দুকের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু কখনও বশ্যতা স্বীকার করেননি।

http://islaminonesite.wordpress.com

এই পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা অতীতে কোরবানী দিয়েছেন এবং যাদের নাম আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অনুপ্রাণিত হই তাদের প্রায় সবাই ছিলেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। বর্তমানে ধর্মীয় চিন্তার পূর্ণ সমর্থনের ক্ষেত্রে ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর নেতৃত্বে আহলেহাদীছগণ বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়, জনগণ, যুবক, ছাত্র, নারী ইত্যাদি সর্বমহলেই তাদের প্রচারাভিযান লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আহলেহাদীছগণের বক্তব্য অবশ্যই ইসলামের মূল বক্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই কওমের জন্য নানা জনের নানা মতের মধ্যে মূল বক্তব্যই যেন চাপা পড়ে গেছে। অথচ এই মূল বক্তব্যের পুনর্জীবনের মাধ্যমেই ইসলামের ভিত্তিতে সমাজ বিপ্লব সম্ভব, যার হাতিয়ার হচ্ছে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ইসলামপন্থীদের দৃঢ় ঐক্য। বাংলাদেশের যমীনে আহলেহাদীছ আন্দোলন এখনও শৈশব অবস্থায়-ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখনও সাংগঠনিক দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়নি, দেশের রাজনৈতিক ময়দানে এখনও তারা অনুপস্থিত। দেশে অন্যূন আড়াই কোটি মুসলিম গোষ্ঠী আহলেহাদীছ, যারা একই মূলনীতির উপর দৃঢ় ঈমান রাখেন। বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনে বিজয় লাভের জন্য তারা যথেষ্ট একটি বড় শক্তি। একটি পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শক্তিকে শানিত করতে হবে, ক্ষুরধার করতে হবে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা ও প্রচারণার মাধ্যমে আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করতে হবে এবং তারপর সমাজ বিপ্লবের পথে যাত্রা শুরু করে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে অগ্রসর হ'তে হবে। শুধু আহলেহাদীছগণ নয়- মাযহাবের জালে আবদ্ধ বহু আল্লাহ্র বান্দা এই জাল ছিন্ন করে এই আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দেবেন। আল-কুরআনের শাশ্বত আহ্বান এই দিকেইঃ 'হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং ঐসব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে উহাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরায়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটিই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটি উত্তম' *(নিসা ৫৯)*। মাযহাবী দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য এর চাইতে উত্তম আর কোন পন্থা হ'তে পারে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

# সুনামি

*জর্জ মোনবিয়ট*

*ভাষান্তরঃ শাহাদত হোসনে খান*

বৃটিশ টেলিভিশনে এমন দৃশ্য খুব একটা দেখা যায় না। সেদিন নববর্ষের অনুষ্ঠান প্রচারে হঠাৎ করে একটি ভিন্ন মেজাযের দৃশ্য দেখানো হয়। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'ভিকার অব ডিবলে'। অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্যে দু'টি আফ্রিকান শিশুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখা গেছে এবং এ দু'টি নিষ্পাপ শিশু তাদের মায়ের মৃত্যুতে একে-অপরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শিশু দু'টির মা এইডসে মারা গেছে। ছবিটি কারো হাসির খোরাক হওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছিল? এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা এতে ছিল না। ছবিটির চরিত্রগুলি ক্যামেরার সামনে একে একে হাযির হচ্ছিল। তাদের হাতে বাঁধা ছিল শুভ্র বন্ধনী। শ্বেত-শুভ্র বন্ধনী এটাই ইঙ্গিত করছিল যে, তারা 'মেক পভার্টি হিষ্টরি' নামে একটি আন্দোলনের সমর্থক। অনুষ্ঠানটি দেখলে আপনিও এত ব্যথিত হ'তেন যে, কাঁদতেও ভুলে যেতেন। সময়টি ছিল সঠিক। আমার স্থানীয় অক্সফাম শপের দ্বারে লোকজন সুনামি তহবিলে অর্থ দানের অঙ্গীকার প্রদানে লাইনে দাঁড়ায়। শহরের অপর প্রান্তে পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হওয়ায় ১৫ জানুয়ারী শনিবার রাতে ১ হাযার পাউণ্ড সংগৃহীত হয়। পত্রিকার স্থানীয় এজেন্টের কাউন্টারে কমপক্ষে অবশ্যই আনুমানিক ১ হাযার পাউন্ড জমা হয়েছিল। সেখানে একটি মহিলা একটি বেকারি চালান। এ মহিলা আমাকে জানালেন যে, তিনি একজন গৃহহীন লোককে তার পকেট শূন্য করে ব্যাংকে সুনামি তহবিলে অর্থ জমা দিতে দেখেছেন। লোকটি ব্যাংকে তার সর্বস্ব জমা দিয়ে বললেন, 'আমার যা সাধ্য ছিল তাই দিলাম'। ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার জন্য অন্যান্য যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কষ্ট করে কান্না চেপে রাখে। বিগত কয়েক মাস ধরে আফ্রিকার দরিদ্র দেশ 'ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো'তে যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে আমাদের কোন আগ্রহ ছিল না। একইভাবে ইরাকে অব্যাহত নৃশংসতার বিরুদ্ধেও আমরা জোরালো প্রতিবাদ করতে পারিনি। এতে আমার মনে হয়েছিল আমরা বোধহয় অন্যের দুঃখে কাতর হওয়ার অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছি। তবে সুনামি দুর্গতদের প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি দেখে আমি আমার হারানো বিশ্বাস আবার ফিরে পেয়েছি। সুনামি দুর্গতদের প্রতি সীমাহীন দরদ দেখে আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের অনুভূতি লোপ পায়নি। আমাদের এ মানবিক গুণ কেউ ধ্বংস করতে পারে না।

তবে একটি প্রশ্ন আমাকে আলোড়িত না করে পারে না- কেন আমাদের এ সম্পদশালী বিশ্বে দুর্গতদের দুর্ভোগ লাঘবের বিষয়টি নাগরিকদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি এবং পপ স্টার ও কৌতুকাভিনেতাদের আবেদনের উপর নির্ভর

করবে? সরকারী সম্পদের কিঞ্চিত পুনর্বন্টনে যেখানে চরম দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিহাস সৃষ্টি হ'তে পারে, সেখানে ধনী দেশের গৃহহীন লোকদের পকেট উজাড় করে দেওয়ার জন্য এখনো কেন দরিদ্র বিশ্বকে অপেক্ষা করতে হবে?

এ প্রশ্নের জবাব একটাই। তা হচ্ছে ধনী দেশগুলির সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হচ্ছে ভিন্ন। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলির একটি হচ্ছে যুদ্ধ। সুনামি দুর্গতদের জন্য ধনী দেশগুলি সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। তার কারণ হচ্ছে সংকটকালে ধনী দেশগুলি যে যরূরী সহায়তা দিয়ে থাকে তার একটি বিরাট অংশ ব্যয় হয়েছে ইরাকীদের গোলাবর্ষণে উড়িয়ে দিতে।

মার্কিন সরকার সুনামি দুর্গতদের জন্য ৩৫ কোটি ডলার সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। বৃটেন ৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পক্ষান্তরে মার্কিন সরকার ইরাক যুদ্ধে ব্যয় করেছে ১৪ হাযার ৮শ' কোটি ডলার। এ যুদ্ধে এযাবত বৃটেনের ব্যয় হয়েছে ১ হাযার ১শ' ৫০ কোটি ডলার। নববর্ষের দিন নাগাদ ইরাক যুদ্ধ ৬৫৬ দিন ধরে চলছিল। তার মানে হচ্ছে সুনামি বিপর্যয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে ইরাক যুদ্ধে দেড় দিনের ব্যয়ের সমপরিমাণ। একইভাবে ইরাক যুদ্ধে বৃটেনের ব্যয়ের সাড়ে পাঁচ দিনের ব্যয়ের সমান।

বৈদেশিক সহায়তা দানের মোট পরিমাণের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়ের তুলনা করলেও আপনি অবাক হবেন। ইরাক যুদ্ধে মানব সৃষ্ট দুর্ভোগ লাঘবে বৃটেন যে ব্যয় করছে তার পরিমাণ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী একই খাতে ব্যয়ের দ্বিগুণের বেশী। যুক্তরাষ্ট্র বছরে ১ হাযার ৬শ' কোটি ডলার বৈদেশিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এ অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ইরাক যুদ্ধে ব্যয়ের ৯ ভাগের এক ভাগেরও কম।

যুদ্ধের ব্যয়কে মানবিক ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে এজন্য যে, প্রকৃত মনোভাব গোপন করে ইরাক যুদ্ধে জড়িত হওয়ার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ সরকার মানবিক বিষয়টিই উল্লেখ করছিল। বলেছিল, তারা ইরাকী জনগণের কল্যাণে সে দেশে আগ্রাসন চালাচ্ছে। চলুন আমরা এক মুহূর্ত তাদের এ দাবীর বাস্তব মূল্য তলিয়ে দেখি। ধরুন, ইরাক আগ্রাসনের সঙ্গে ক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি অথবা তেলের কোনো সম্পর্ক নেই, যেন এটি ছিল একটি বিশাল মানবিক সহায়তার অংশ। আরো উদার হয়ে চলুন আমরা কল্পনা করি, এ মানবিক সহায়তা কর্মসূচীতে ইরাকীরা যতটুকু হারিয়েছিল লাভবান হয়েছে তার চেয়ে বেশী। কল্পনাবিলাসী ধারণা থেকে যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা ইরাকে যুদ্ধের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করছেন তা মানবিক দুর্দশা লাঘবের ব্যয়সাপেক্ষ একটি উত্তম উপায়। যেন এ ব্যয় ছিল দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী বিশ্বের ২শ' ৮০ কোটি মানুষের সকলের জীবনের মানোন্নয়নে একটি পরিমাপযোগ্য অগ্রগতি। অথচ ইরাকের জনসংখ্যা মাত্র আড়াই কোটি। এ আড়াই কোটি মানুষের উন্নয়নের নিমিত্তে ব্যয় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী বিশ্বের ২শ' ৮০ কোটি মানুষের উন্নয়নে সহায়ক হয় কিভাবে?

আমাদের নেতারা মনে হয় জনগণকে সহায়তা করা এবং জনগণকে হত্যা করার মধ্যে পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের নববর্ষে প্রদত্ত বাণীর ভাবখানা ছিল এরকম যেন আমরা বুঝতে পারছি না যে, ইরাকী জনগণের কল্যাণেই তাদের উপর বোমাবর্ষণ করতে হচ্ছে। মার্কিন মেরিন সৈন্যরা বর্তমানে শ্রীলংকায় উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে। অথচ তারা এই সেদিন ইরাকের ফালুজায় হাযার হাযার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করেছে।

সরকারী ত্রাণ সহায়তা বাজেটের আওতায় হ'লেও ইরাক ও শ্রীলংকায় একই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে না। এ দু'টি লক্ষ্য হচ্ছে বিভ্রান্তিকর। মার্কিন সরকার সামরিক সহায়তা, মাদক বিরোধী তৎপরতা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং ইরাকে ত্রাণ ও পুনর্গঠনে ৮শ' ৯০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। বুশ ও ব্লেয়ারের দৃষ্টিতে সুনামি ত্রাণ তৎপরতা এবং ইরাক যুদ্ধ একই প্রকৃতির ত্রাণ তৎপরতার দু'টি ভিন্ন রূপ মাত্র।

আমাদের নেতৃবৃন্দ যেভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারেন সেভাবে তারা যদি দুর্গত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে যেতে পারতেন, তাহ'লে বিশ্বে একটি লোককেও অনাহারে থাকতে হ'ত না।

॥ সংকলিত ॥

EVER NEW PUBLICITY
এভার নিউ পাবলিসিটি

মোঃ আবু ওবাইদুল হাসান (লিটন)
স্বত্বাধিকারী

• সাইন বোর্ড • ব্যানার • পলি সাইন • ডিজিটাল সাইন
• ক্রেস্ট • পিতল নেমপ্লেট • প্লাস্টিক নেমপ্লেট
• স্ক্রীন প্রিন্ট • পাথর খোদাই

ষ্টেশন রোড, রাণীবাজার, রাজশাহী-৬১০০।
মোবাইলঃ ০১৭৬ ৫০৯৩৯০

## অর্থনীতির পাতা

# সম্পদে ব্যক্তিমালিকানাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান**

যেহেতু মানুষের অধিকারে রক্ষিত সকল সম্পদই আল্লাহ প্রদত্ত, সেহেতু খলীফা হিসাবে মানুষ এর মূল মালিক নয়, মূল মালিক হ'লেন আল্লাহ তা'আলা। আর মানুষ শুধু আমানতদার।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আকাশ মণ্ডলী এবং যমীনে যা কিছু আছে তার মালিকানা আল্লাহ তা'আলার' *(বাক্বারাহ ২৮৪; আলে ইমরান ১০৯, ১২৯; নিসা ১২৬, ১৩২, ১৭১)*।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পদের উপর তত্ত্বাবধায়ক বা খলীফা নিযুক্ত করেছেন; আমানতদার বানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস কর এবং তা হ'তে ব্যয় কর, যার উপর তিনি তোমাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং (আল্লাহ নির্ধারিত পথে) অর্থ ব্যয় করবে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার' *(হাদীদ ৭)*।

এ আমানতদারিত্ব (আমানাহ) ব্যক্তিগত সম্পদের (Private Property) অস্বীকৃতি বুঝায় না বরং তা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে, যা সম্পদে ব্যক্তিমালিকানা বিষয়ে ইসলামী ধারণা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণার মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে। সম্পদে ব্যক্তিমালিকানা বিষয়ে ইসলামী ধারণা হ'লঃ

**প্রথমতঃ** সম্পদ সকলের উপকারের জন্য, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য নয়। তা অবশ্যই সকলের কল্যাণে ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। কিছু লোক যেনতেনভাবে সম্পদের পাহাড় গড়বে আর অবশিষ্ট লোক অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করবে, এ ধরনের একপেশে ব্যবস্থাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (উপকারের) জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(আলে ইমরান ২৯)*।

**দ্বিতীয়তঃ** প্রত্যেককে কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা অনুযায়ী অবশ্যই বৈধভাবে উপার্জন করতে হবে। এর অন্যথা হ'লে তা খিলাফতের দায়িত্বের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে। যেকোন পন্থায় বা প্রক্রিয়ায় সম্পদ অর্জনের সুযোগ ইসলামে নেই। আমানতদারিতার শর্তই হ'ল সম্পদ অর্জন করতে হবে বৈধভাবে; ইসলাম নির্দেশিত পন্থায়। যে কেউ অন্যায়ভাবে, আল্লাহ্ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পন্থার বাইরে অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণ করলে, তিনি বা তারা আমানতের খেয়ানতকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ হরণ করো না, অন্যের সম্পদ আত্মসাতের জন্য সরকারী কর্মচারিদের উৎকোচ প্রদান করো না' *(বাক্বারাহ ১৮৮)*।

**তৃতীয়তঃ** সম্পদ বৈধভাবে অর্জিত হ'লেও তা আমানতের শর্তাবলীর বাইরে খরচ করা যাবে না। যেসব শর্ত শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্যই নয়, অন্যদের জন্যও কল্যাণকর।

একজন আমানতদার হিসাবে মানুষের জন্য এটি শোভন নয় যে, সে স্বার্থপর, সম্পদলিপ্সু ও বিবেকবর্জিত হবে এবং শুধু নিজের কল্যাণেই কাজ করবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা দিয়ে আখেরাতের সুখের নিবাস অর্জনের চেষ্টা কর, কিন্তু এ পৃথিবীতে তোমার হিস্যার কথাও ভুলে যেও না। অন্যের প্রতি সদাচরণ কর, যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি করুণা করেছেন। আর ফাসাদ সৃষ্টি করো না। কেননা আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ৭৭)*।

মদীনার আনছারদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তারা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তারা নিজেরাই হতদরিদ্র' *(হাশর ৯)*।

তিনি আরও বলেন, 'তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্ত, বঞ্চিত ও সাহায্য-প্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে' *(মা'আরিজ ২৪-২৫)*।

আল্লাহ তা'আলা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য ছবর করে, ছালাত কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ' *(রা'দ ২২)*।

তিনি আরও বলেন, 'যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, ছালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রাকশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যাতে কখনও লোকসান হবে না' *(ফাত্বির ২৯)*।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে তাদের রবের কাছে। তাদের কোন ভয় নেই, নেই কোন চিন্তা' *(বাক্বারাহ ২৭৪)*।

**চতুর্থতঃ** কেউ আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ধ্বংস বা অপচয় করার অধিকারী নয়। এধরনের কাজকে কুরআন ফাসাদ

** সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ।*

(দুরাচার, দুর্বৃত্তি ও দুর্নীতি) সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা ফাসাদকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২০৫)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ২৬-২৭)*।

আল্লাহ তা'আলা তার সত্যিকার বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপচয় করেনা, কৃপণতাও করে না বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে' *(ফুরক্বান ৬৭)*।

যখন প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) ইয়াযীদ বিন আবু সুফয়ানকে কোন এক যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বাছবিচার না করে হত্যা করতে এবং এমনকি শত্রুদেশের শস্যক্ষেত বা জীবজন্তু ধ্বংস করতে নিষেধ করেছিলেন। যুদ্ধকালে শত্রু ভূখণ্ডেই যদি এ ধরনের কাজ অনুমোদিত না হয়, তাহ'লে শান্তিপূর্ণ সময়ে নিজের দেশে তা অনুমোদিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

আজকাল দেখা যায় কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী রাষ্ট্র মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বা উচ্চমূল্য বজায় রাখার স্বার্থে আগুনে জ্বালিয়ে বা সাগরে নিক্ষেপ করে উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করে ফেলে। ইসলামে এর বিন্দু মাত্র সুযোগ নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

ফোনঃ দো

## নবীনদের পাতা

# কতিপয় সামাজিক সমস্যা নিরসনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী

*আব্দুল্লাহিল কাফী**

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল ফজরের ছালাত শেষে প্রায়শঃ তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক তার 'তাবীর' করতেন। যথারীতি একদিন সকালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? (রাবী বলেন) আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি দেখেছি, অদ্য রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকটে আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবতঃ সেটা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরে ছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে নিকটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) তখন সেটা গড়িয়ে দূরে চলে যায়। তখন লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়। সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং সে তা দ্বারা তাকে পুনরায় আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ'লাম।

অতঃপর একটি গর্তের নিকটে এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। এর তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হ'তে বাহিরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ত। আর

* ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।

যখন অগ্নিশিখা কিছুটা স্তিমিত হ'ত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কিঃ তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন।

সুতরাং আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হ'লাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকটে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হ'তে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপরে পাথর নিক্ষেপ করে এবং লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয়, যেখানে সে ছিল। মোটকথা লোকটি যখনই তীরে উঠার চেষ্টা করে তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে সে যেখানে ছিল সেখানে পাঠিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কিঃ সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন।

অতঃপর আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম, যেখানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। ঐ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্জ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করাল এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজীর মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনও দেখিনি। এর মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সেই ঘর হ'তে বের করে বৃক্ষের আরো উপরে চড়াল এবং এমন এক খানা গৃহে প্রবেশ করাল, যা প্রথমটি হ'তে আরো সুন্দর ও উত্তম। এতেও দেখলাম কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক।

অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাত ঘুরে ফিরে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি উহার তাৎপর্য কিঃ তখন তারা বলল, হ্যাঁ (আমরা তা বলব)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছিল, সে হ'ল মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হ'তে মিথ্যা রটানো হ'ত। এমনকি উহা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে চূর্ণ করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হ'তে গাফেল হয়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনের বেলায়ও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণটি করা হবে, যা আপনি দেখেছেন।

আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন তারা হ'ল যেনাকার (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি, যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হ'ল সূদখোর। আর ঐ ব্যক্তি (বৃদ্ধ), যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)। তার চতুষ্পার্শ্বের শিশুরা হ'ল, মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, তিনি হ'লেন জাহান্নামের দারোগা। আর যে ঘরটিতে আপনি প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন, সেটি (বেহেশতের মধ্যে) সর্বসাধারণের গৃহ। আর এই ঘর, যা পরে দেখেছেন, ওটা শহীদদের ঘর। আর আমি হ'লাম জিবরাঈল এবং ইনি হ'লেন মীকাঈল। এবার আপনি মাথা উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথা তুলতেই দেখলাম, যেন আমার মাথার উপর মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তবক বিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তারা বললেন, ওটা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনও পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন।[১]

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উক্ত দীর্ঘ হাদীছটি মুমিন জীবনের জন্য একটি মাইলফলক। হাদীছটির মর্মার্থ অনুধাবন করে দৃঢ় পদে ছিরাতে মুসতাক্বীমে চলা সকলের কর্তব্য। হাদীছটি থেকে যে সকল বিষয় শিক্ষণীয় রয়েছে নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হ'ল-

**১. মিথ্যা কথা বর্জন করাঃ**

মিথ্যা মারাত্মক অপরাধ। মিথ্যা কথার জন্যই সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। যারা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াতের পথ দেখান না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না' (*মুমিন ২৮*)।

মুনাফিকদের তিনটি আলামতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা।[২] যদিও ঐ ব্যক্তি ছালাত আদায়কারী, ছিয়াম পালনকারী হয় এবং নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবী করে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। সততা কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। অপরদিকে তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক। মিথ্যা অনাচারের পথ দেখায় এবং অনাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায়

১. বুখারী, মিশকাত পৃঃ ৩৯৫ 'স্বপ্ন' অধ্যায়।
২. বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত ১/৫১ পৃঃ 'ঈমান' অধ্যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com

মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়'।[৩]

**২. ইলম অনুযায়ী আমল করাঃ**

আল্লাহ যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান দান করেন, তাদেরকে ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সে অনুযায়ী দাওয়াত দিতে হবে, পরিবার পরিচালনা করতে হবে। যে সব আলেম স্বীয় বক্তব্য অনুসারে আমল করে না, পরিবারকে সে অনুসারে পরিচালনা করার চেষ্টা করে না, পেশাগতভাবে বক্তৃতা করে বেড়ায় হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [illegible] নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে, আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে, যেমনিভাবে গাধা আটা পিষা জাতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম'।[৪]

**৩. যেনা-ব্যভিচার থেকে নিরাপদ থাকাঃ**

বর্তমান সমাজে যেনা-ব্যভিচার একবারেই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ যেনা একটি বড় ধরনের পাপ। যেনা বা ব্যভিচার করলে ইহকালে যেমন অপমান ও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। তেমনি পরকালেও ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হয়। সমাজে সবচেয়ে অপমানজনক কাজ দু'টি। একটি চুরি করা, অপরটি যেনা করা। এ যুগে অশ্লীলতার সকল দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। শয়তান ও তার দোসরদের চক্রান্তে অশ্লীলতার পথ ও পন্থাগুলি সহজলভ্য হয়ে গেছে। যার ফলে যুবক-বৃদ্ধ বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে সকল স্তরের লোক যেনায় বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এমনকি আজকাল শৈশব থেকেই পিতা-মাতা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সন্তানদেরকে পরোক্ষভাবে যেনার যাবতীয় উপকরণ শিক্ষার পথ সহজ করে দেয়। তাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গান-বাজনা, টিভি-ভিসিপি, সিডি-ভিসিডি ইত্যাদি। অবিবাহিত নারী-পুরুষদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) খুব কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যেসব অবিবাহিত লোক যেনা করবে তিনি তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন আর বিবাহিত নারী পুরুষকে রজম তথা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে'।[৫] যেসব বৃদ্ধ লোক যেনা করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না।[৬] পক্ষান্তরে হাশরের দিন চোখ, কান, জিহ্বা, হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

'আজ আমি এদের মুখে মহর মেরে দিলাম, এদের হস্ত আমার সাথে কথা বলবে এবং চরণ সমূহ এদের কৃত কর্মের সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৬৫)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً-

'তোমরা যেনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেওনা। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইসরাঈল ৩২)*।

যেনার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যেনাকারী নারী-পুরুষ প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আর আল্লাহ্র বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমরা দয়া পরবশ হবে না। যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর তাদের শাস্তির সময় মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে' *(নূর ২)*।

**৪. সূদ পরিহার করাঃ**

যারা সূদ খায় তারা ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট বা পাগল করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ হ'ল তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতই। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا الرِّبَوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়োনা। আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার' *(আলে ইমরান ১৩০)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা সূদখোরের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَو إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِه-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর

৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪১১ 'জিহ্বার সংযমতা, গর্বিত ও গালমন্দ' অনুচ্ছেদ।
৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৩৬ 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ।
৫. মুসলিম, বাংলা মিশকাত ৭/৮৭ পৃঃ।
৬. মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৩৩ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents





রাসূলের পক্ষ হ'তে যুদ্ধের ঘোষণা শোন' (বাক্বারাহ ২৭৮, ২৭৯)।

আল্লাহ্র নিকট সূদ খাওয়া কত মারাত্মক অপরাধ তা অনুধাবনের জন্য উক্ত আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট।

সূদ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই গর্হিত অপরাধ। সূদ মানুষকে অবৈধ অর্থ বৃদ্ধি করার উগ্রবাসনা জাগায়। মানুষের সম্পদকে সংকুচিত করে। মানুষের মূল সম্পদ ও বর্ধিত সম্পদ উভয়কে ধ্বংস করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী ও সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অভিশাপে তারা সমান'।[৭]

কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সূদ গ্রহণ করলে ছত্রিশ বার যেনা করার চেওেয় কঠিন পাপ হবে।[৮] সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তর হচ্ছে স্বীয় মাতাকে বিবাহ করা।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হ'তে বিরত থাকতে বলেছেন। তার একটি হ'ল সূদ খাওয়া।[১০]

### উপসংহারঃ

মিথ্যা কথা ইসলামী শরী'আতে বড় ধরনের পাপ। যা মানুষকে ক্রমান্বয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। পক্ষান্তরে সত্যবাদিতা একটি পূণ্যময় কাজ। যা মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর যে সকল আলেম স্বীয় ইলম অনুসারে আমল করে না, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাথাকে পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চৌচির করা হবে। অতএব আল্লাহ যাকে ইলম দান করেছেন, তার কর্তব্য হবে ইলম অনুযায়ী নিজে আমল করা এবং অপরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া।

যেসব বড় পাপের দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, যেনা তার মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতেই যে দু'টি বড় পাপের বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুব নিন্দনীয়, যেনা তার একটি। যেনাকার ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আল্লাহ্র নিকট সূদ খাওয়া মারাত্মক অপরাধ। প্রতিদিনের ঘাম ঝরানো শ্রমের বিনিময়ে যা অর্জিত হয় সূদের অতল গহ্বর পূরণেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ব্যাপক সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এসব কারণেই আল্লাহ সূদী কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেসব পাপের শাস্তির কথা আল্লাহ তা'আলা কঠোর ও কঠিনভাবে উল্লেখ করেছেন সূদের পাপের শাস্তি তার অন্যতম।

অতএব আল্লাহ্র নিকটে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় অশ্লীলতা ও শরী'আত গর্হিত কর্ম হ'তে হেফাযত করেন- আমীন!!

---

৭. মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৪৪ 'সূদ' অনুচ্ছেদ।
৮. আহমাদ, বাংলা মিশকাত ৬/২৬ পৃঃ 'সূদ' অনুচ্ছেদ।
৯. ইবনু মাজাহ, বাংলা বুলূগুল মারাম পৃঃ ২৩ 'সূদ' অনুচ্ছেদ।
১০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭ 'ঈমান' অধ্যায়।


রাজশাহী শাহ এ্যালুমিনিয়াম এ্যান্ড গ্লাস সেন্টার

এজেন্টঃ কাই বাংলাদেশ এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(দেশী-বিদেশী এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা)

- এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিশান।
- ফল্‌সসিলিং, অল-সোকেস, কাউন্টার।
- মোজাইক কাঁচ, বেসিনের কাঁচ, লুকিং গ্লাস।
- এ্যালুমিনিয়ামের যাবতীয় ফিটিং।
- পর্দার রেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

বিল সিমলা, গ্রেটাররোড, রাজশাহী।

পাপ্পু ফার্ণিচার মার্ট

আধুনিক ডিজাইনের কাঠ এবং স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭৩০৫৩।

সোনালী গার্মেন্টস

প্রোঃ আলহাজ্জ মূসা আহমাদ

আধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোষাক বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

১২৭ নং আর. ডি. এ. মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭১২৭৯।


http://islaminonesite.wordpress.com

## ...র মাধ্যমে জ্ঞান

# জেগে ওঠা যুবক

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

অন্তসারশূন্য বক্ষওয়ালা, অভিজ্ঞানহীন এক জেগে ওঠা যুবকের কথা বলছি, যার সমুদয় যোগ্যতা সম্পর্কে নিজেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল নই। তবে বাহ্যিক আচরণে ও চরিত্র মাধুর্যে যে কেউ মুগ্ধ হবেন। চেহারায় কুৎসিত-কদাকার হ'লেও মনোজগত এবং বাচনিকজগতে তার উদাহরণ সে নিজে। হ্যাঁ, অনুসরণের মনোবাঞ্ছা পূরণের ইচ্ছা কারো থাকলে, যে কেউ তাকে অনুসরণ করতে পারেন। তার সবগুলি কাজ হয়তো অনুসরণীয় নয়। তবে বেশীর ভাগ কাজেই মুসলিম যুবকরা তাকে সামনে রাখতে পারেন।

তার প্রথম যে যোগ্যতা হ'ল- চিন্তা ও কর্মে, চেতনা ও আমলে সে একজন পূর্ণ মুসলমান। দেড় হাযার বছর পূর্বে জাযিরাতুল আরবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপন কোশেশ করেছিলেন- এমনই প্রায় কোশেশ আজ লক্ষ্য করা যায় সেই যুবকের আচরণে দেড় হাযার বছর পূর্বেকার ফেলে আসা আদর্শকে আধুনিক দুনিয়ার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপনার যে মাধুর্যপূর্ণ কৌশল, তা তার জানা আছে। হৃদয়গ্রাহী বাক্যালাপ, মনোমুগ্ধকর আচরণ আর জীবন্ত উপস্থাপন শৈলী তাকে আলাদা করেছে অন্যদের থেকে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার মুখের শ্লোগান। এ শ্লোগান মনেরও। আর সব কর্মই আবর্তিত হয় এ বিশ্ববিজয়ী শ্লোগানকে কেন্দ্র করে। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব মেনে নেয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা-আগ্রহ তাকে আরো বেশী তেজোদ্দীপ্ত করেছে। জীবন ও জীবনের প্রতিপালকের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ব্যাপারে সে সম্যক সচেতন। সে যেন মালিকের ইচ্ছার ফসল, যা যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তার আমিত্বকে তো সে দংশন করে প্রতিটি মুহূর্তে। রবের মহত্ত্বই যেন তার সব থেকে বেশী প্রশান্তি। মহাপ্রভুর গোলামীতেই যেন তার জীবনের শতভাগ স্বার্থকতা।

যুবকটি পরিচালিত। তার পরিচালক যেন আল-কুরআন। আসমানী ফরমান তাকে চালিত করে তার গন্তব্যের দিকে। জীবন ও জীবিকার তাকীদে কিংবা শয়তানের প্রলোভনে, কুরআনের শাশ্বত বিধানকে লংঘন করার দুঃসাহস তার নেই। আল-কুরআনের মন্ত্রমুগ্ধ উচ্চারণ ও সম্মোহনী শক্তিই তার পাথেয়। আল-কুরআনের ফর্মূলানুযায়ী পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে চলমান অশান্ত পরিবেশকে সে শান্ত করতে চায়। ভ্রাতৃসুলভ করতে চায়। তামাম দুনিয়ার প্রতিটি জনপদে প্রচলন করতে চায় আল-কুরআনের মর্যাদাপূর্ণ নির্দেশনার। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তার চিন্তা, সময়, শ্রম ও অর্থের কুরবানী বিশ্ব যুব সমাজের একটা বিরাট অংশকে ভাবিয়ে তুলেছে। আল-কুরআনের যাবতীয় বিধিমালার নিঃশর্ত অনুসরণই যেন তার ভূষণ।

তার যাত্রাপথের আরেকটি সম্বল হ'ল ছহীহ হাদীছ সমূহ। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যুগে, ইসলামের সোনালী ঐতিহ্যপূর্ণ যুগে, ইসলামের সর্বনাশ করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। এ মানুষগুলি নামে-বেনামে এখনও আছে। বদরের মুনাফিকী, ওহোদের লোভ-লালসা, চারজনের ভণ্ড নবুঅতী দাবী, তিনজন শ্রেষ্ঠ উম্মত ও খলীফাকে নৃশংসভাবে হত্যা, বিকল্প কা'বা তৈরীর পরিকল্পনা, রাজধানী হেজায থেকে কূফা নেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মানবকীটেরা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর হাদীছের বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন শপথে নেমে পড়ে। অসংখ্য মিথ্যা ও জাল হাদীছ রচনা করে, তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা চালায়। কেউ সফল হয়, কেউ হয়তো হয়নি। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ উপ্ত করে, শতধা বিভক্তকরণে তারা হয় মহাসফল। দুনিয়ার মুসলিম সমাজের চেহারাই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। ইতিহাস সাক্ষ্য, এসব জঞ্জাল থেকে ইসলামের তরীকে তীরে নেয়ার জন্য মুহাদ্দিছীনে কেরাম পর্বতসম কষ্ট সহ্য করে ছহীহায়নের পথ উন্মুক্ত করেছেন। এ যুবক জাল-যঈফ-এর পথ ছেড়ে, মাযহাব-তরীকার ভাগাভাগিতে মিশে না গিয়ে ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত পথে এগিয়ে চলছে। মনোভাব যেন এমন, পৃথিবীর কেউ না মানলেও ছহীহ হাদীছ পেলে আমি মানতে প্রস্তুত।

এ যুবক ইবাদত বন্দেগীতে যেমন উদাহরণ, তেমনি সততা-সত্যবাদিতায়ও জীবন্ত আদর্শ। জীবনপাত হ'লেও যেন সত্য ছাড়ে তার এতটুকু আপোষকামীতা নেই। মহাসত্যের আওয়াজকে যেকোন মূল্যে প্রতিষ্ঠার জন্য যার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত, আপোষের হাতছানি তাকে ব্যর্থ করতে পারে না। 'জীবনে যা বললেন' এবং 'জীবনে যা করলেন'-এ সামান্যতম পার্থক্য খুঁজে পাবে, এমন সাধ্যি কার? সত্যের গগনবিদারী উচ্চারণ তাকে সুপথে চলতে প্রতিনিয়তই উৎসাহ যোগায়। সেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যায়।

তার কাছে তুচ্ছ হ'ল দুনিয়া, মূখ্য হ'ল আখিরাত। দুনিয়ার জন্য আখিরাত নয়, আখিরাতের জন্য দুনিয়া। জান্নাতের সুশোভিত আয়োজন, হুর-গিলমানের অভূতপূর্ব খিদমত, মহাপ্রভুর সাক্ষাত, অফুরন্ত নাজ-নেয়ামতের তুলনায় দুনিয়াকে সে তুচ্ছই মনে করার কথা। জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা তাকে প্রতিনিয়তই ভীতিপ্রদ করে পরকালীন মহাশাস্তির প্রতি। জান্নাতের প্রতি অপরিমেয় লোভ আর জাহান্নামের প্রতি আশাতীত অনীহা তার প্রতিটি কর্মে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত। মূলতঃ আখেরাতের সাফল্যকেই সে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

* বুড়িচং, কুমিল্লা।

http://islaminonesite.wordpress.com

সাবধানতায় তার জুড়ি নেই। যাবতীয় শিরক, বিদ'আত কুসংস্কার, অনাচার, কুফর, নিফাকের সাথে তার যেন বিন্দু বিসর্গ সখ্যতা নেই। আল্লাহ প্রদত্ত হারামকে সে হালাল জ্ঞান করে না। জীবনকে সে দাম দিয়েছে পরকালীন মুক্তির সীমাহীন মণি-মানিক্য, শান্তি-সুখের অন্বেষায়। সব ধরনের অন্যায়কে অন্যায় হিসাবে চিহ্নিত করে, অদম্য সাহসিকতা ও দুর্জয় মনোবলের সাথে হক প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করে অবিরাম। শিরক-বিদ'আতের যাতাকলে পিষ্ট মানব সমাজকে অতি সুকৌশলে উদ্ধারের প্রচেষ্টা তার অব্যাহত।

আল্লাহভীরু মনোভাব তার বাহ্যিক আচরণের মধ্যে দেদীপ্যমান। জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া, মর্যাদা-অমর্যাদা যেন ওখানেই। আল্লাহ্র পথে জীবন বিলীন করতে পারলেই যেন জীবনের স্বার্থকতা। শয়তান অনেক কিছুই করতে বলে। মন ও আবেগ কত কিছুর আহ্বান জানায় তাকে। কিন্তু সে বলে 'না'। আমি আল্লাহকে ভয় করি।

পরোপকারে সে জগদ্বাসীর জন্য উদাহরণ। 'হককুল ইবাদ' বা 'বান্দাহর হক' আদায়ে তার যথোপযুক্ত উপস্থাপনশৈলী আমাদের আকৃষ্ট করে পরের হিতে জীবন বিলিয়ে দিতে।

ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগকারী এই যুবক প্রথমতঃ ইসলামের সামাজিকীকরণ ও ইসলামী আদর্শের বিশ্বায়নে আধুনিক যুগের টেকনোলজিগুলি ব্যাপক ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির যতরকম কৌশল ও ব্যবস্থা এই মুহূর্তে যরূরী, তার সবই সে করছে। পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের সব ধরনের পরিকল্পনার চোখে বালি দিয়ে, বিশ্ববিজয়ী ও কালজয়ী আদর্শ ইসলামের প্রতিষ্ঠাদানে সে তার পথেই চলছে। হতাশা তাকে গ্রাস করেনি, করবেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ খেলাফতের দায়িত্বানুভূতি তাকে প্রতিনিয়তই দংশন করে আর মহাশক্তির উৎস আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের তীব্র বাসনা তাকে প্রেরণা দেয় নিন্দাবাদের পাহাড় পাড়ি দিতে।

ইউরো-বিশ্বের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও ক্ষয়িষ্ণু সেই সমাজের মধ্যে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা সংগ্রাম, সমাজ কাঠামোয় ইসলামী আদর্শের প্রবেশাধিকারকে আরো গতিশীল ও নিশ্চিত করছে।

তার নেতৃত্বে এমন এক যুবকাফেলা তৈরী হচ্ছে যারা চিকিৎসা, প্রকৌশল, সমরাস্ত্রবিদ্যা, বিমানচালনা, বিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানের সকল শাখা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, পররাষ্ট্রনীতি, তথ্য প্রযুক্তি, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডে জগদ্বাসীর নেতৃত্বের পর্যায়ে খুব কম সময়ের ব্যবধানে হয়তো বলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

পথহারা মানবতার মুক্তির জন্য তার যে সীমাহীন দরদ আর ত্যাগ-মমত্ববোধ মনে হয় বনী আদমের মধ্যে সে যেন এক আলাদা মানুষ।

তার ক্ষুরধার লেখনী যুবসমাজকে ইসলামের আলোকিত পথে মন্ত্রের মত আকর্ষিত করছে। পবিত্র কুরআনের অমর কথামালাকে সাহিত্যালংকারের কারুকার্যে শোভিত করে, মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনায় তার বিশেষত্ব বিদগ্ধজনদের চিন্তাশীল করছে কুরআনের দিকে, ক্রমশঃ দূর্বল করছে ইসলামের অমীয় সুধার দিকে। ছহীহ হাদীছের শিক্ষাকে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের অনুসরণযোগ্য করে তুলে ধরবে কৌশলে তার লেখনী ও বাকশৈলী সত্যিই চমৎকার। মুসলিম মন ও মানসে প্রভাব বিস্তারকারী লেখনীকে স্বাগত জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তার লেখা বই হাতে নিলে লেখনীর সম্মোহনী শক্তির প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হ'তে মন আনচান করে না, বরং নাওয়া-খাওয়ার কথাই ভুলে থাকতে হয়।

খেলাফতে রাশেদার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এই মুসলিম যুবকের সন্ধান লাভ আমার ও আমাদের একান্ত প্রত্যাশা হওয়া উচিৎ নয় কি? যদি তাকে পাই, তবে আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের শপথ নিয়ে তার নেতৃত্বে চলার সিদ্ধান্ত কি আমি নেব না? যদি তাকে খুঁজে না পাই-এ যুবকের নমুনায় আমি নিজেই কি হ'তে পারি না, কাল্পনিক এ যুবকের বাস্তবতা? জেগে ওঠা যুবকের তালিকায় কি আমি আমাকে আনতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি, নিশ্চয়ই পারি, নিশ্চয়ই পারি, পারব ইনশাআল্লাহ।

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' কর্তৃক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একমাত্র বাংলাদেশী প্রকাশনা-

**"ইসলামিক ফাইন্যান্স"**

**এবং**

**"সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল"**

পড়ুন, লিখুন ও পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করুন।

**যোগাযোগ**

**সম্পাদক**

**'ইসলামিক ফাইন্যান্স'**

**'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল'**

৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০

ফোন # ৮৮০-২-৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৮৮০-২-৭১৬১৭৬১

ই-মেইলঃ mrahman_ab@yahoo.com

## ক্ষেত-খামার

# বিনা চাষে রসুন আবাদের আশাতীত সাফল্য

বিনা চাষে রসুন আবাদের জোয়ার এসেছে নাটোরের গুরুদাসপুর উপযেলায়। গত তিন বছর ধরে দেশে প্রথম উদ্ভাবিত বিনা চাষে রসুন আবাদ পদ্ধতি গরুদাসপুর উপযেলায় বেশ জনপ্রিয় ও লাভজনক হয়ে উঠেছে। চলতি রবি মৌসুমে গুরুগদাসপুরে রেকর্ড পরিমাণ জমিতে রসুন চাষ হয়েছে। উপযেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি রবি মৌসুমে এ উপযেলায় রসুন চাষ হয়েছে ৪ হাযার ২৯০ হেক্টর জমিতে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ১৭ হাযার ৯৭৫ মেট্রিক টন। গত মৌসুমে রসুন চাষের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ হাযার ৫৪৫ হেক্টর, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৭৪৫ হেক্টর বেশী।

বর্ষার পর আমন ধান কাটা শেষ হ'লে গুরুদাসপুরের নিচু অঞ্চলের অনেক মাঠে কোন আবাদ হয় না। বর্ষার পানি সরে যাওয়ার পর পলি মিশ্রিত দো-আঁশলা মাটিতে অর্ধেক শ্রম ও স্বল্প খরচে বাড়তি ফসল হিসাবে রসুন চাষের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং অনুন্নত সেচ ব্যবস্থাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গুরুদাসপুর উপযেলায় বোরো চাষাবাদের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল রসুন চাষের দিকে ব্যাপক হারে ঝুঁকে পড়েছে কৃষক। এ উপযেলায় জমির প্রকারভেদে দুই পদ্ধতিতে রসুন চাষ হয়ে থাকে। শুষ্ক ও উঁচু জমিতে চাষ পদ্ধতি সারিবদ্ধভাবে হাত দিয়ে বীজ বপন করা হয়। এসব জমিতে নিয়মিত সেচ ও আগাছা পরিচর্যা করতে হয়। এতে খরচ পড়ে বেশী। নিচু জমিতে পানি শুকানোর সাথে সাথে কাদা মাটিতে রসুন কোয়া ধানের চারা রোপণের মত বপন করতে হয়। এসব জমিতে আর সেচ দিতে হয় না। এতে খরচ অনেকাংশে কম পড়ে এবং ফলন অনেক বেশী হয়।

গুরুদাসপুরে বিনা চাষে রসুন চাষ সম্পর্কে কৃষি কর্মকর্তা নূরুল আমীন বলেন, চলতি মৌসুমে রসুন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ৪ হাযার হেক্টর ধার্য করা হ'লেও কৃষকের অতি আগ্রহে প্রায় ৪ হাযার ২৯০ হেক্টর জমিতে রসুন চাষ করা হয়েছে। অতি সহজ ও অল্প শ্রমে যে কোন আগ্রহী কৃষক বিনা চাষে রসুন চাষ করে লাভবান হ'তে পারে। বর্ষা মৌসুমের আমন ধান কাটার পরপরই কাদায় রসুন চাষ শুরু হয়। প্রথমে বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর পর জমির সকল প্রকার আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি তেত্রিশ শতাংশ জমিতে প্রায় ৫৫ থেকে ৬০ কেজি পর্যন্ত রসুনের কোয়া রোপণ করতে হয়। অতি বৃষ্টিপাতে ক্ষতি না হ'লে ১০০ থেকে ১১৫ দিনের মধ্যে রসুন পরিপক্ক হয় এবং জমি থেকে উঠাতে হয়। জমির খাজনা, রসুনের মূল্য, সার, শ্রম খরচ, সেচসহ অন্যান্য খরচ বাদে কৃষকের লাভ বিঘাপ্রতি ১০ হাযার থেকে ১২ হাযার টাকা, যা অন্য যেকোন ফসলের চেয়ে বেশ ভাল।

# ধান চাষে নতুন প্রযুক্তি ড্রাম সিডার পদ্ধতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) ইরি-বোরো চাষের জন্য আবিষ্কার করেছে নতুন এক প্রযুক্তি 'ড্রাম সিডার পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে কৃষককে জমিতে আর চারা রোপন করতে হবে না। বীজ বপনের মাধ্যমেই চাষ করা যাবে ইরি-বোরো ধান। এতে কৃষকদের শ্রম সাশ্রয় হবে। উৎপাদন খরচও বহুলাংশে কমে যাবে। কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায় ইরি-বোরো মৌসুমে সারা দেশে একই সময়ে ধানের চারা রোপন করা হয়। ফলে রোপনের সময় কৃষকদের শ্রমিক সংকটে পড়তে হয়। ৪০-৪৫ দিন বয়সী ধানের চারা জমিতে লাগানোর উপযুক্ত সময় কিন্তু শ্রমিক সংকটের কারণে ৬০-৭৯ দিন বয়সী চারাও জমিতে রোপন করতে হয়। এর ফলে ফলনও কম হয়। কৃষকদের এই সংকটের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আবিষ্কার করেছে এ প্রযুক্তি, যার নাম 'ড্রাম সিডার'। কৃষি অধিদপ্তর এবারই প্রথম সারা দেশে এই পদ্ধতিতে ইরি-বোরো চাষের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ড্রাম সিডার পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরীর প্রয়োজন হয় না। মাত্র তিন দিনের অংকুরিত ধান বীজ সরাসরি 'ড্রাম সিডার' মেশিনের মাধ্যমে জমিতে বপন করা হয়। এতে এক বিঘা জমিতে বীজ বপন করতে সময় লাগে ২০-৩০ মিনিট। এ পদ্ধতিতে একজন শ্রমিক সারা দিনে প্রায় ৫ একর জমিতে বীজ বপন করতে পারবে। এতে বিঘা প্রতি বীজ লাগে ৪/৫ কেজি। এ পদ্ধতিতে প্রথমে যন্ত্রের ড্রামে অংকুরিত বীজ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। পরে সুষম গতিতে যন্ত্রটি টানলে ড্রামের ছিদ্র দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে সোজা লাইনে বীজ বপিত হয়। লাইনের দূরত্ব নির্দিষ্ট থাকায় রাইস উইডার দিয়ে আগাছা দমনও সহজ হয়। প্লাষ্টিকের তৈরী এই 'ড্রাম সিডার' যন্ত্রটি সহজেই বহনযোগ্য। দামও কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে। দাম মাত্র ৩ হাযার পাঁচশত টাকা।

## জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের মত জটিল রোগ বাড়ছে

অতিসম্প্রতি 'হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড' কর্তৃক জৈবিক কৃষি কাজ প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংস্থার কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানী অর্গানিক কৃষিবিদ কেনজি উসু বলেন, উচ্চ ফলনের আশায় বাংলাদেশের কৃষি জমিতে নির্বিচারে অধিকহারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্য তথা উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। অধিকহারে সেচের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে আর্সেনিক দূষণ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষিপণ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে মানুষ

ক্যান্সারের মত বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

কৃষিবিদ কেনেজি উসু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আরও বলেন, বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের মত জাপানেও উচ্চ ফলনের আশায় একইভাবে অধিকহারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এবং ট্রাক্টর ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হ'ত। ফলে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে অনেক কৃষি ফার্ম দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং জাপানীরা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে জাপানে 'অর্গানিক কৃষি ব্যবস্থা' শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া বাণিজ্যিক ফার্মগুলো লাভজনক হয়।

অর্গানিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, আমরা অল্প সময়ে বেশী উৎপাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ধানের খড় ও আগাছা জড় করে রাখলে অতীব প্রয়োজনীয় জৈব সার হিসাবে কাজে লাগে। মাটিতে ৫% জৈব উৎপাদন না থাকলে উর্বরা মাটি বলা যায় না।' কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতে জৈব উৎপাদনের হার ২%-এর কম।

*॥ সংকলিত ॥*

এম এন টেইলার্স
৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট, দোতলা, রাজশাহী। ☏ ৭৭৫৭৭৫
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
❏ প্রয়োজনে একদিনেও পোষাক সরবরাহ
❏ অটোমেটিক মেশিনে ফিউজিং
❏ স্যুটের জন্য মনোরম কভার
❏ কাপড়ের উন্মুক্ত মূল্য
সাদর আমন্ত্রণে
মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম
'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'

## কবিতা

### বাজবেই ডংকা

*-মোল্লা আব্দুল মাজেদ*
*পাংশা, রাজবাড়ী।*

যত ছাড় হাঁক ডাক নেই কোন শংকা
সব কিছু দূরে যাক বাজবেই ডংকা।
কাজ নেই কবিতার
চাই শুধু হাতিয়ার
বেধে যাক নির্ঘাত যুদ্ধ,
দেশ থেকে দরকার
সন্ত্রাস তাড়াবার
একেবার সন্ত্রাসী শুদ্ধ।
সন্ত্রাসী চাটুকার
হয়ে যাও হুঁশিয়ার
দেশ নয় খালু আর মামাদের,
দেশ নয় জুজুদের
স্যার কিবা হুযুরের
দিতে হবে অধিকার আমাদের।
আমরাও দাবীদার পেতে চাই অধিকার
খেয়ে পরে বেঁচে রব নিঃস্ব,
বেঁচে রব চির দিন
করে যাব রঙ্গীন
কলুষিত আজিকার বিশ্ব।
যত শুনি হাঁক ডাক নেই কোন শংকা
দেশ নয় রাজ্য সে রাবনের লংকা।

***

### স্বাধীনতার সীমা

*-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী*
*মহেশ্বরপাশা বাজার, বি,আই,টি*
*দৌলতপুর, খুলনা।*

স্বাধীনতা হ'ল উদার মনে
মুক্ত আকাশে বিচরণ,
স্বাধীনতা হ'ল দেশপ্রেমের
নব নব জ্ঞান আহরণ।
স্বাধীনতা হ'ল জাতির প্রাপ্য
তিলে তিলে বুঝে দেওয়া,
স্বাধীনতা হ'ল নিজ শ্রম দিয়ে
অধিকার বুঝে নেওয়া।
স্বাধীনতা হ'ল সব ষড়যন্ত্র
সমূলে বিনাশ করা,
স্বাধীনতা হ'ল স্বীয় সীমান্ত
সঠিক রক্ষা করা।
স্বাধীনতা হ'ল প্রতিবেশী ভীতি
সমূলে উৎপাটন,
স্বাধীনতা হ'ল বর্জন করা
বাহির নিয়ন্ত্রণ।
স্বাধীনতা হ'ল সন্ধান করা
সঠিক মিত্র যারা,
স্বাধীনতা হ'ল দিবে আর নিবে
সমান পরম্পরা।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents





স্বাধীনতা হ'ল মন্থন করা
স্বাধীনতার সীমা,
স্বাধীনতা হ'ল সে সব প্রজ্ঞা
ইতিহাসে যা আছে জমা।

***

## নাত-ই-রাসূল (ছাঃ)

*-মাহফুযুর রহমান আখন্দ*
*সহকারী অধ্যাপক*
*ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ*
*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি
আকাশ তোমার বুক
বন্ধুর চেয়ে বন্ধু তুমি
তোমার পরশেই সুখ॥
আঁধার ধরায় আনলে আলো
কুরআন নামের নূর
কণ্ঠে তোমার মধুর কোরাস
মুক্তি গানের সুর,
সেই সে সুরে মাতল ধরা
কাটলো আঁধার দুঃখ॥
সবুজ বনের মুক্ত পাখি
তুলছে মাতম তোমায় ডাকি,
তোমার সুরে বাতাস নাচে
ফুল কাননে মাতামাতি॥
তোমার পায়ের পরশ পেতে
ব্যাকুল আজও মরুর বালি
যুদ্ধ খেলা নেশার যুগেও
প্রেম ছড়ালে ফুলের ডালি,
সেই সে সুখের ফুলেল সুবাস
চাই সে সোনার যুগ॥

***

## কলংকিত মুসলমান

*-রাশেদুল ইসলাম বিন লুৎফর রহমান*
*নানাহার, কালাই, জয়পুরহাট।*

অনর্থক মুসলমান বলে কেন দাবী কর?
ভবের যত অশ্লীল কর্ম সবই তুমি কর।
ইসলামী লেবাস পরে সুন্দর করেছ আপনারে
গোঁফ বড় করে তাছবীহ হাতে বসে রয়েছ মাযারে।
ছুড়ে ফেল সব তোমার দরবেশী যত কর্ম
পাপের যত মূলমন্ত্র এ থেকেই হবে জন্ম।
জনগণকে ধোকা দিয়ে করছ উদর পূরণ,
মাঝে মাঝে ফের ভোগ কর নারী
মেটাতে তোমার যৌবন।
কর তওবা এখনো সময় আছে, হে নরাধম,
নইলে তোমায় মরতে হবে আফসোসে হরদম।
ক্ষমা চাও আল্লাহ্‌র নিকট তব অপরাধের তরে,
কেঁদে কেঁদে বল হে প্রভু ক্ষমা কর মোরে।
সব ভণ্ডামী ছেড়ে ধর ছহীহ হাদীছের পথ,
এ পথেই মিলবে মঙ্গল আসবে না কভু বিপদ।
এ পথেই চলে তোমার আমল কর ভারী,
তবেই হবে পরকালে জান্নাতের অধিকারী।

# সোনামণিদের পাতা

### গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১। ১৫ ২। ৪৯ বার ৩। ৬ ঘন্টা।
৪। ১৩টি ৫। ৯৯টি (৩৬+৩৬+১৮+৯)।

### গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শহর পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। কায়রো। ২। রোম ৩। ভেনিস।
৪। বেনারস ৫। শিকাগো।

### চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)

১। কোন্ দেশকে 'প্রাচীরের দেশ' বলা হয়?
২। কোন্ দেশকে 'নিষিদ্ধ দেশ' বলা হয়?
৩। কোন্ দেশকে 'নীল নদের দেশ' বলা হয়?
৪। কোন্ দেশকে 'ভূমিকম্পের দেশ' বলা হয়?
৫। কোন্ দেশকে 'সাদা হাতির দেশ' বলা হয়?

*❒ ইমামুদ্দীন*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

### চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। সরল অংকে বন্ধনীর আগে কোন চিহ্ন না থাকলে সেখানে কি চিহ্ন বসবে?
২। ৩৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা কয়টি?
৩। শূন্যস্থানে কত হবে ১, ৫, ২৫ ....... ৬২৫?
৪। ৭১৭৪০৯-এর বর্গমূল কত অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হবে?
৫। ১টি গরুর ৩টি পা হ'লে ৫টি গরুর কয়টি পা?

*❒ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান*
*কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।*

## সোনামণি সংবাদ

**প্রশিক্ষণঃ**

**নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৯ জানুয়ারী রবিবারঃ** অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় (প্রঃ) 'বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' জামে মসজিদে হাফেয হাবীবুর রহমান-এর কুরআন তেলাওয়াত ও হাফেয ছাদিকুর রহমানের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ দেলোয়ার হুসাইন ও মারকায শাখার সহ-পরিচালক হুমায়ুন কবীর। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন মারকায শাখার 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল হামীদ ও অন্যান্য দায়িত্বশীল বৃন্দ।

**রহনপুর, ৭ জানুয়ারী, শুক্রবারঃ** অদ্য বাদ আছর স্থানীয় ডাক বাংলোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' রহনপুর

http://islaminonesite.wordpress.com

এলাকার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফাযযল হক, দফতর সম্পাদক ডাঃ আব্দুস সুবহান, 'সোনামণি' উপদেষ্টা আলহাজ্জ আফসার বিন ইমামুদ্দীন, চৌডালা এলাকা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ সা'দ ওয়াক্কাছ প্রমুখ। প্রশিক্ষণে ৪০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে 'কুইজ' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ী প্রথম তিন জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘে'র প্রাথমিক সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুল বাছীর।

## শাখা গঠনঃ

❑ **চকরাধাকানাই মেহের সরকার বাড়ী ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালক) শাখা, ময়মনসিংহঃ**

**পরিচালনা পরিষদঃ**
**প্রধান উপদেষ্টাঃ** মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন (বি,এ)
**উপদেষ্টা ঃ** ডাঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
**পরিচালকঃ** ক্বারী মাওলানা মুসলিমুদ্দীন
**সহ-পরিচালক ঃ** আবু তাহের (বি,এ)
**সহ-পরিচালক ঃ** আমীর হোসাইন (বি,এস-সি)।

**কর্মপরিষদঃ**
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ রাসেল (হেফয বিভাগ)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** সজীব মিয়া (৫ম শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** লিটন (২য় শ্রেণী)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (৩য় শ্রেণী)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** আব্দুস সাত্তার (৩য় শ্রেণী)।

❑ **চকরাধাকানাই মেহের সরকার বাড়ী ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, ময়মনসিংহঃ**

**পরিচালনা পরিষদঃ**
**প্রধান উপদেষ্টাঃ** মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন (বি,এ)
**উপদেষ্টা ঃ** ডাঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
**পরিচালকঃ** ক্বারী মাওলানা মুসলিমুদ্দীন
**সহ-পরিচালক ঃ** আবু তাহের (বি,এ)
**সহ-পরিচালক ঃ** আমীর হোসাইন (বি,এস-সি)।

**কর্মপরিষদঃ**
১. **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ** আফসানা খাতুন (৫ম শ্রেণী)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ** আনজুমান আরা খাতুন (৫ম শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদিকা ঃ** শাপলা খাতুন (৫ম শ্রেণী)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ** আসমা খাতুন (৪র্থ শ্রেণী)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** লিজা খাতুন (৪র্থ শ্রেণী)।

❑ **উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, সপুরা, রাজশাহীঃ**

**পরিচালনা পরিষদঃ**
**প্রধান উপদেষ্টাঃ** জনাব আফযাল হোসাইন
**উপদেষ্টা ঃ** গোলাম রব্বানী
**পরিচালকঃ** মুহাম্মাদ মনোয়ার হোসাইন
**সহ-পরিচালক ঃ** হাশমত আলী
**সহ-পরিচালক ঃ** মুহাম্মাদ আলী।

**কর্মপরিষদঃ**
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** ওবায়দুল্লাহ
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** মামূনুর রশীদ
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** কাওছার আলী
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** মীযানুর রহমান
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** হাসানুযযামান (পাপ্পু)।

# কবিতা

## মা

*-মুহাম্মাদ মনিমুল হক*
*নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।*

এক অক্ষরের নামটি তার
বলতে পার ভাই?
মা ছাড়া এই পৃথিবীতে
আপন কেউ নাই।
বাবা যখন বকা দিয়ে
বলে মোরে দুষ্টু,
মা তখন বুকে নিয়ে
করে আমায় তুষ্ট।
মাকে আমি ভালবাসি
প্রাণের চেয়েও বেশী
মায়ের কথা রাখব স্মরণ
সারা জীবন ধরি।
পরিশেষে তোমাদের কাছে
আবার বলে যাই
মায়ের মত পৃথিবীতে
আর যে কেহ নাই।

***

## গরীবদের অবস্থা

*-মুসাম্মাৎ সুমাইয়া আখতার*
*ছোট শালঘর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।*

গরীব মায়ের সন্তান যারা
দুঃখ কষ্টে ভোগে তারা,
তাদের প্রতি নেইকো মায়া
আছে যাদের টাকা পয়সা।
গরীব মায়ের সন্তান তারা,
তাদের কথায় উঠে বসে
কারণ তাদের টাকা আছে।
গরীব মায়ের সন্তান যারা
সব সুযোগ পায় না তারা
উচিত কথা বলতে গেলে
মুখোশধারীদের পেটে লাথি পড়ে।
গরীব মায়ের সন্তান যারা
জীবনের কূল পায় না তারা
পাখা মেলে উড়তে চাইলে
তখন তাদের ঢিল মারে।

***

# স্বদেশ-বিদেশ

## স্বদেশ

### ৬৫ প্রজাতির দেশী গাছে ডায়াবেটিস নিরাময় সম্ভব

মালয়েশিয়ায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশে ৬৫ প্রজাতির গাছ-গাছড়া থেকে ডায়াবেটিস রোগ নিরাময়ের ওষুধ তৈরী সম্ভব। তারা এজন্য এশীয় অঞ্চলের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা বলেন, এশীয় অঞ্চলে রয়েছে ঔষধি গাছের বিপুল সমাহার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এসব গাছের গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জীবন রক্ষাকারী বিশেষ করে ডায়াবেটিস প্রতিরোধক গাছ নির্বাচনের জন্য এই বিজ্ঞানী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়ার (ইউপিএম) বায়ো-সায়েন্স ফ্যাকাল্টির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন ইউপিএম-এর ভিসি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ জোহাদী বার্দায়। ল্যাবরেটরী অব ন্যাচারাল প্রডাক্টস, ইনস্টিটিউট অব বায়ো-সায়েন্স, এশিয়ান নেটওয়ার্ক অব রিসার্চ অন এন্টিডায়াবেটিক প্লান্টস (আনরাপ) এবং 'মালয়েশিয়ান ন্যাচারাল প্রোডাক্টস সোসাইটি' আয়োজিত এ সম্মেলনে মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার ৪৫ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

*[আল্লাহ সকল রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তা ছড়িয়ে আছে। মানুষের দায়িত্ব হ'ল তা খুঁজে বের করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া। হে অবাধ্য মানুষ! এরপরেও কি তুমি তোমার প্রভুর ইবাদত করবে না? (স.স)]*

### বেনাপোল ছাড়া সবক'টি স্থলবন্দর বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে

বেনাপোল ছাড়া সবক'টি স্থলবন্দর বেসরকারী খাতে পরিচালনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫টি স্থলবন্দর 'বিল্ট অপারেটর ট্রান্সফার' (বিওটি) পদ্ধতিতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ৭টি বন্দরও খুব শিগগিরই ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। দেশের বিভিন্ন সীমান্তে মোট ১৩টি স্থলবন্দর রয়েছে। যশোর সীমান্তে বেনাপোল বন্দরই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসাবে আমদানী-রফতানীতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এই বন্দর থেকে বছরে ১ থেকে দেড় কোটি টাকা আয় করে। এছাড়া ইতিমধ্যে ২ বছরের জন্য বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়া কক্সবাজার সীমান্তে টেকনাফ স্থলবন্দর দিয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণ আমদানী-রফতানী হচ্ছে বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, একটি পূর্ণাঙ্গ বন্দরে যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার অধিকাংশ স্থলবন্দরেই এখনো তা গড়ে ওঠেনি। 'বিওটি' পদ্ধতিতে বেসরকারী খাতে বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে মূলত অবকাঠামো সৃষ্টির জন্য। দিনাজপুরের বিরল ও হিলি, কুমিল্লার বিবির বাজার, রাজশাহীর সোনামসজিদ, পঞ্চগড়ের বাংলাবান্দা এই পাঁচটি স্থলবন্দর বেসরকারী পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। অচিরেই দরপত্র যাচাই-বাছাই শেষে তা 'বিওটি' পদ্ধতিতে ছেড়ে দেওয়া হবে। পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বন্দর সমূহের রাস্তাঘাট, গুদাম নির্মাণসহ পূর্ণাঙ্গ বন্দরের অবকাঠামো তৈরী করবে। আগামী ১ থেকে দেড় মাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হ'তে পারে।

এই ৫টি বন্দর 'বিওটি' পদ্ধতিতে দেয়ার পরপরই বুড়িমারী, হালুয়াঘাট, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা ও পরীক্ষামূলকভাবে বেসরকারী খাতে দেওয়া হবে। অতঃপর টেকনাফ বন্দরও 'বিওটি' পদ্ধতিতে দেওয়া হবে।

*[এভাবে সবকিছু ক্রমে ক্রমে পূঁজিপতিদের হাতে চলে যাচ্ছে, যা ফেলে আসা জমিদারী প্রথাকেই ডেকে আনবে। তাছাড়া এতে সরকারী প্রশাসনের ব্যর্থতা পরিস্ফুট হচ্ছে। আমরা মনে করি, সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাসহ সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা উচিত। নইলে শ্রমিক ও জনগণ গুটি কয়েক পূঁজিপতির হাতে যিম্মী ও নিগৃহীত হবে (স.স)]*

### ১ হাযার গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ

দেশের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী গার্মেন্টস কারখানা এখন বন্ধ। সর্বমোট প্রায় ৪ হাযার গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে পুরোপুরি বন্ধ ১ হাযার এবং রুগ্ন হয়ে পড়েছে আরো প্রায় ৮শ'। ফলে বেকার হয়ে পড়েছে ৬ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী। যার ৮৫ শতাংশ নারী শ্রমিক। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে ২০ হাযার কোটি টাকা রফতানী আয় হ'তে।

বিদেশী ক্রেতাদের আকস্মিক অর্ডার বাতিল ও ব্যাংকগুলির অসহযোগিতার কারণেই ব্যাপক লোকসান গুনে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে দেশে গার্মেন্টস সেক্টরের যাত্রা শুরু হ'লেও মূলতঃ ১৯৯৬ সালের পর থেকে গত ৮ বছরে এ কারখানাগুলি ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে যায়। উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে এসব কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। এর পাশাপাশি অপর ৮শ' রুগ্ন গার্মেন্টস কারখানাও বর্তমানে বন্ধ হবার পথে। রফতানীমুখী বড় বড় কিছু গার্মেন্টস কারখানা ও বায়িং হাউসের সাব-কন্ট্রাক্ট বা অর্ডার পেলে সাময়িকভাবে এই রুগ্ন কারখানাগুলি চালু হয়। তবে বছরের বেশির ভাগ সময়ই কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে থাকে। ব্যাংকগুলি থেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি (কাপড় আমদানী ও পোশাক রফতানীর ঋণপত্র) খোলার সুযোগ না থাকায় এসব গার্মেন্টস কারখানার সরাসরি পোশাক রফতানীর কোন ক্ষমতা নেই।

পুরোপুরি বন্ধ এবং রুগ্ন হয়ে পড়া এই ১৮শ' গার্মেন্টস কারখানার কাছে সরকারী-বেসরকারী ব্যাংকগুলির ৬শ' কোটি টাকা আসল ঋণ ও এর ১৪শ' কোটি টাকা সুদ মিলিয়ে প্রায় ২ হাযার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। এ পর্যন্ত দেনা-পাওনার কোন সুরাহা না হওয়ায় ব্যাংকগুলি থেকে তারা নতুন করে কোন এলসি খুলতে ও বিদেশে পোশাক রফতানী করতে পারছে না। আবার ব্যাংগুলিও ঐ টাকা ফেরত পাচ্ছে না। এ অবস্থার জন্য ঐসব কারখানার মালিকরা 'বিজিএমইএ'-এর নেতৃবৃন্দকে দায়ী করেছেন। তারা ব্যাংক ঋণ পরিশোধের জন্য সুদ মওকুফের শর্তে শুধু আসল পরিশোধ আগ্রহী এবং এজন্য ১০ বছরের

http://islaminonesite.wordpress.com

কিস্তিও দাবী করেছে।

বন্ধ ও রুগ্ন গার্মেন্টস মালিকদের সমন্বয়ে সম্প্রতি গঠিত 'বিজিএমইএ সিক অ্যাপারেল কমিউনিটি' নামক সংগঠনের নেতারা মনে করেন, সরকারের নীতিগত সহযোগিতায় এখনো ঐ বন্ধ ১ হাযার কারখানা চালু করা সম্ভব এবং এতে গার্মেন্টস খাতে দেশের রফতানী আয় আরো প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাযার কোটি টাকা বাড়ানো সম্ভব। এর ফলে ব্যাংকের দায়-দেনাও দ্রুত পরিশোধ হয়ে যাবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান বাড়বে আরো ৭/৮ লাখ মানুষের। এতে ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলির বছরে কমিশন, হ্যান্ডেলিং ও প্রিমিয়াম বাবদ ৫০ কোটি টাকা, বন্দরের ৪ কোটি টাকা, আবাসিক হোটেলগুলির ৩ কোটি টাকা, বাড়ি মালিকদের ভাড়া বাবদ ৮০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ-গ্যাস-ওয়াসার ৭ কোটি টাকা, স্থানীয় মিল মালিকদের ২৫০ কোটি টাকা, কাপড় ব্যবসায়ীদের ২৫ কোটি টাকা, মুদি দোকানীদের ১শ' কোটি টাকা, খাবার হোটেলগুলি ও হকারদের ২শ' কোটি টাকা অতিরিক্তি আয় বাড়বে।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে চালু প্রায় ২ হাযার গার্মেন্টস কারখানা থেকে বছরে ৩০ হাযার কোটি টাকার তৈরী পোশাক রফতানী হচ্ছে এবং এতে প্রায় ১৫ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করছে। বন্ধ ও রুগ্ন হয়ে পড়া গামেন্টস কারখানাগুলিকে এখনই পুরোদামে আবার সচল করা সম্ভব না হ'লে, দেশের গার্মেন্টস শিল্প শিগগিরই পাট শিল্পের ভাগ্যবরণ করবে বলে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কেননা বর্তমানে সচল গার্মেন্টস কারখানাগুলির মধ্য থেকেও প্রতিমাসে গড়ে ১৫/২০টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

*[অ্যাপারেল কম্যুনিটি-র দাবী মেনে নিতে আমরাও পরামর্শ দিচ্ছি। গার্মেন্টস শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যা কিছু করণীয়, তা সরকারের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে আমরা মনে করি (স.স)]*

## কৃষিতে সেচ ভর্তুকি চালু হচ্ছে

কৃষিক্ষেত্রের সেচপাম্পে ব্যবহৃত ডিজেলে ভর্তুকি প্রস্তাবের পরিবর্তে অবশেষে কৃষকদের জন্য নগদ অর্থে সেচ ভর্তুকি চালু হ'তে যাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় টাকা ছাড় করলে চলতি বোরো মৌসুম থেকেই কৃষকরা বিঘাপ্রতি ২০০ টাকা করে সেচ ভর্তুকি পাবেন। তবে ১ বিঘার (৩৩ শতাংশ) নীচে কেউ জমি চাষ করলে, তাকে সর্বনিম্ন ভর্তুকি দেওয়া হবে ১০০ টাকা। সেচ ভর্তুকির নীতিমালা নির্ধারণে গত ২ ফেব্রুয়ারী কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সেচ ভর্তুকি যাতে চালু হ'তে পারে, সেজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় আবারো অনুরোধ জানিয়েছে। ইতিপূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ডিজেলে ২৫% ভর্তুকি দেবার জন্য ৩৮১ কোটি টাকার যে ভর্তুকি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, তা অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন না করে বলেছিল, কৃষির বাইরে যেহেতু আরো নানা ক্ষেত্রে ডিজেল ব্যবহৃত হয়, তাই ডিজেলে কোন ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় সেচখাতে এই নগদ ভর্তুকি প্রদানের নতুন প্রস্তাব দিয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হ'লে সারের ভর্তুকির পরে তা হবে এদেশের কৃষি ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। স্বাধীনতার পর বিএডিসির মাধ্যমে সেচখাতে যে ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু ছিল, তা বিশ্বব্যাংকের চাপে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদন খরচ বর্তমানে এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

গত ২ তারিখে জানানো হয়, সেচ ভর্তুকি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই উপযেলা কৃষি কমিটি ও ইউনিয়ন কৃষি কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের তালিকা প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতি ইউনিয়নে কৃষি বিভাগের ব্লক সুপারভাইজার (বিএস), ইউপি মেম্বার এবং গ্রাম সরকারের সহযোগিতায় নির্দিষ্ট ছকে এই তালিকা প্রস্তুত করে উপযেলা কৃষি কমিটির কাছে পাঠাবে। এরপর উপযেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) নেতৃত্বাধীন উপযেলা কৃষি কমিটি তা যাচাই-বাছাই করে বাস্তবায়ন করবেন। এ বছর বিঘাপতি ২০০ টাকা করে নগদ সেচ ভর্তুকি প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হ'লেও ভবিষ্যতে এ ভর্তুকি আরো বাড়ানো হবে বলে জানা গেছে। যারা জমি চাষ করবেন তারাই এ ভর্তুকি পাবেন।

*[উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। গরীব চাষীদেরকে সাহায্য করার জন্য সরকারের এই পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। সেই সাথে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির এবং মধ্যস্বত্ব ভোগীদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য ও তাদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ আশা করি (স.স)।*

## কেজি দরে সোনা-রূপা বিক্রি

রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারের সীমান্তবর্তী সিঙ্গাইর উপযেলার চারিগ্রাম বাজারে কেজির ওযনে সোনা-রূপা বিক্রি হচ্ছে। দাড়িপাল্লায় করে কেজির ওযনে সোনা ও রূপা বিক্রির ব্যাপারটি আজগুবি মনে হ'লেও বাস্তবে তা সত্য। চারিগ্রাম বাজারে প্রতিদিন সোনা ও রূপা কেনাবেচা হ'লেও হাটবার অর্থাৎ শুক্র ও সোমবার দেখা যায় ব্যবসার রমরমা দৃশ্য। স্থানীয় ব্যবসায়ী পোদ্দারদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের চোরাচালানীদের ব্যবসায়ের জন্য এটা নিরাপদ ঘাঁটি। এখানে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় পোদ্দারদের মাধ্যমে চোরাচালানীদের এই ব্যবসা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সরেজমিনে দেখা গেছে, হাটের দিন সূর্যাস্তের আগে ২/৩ ঘন্টার মধ্যে লাখ লাখ টাকা লেনদেনের মধ্য দিয়ে কেজির ওযনে সোনা বেচার আসল দৃশ্য। ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, চাপাইনবাগঞ্জ, সাতক্ষীরা, যশোর, সিলেট, বরিশাল থেকে আগত স্বর্ণ পাইকারদের আনাগোনা। পাইকাররা হাটে আসামাত্র ঢাকার তাঁতী বাজার, নবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মাল এসে পৌঁছে যায়। চারিগ্রাম ও গোবিন্দল গ্রামের কয়েক ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চলের চোরাচালানীরা এসব মাল কিনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেশের সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে পাচার করে।

সিঙ্গাইর চারিগ্রাম বাজারটি যদিও ছোট, তবে সপ্তাহে ২ দিন অর্থাৎ সোম ও শুক্রবার হাট বসে। এক সময় এ হাটে রূপা পাইকারী কেনা বেচা হ'ত।

জানা যায় এলাকার বেশ কিছু পরিবার রূপা তৈরীর কৌশল,

এক্সরে ফিল্ম থেকে রূপা ও স্বর্ণ নির্গত করার কৌশল আবিষ্কার করে। হাটের দিন দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতারা চারিগ্রাম বাজার থেকে রূপা কিনে তা দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বিক্রি করে। এভাবে ধীরে ধীরে রূপার পাইকারী বাজারে পরিণত হয়। চারিগ্রামের পাইকারী রূপার বাজারের খবর ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে বাজারের প্রসার ঘটে। খবর পৌঁছে যায় স্বর্ণ চোরাচালানীদের কাছে। চারিগ্রাম বাজারকে এই সোনা চোরাচালানীরা বেছে নেয় নিরাপদ স্থান হিসাবে। বিভিন্ন দেশ থেকে আনা সোনার বিস্কুট কেনা বেচা শুরু হয়ে যায় চারিগ্রাম হাটে। রূপার মত স্বর্ণও বিক্রি হ'তে থাকে। এখন পাইকারীভাবে হাটে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি হচ্ছে কেজি হিসাবে। আর এর ওযন করা হচ্ছে দাড়িপাল্লায়।

*[ক্বিয়ামত-পূর্বকালে মাল-সম্পদের এমন স্ফীতি ঘটবে যে, স্বর্ণ দেখে খুনী বলবে, হায়! এরি জন্য আমি মানুষ খুন করেছি? চোর-ডাকাত সবাই একই কথা বলবে। চারিগ্রামে হয়ত ক্বিয়ামতের আলামত যাহির হয়ে গেছে। অতএব হে আত্মভোলা মানুষ! আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও (স.স)]*

## সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ,এম,এস, কিবরিয়ার মৃত্যু

গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হবিগঞ্জ সদর উপযেলার লস্করপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের, উদ্যোগে বৈদ্যবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ঈদ পুনর্মিলনী শেষে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভা শেষে অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করার মুহূর্তে সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ আবু মুহাম্মাদ শামসুল কিবরিয়া সহ ৫জন নিহত ও আহত হয় দেড় শতাধিক। গুরুতর আহত অবস্থায় শাহ এ,এম,এস,কিবরিয়াকে হবিগঞ্জ থেকে একটি এ্যাম্বুলেন্সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। এই দীর্ঘ সময়ে স্বভাবতই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয় এবং তাঁকে বারডেম-এ নিয়ে আসার আগেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

গত ২৭ জানুয়ারী নিজের নির্বাচনী এলাকা হবিগঞ্জে এক গ্রেনেড হামলায় নিহত জনাব কিবরিয়ার মৃতদেহ গত ২৮ জানুয়ারী দুপুরে বারডেম হাসপাতালের হিমঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তার ধানমণ্ডির বাসভবনে। অতঃপর জানাযা শেষে বিকাল পৌনে ৫-টায় ঢাকায় তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত ২১ আগষ্ট '০৩ ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে যে গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়, গত ২৭ জানুয়ারী '০৫ তারিখে হবিগঞ্জের জনসভায়ও একই ধরনের গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়। এ ঘটনায় উদ্ধারকৃত আর্জেস মডেলের গ্রেনেড তিনটির গায়ে ইংরেজীতে 'এসপি এইচ জিআর/এইচই গ্রেন আর্জেস ৮৪' লেখা ছিল। বিশেষজ্ঞরা জানান আর্জেস হচ্ছে অষ্ট্রিয়ার গ্রেনেড-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম। এর পুরা নাম হচ্ছে, 'আরম্যাচুরেন গ্যাসেলস্ক্যাফট এমবি এইচ'।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দেশে ১৮টি বড় ধরনের বোমা ও গ্রেনেড হামলার ঘটনায় মোট ১৪১ জন নিহত ও ১ হাযার ৮৩ জন আহত হয়েছেন।

গত ২৭ জানুয়ারীর ঘটনা যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। এ দিকে বোমা হামলাকারীদের খুঁজে বের করতে এফবিআই ও ইন্টারপোলেরও সাহায্য চেয়েছে সরকার।

## উত্তরাঞ্চলকে জঙ্গিবাদের ঘাঁটি বানানোর অপচেষ্টা

*'র'-এর নীলনকশায় বলিরপাঁঠা হচ্ছে গ্রাম্য যুবকরাঃ মদদ দিচ্ছে দুর্নীতিবাজ পুলিশ*

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর ব্লুপ্রিন্টের নীলনকশার আওতায় এবার আনা হয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলকে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের অন্যতম পীঠস্থান রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন স্থানে তারা উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদের উর্বরতা প্রদর্শনে উঠেপড়ে লেগেছে। এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ তারই পরিকল্পিত ফসল বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন। একাধিক রাজনৈতিক, গোয়েন্দা ও পুলিশ সূত্রের সাথে আলাপ ও প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমান জোট সরকারকে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং সরকারকে বেকায়দায় ফেলার সুদূরপ্রসারী টার্গেট নিয়ে 'র'-এর এদেশীয় রাজনৈতিক মহলের পরিকল্পনা মোতাবেক সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে। বিশেষ করে, সম্প্রতি তাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলের উপর। এই অঞ্চলে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত মজবুত হবার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতির ধারকরা বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। ফলে প্রচলিত রাজনীতির বাইরে অপরাজনীতির বীজ বপনের জন্য তারা এ অঞ্চলে নতুন পরিকল্পনায় এগুচ্ছে বলে সূত্রে দাবী করা হয়েছে। এ কাজে প্রধানত ব্যবহার করা হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ভেতরের অর্থলোভী ও সরকারবিরোধী অংশটিকে। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে মিডিয়ার একটি অংশকেও। এদের যৌথ তৎপরতায় গ্রাম-পল্লীর নিরীহ, অর্ধ-শিক্ষিত সরল যুবকদের ধরে তাদের শরীরে জঙ্গিবাদের ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদের দ্বারা পূর্বপ্রস্তুতকৃত জবানবন্দি ও স্বীকারোক্তি করিয়ে তাদের বক্তব্যকে চাঞ্চল্যকর হিসাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

**কথিত জঙ্গি তৎপরতাঃ**

উত্তরাঞ্চলে যেসব কথিত জঙ্গি ও উগ্রবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে জমিয়াতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জেহাদ, শাহাদাত আল-হিকমা প্রভৃতি। নেতৃত্বের নাম দেওয়া হয়েছে মাওলানা আব্দুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলাভাই, কাওসার হুসাইন প্রমুখ।

উত্তরাঞ্চলের ভারত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে এসব সংগঠনের তৎপরতা প্রদর্শিত হয়ে আসছে। এ থেকে জনসনে প্রবল সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এগুলোর জন্মস্থান ও উৎসস্থল সম্পর্কে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, মূলত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাই এদের অস্তিত্বদান করে থাকে প্রয়োজনমতো। ব্যক্তিবিশেষকে বাছাই করে রিক্রুট করা হয় নিরীহ কিশোর-যুবক বিশেষ করে, গুরুত্ব দেওয়া হয় মাদরাসাত্যাগী ছাত্রদের। যারা মূল উৎস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। এসব কোমলমতি যুবকদের তথাকথিত

http://islaminonesite.wordpress.com

জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাদের গাইড লাইন মতো লিফলেট-বুকলেট ছাপায়, স্মারকলিপি রচনা করে। নেপথ্যের এই কারিগররাই আবার পুলিশকে তথ্য দিয়ে এদের ধরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এদের গ্রেফতারের খবর বিশেষ সংবাদ মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া, এদের মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়, জবানবন্দির খসড়া তৈরী সবই করা হয় নির্দিষ্ট ছকে ও গাইডে। অন্যদিকে এসব সংগঠনের নামে উড়োচিঠি তৈরী করে ইন্ডিয়ান হাইকমিশন, সংবাদ কর্মী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির কাছে পাঠানো হয়। এর সংবাদ ও চিঠির কপি চিহ্নিত সংবাদপত্রের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এসব কর্মকাণ্ড রীতিমতো বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার ছত্রছায়ায় সুপরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে বলে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে।

**চরিত্রগুলোর পরিচয়ঃ**

সংবাদ মাধ্যমে এবং পুলিশের হাতে এ পর্যন্ত যেসব চরিত্রগুলোর কথা প্রকাশ করা হয়েছে, দেখা গেছে তারা সকলেই কাগজের তৈরী বাঘ বা সিংহ। এদের কোন শক্তিশালী ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই, পারিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন। আল-হিকমার নেতা কাউসার হোসেন এক অর্ধপাগল যুবক। তার কোন উচ্চশিক্ষা নেই। ভালভাবে কথা বলতে, লিখতে ও পড়তে পারে না। কেউ সামান্য হোমিও চিকিৎসক, কেউ সদ্য গড়ে ওঠা কলেজের বা ছোট মাদরাসার একজন অতি সামান্য বেতনভুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারী। নিরীহ ও সরল এসব যুবকদের টার্গেট করা হয় উগ্রবাদী ও জঙ্গি তৎপরতার সাজানো নাটকে অভিনয় করার জন্য।

সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হয়, এসব লোকের কাছ থেকে মারাত্মক, চাঞ্চল্যকর, ভয়ংকর তথ্য পাওয়া গেছে। শক্তিশালী নেটওয়ার্ক আছে ইত্যাদি। কিন্তু এ পর্যন্ত কারো কোন জবানবন্দি বা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এদের অপরিহার্যভাবে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ভ্রমণকারী হিসাবে দেখানো হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসাবেও। অথচ এর কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ প্রকাশ করা হয়নি।

**পুলিশের ভূমিকাঃ**

এক্ষেত্রে পুলিশের একশ্রেণীর কর্মকর্তার ভূমিকা ছিল 'ঝোপ বুঝে কোপ মারার' মতো। পত্রিকার এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হ'লে এদের হয় পোয়াবারো। বিশেষ করে, আওয়ামী মনোভাবাপন্ন কর্মকর্তারা এর দ্বিমুখী সুযোগ নেয়। একদিকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হয় অন্যদিকে এসব লোকদের গ্রেফতার, চালান, রিমাণ্ড, নির্যাতন, জামিন প্রভৃতি নানা খাত উপখাত সৃষ্টি করে অর্থ আদায় করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলে যেমন সর্বহারা-চরমপন্থীদের ব্যবহার করে একশ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তা লাখোপতি-কোটিপতি হয়েছেন, তেমনি এবার উত্তরাঞ্চলে ইসলামী জঙ্গিবাদের ব্যবসা ফেদে কোন কোন পুলিশ কর্মকর্তা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার স্বপ্ন দেখছেন বলে জানা গেছে। প্রধানত পুলিশের এই ভূমিকার কারণে নেপথ্যের কারিগররা সুযোগ পাচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

## বিদেশ

### ১ মাস পর নির্জন দ্বীপ থেকে জীবিত উদ্ধার

গত ২৬ ডিসেম্বরের সুনামির প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া এক ব্যক্তিকে এক মাস পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ভারতের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ থেকে। মাইকেল আদল নামের এই ব্যক্তি জানান, প্রথম দফায় ঢেউ তাদের গ্রামে আছড়ে পড়ার সময়ই তিনি ভেসে যান এবং তারপর এতদিন সমুদ্রের কূল ধরে সাঁতরে এই দ্বীপে কোনভাবে এসে পড়েন। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি নৌকা তাকে দেখতে পায়। তিনি তার পোশাক দিয়ে পতাকা তৈরী করে সজোরে নাড়ছিলেন। দূর থেকে তার পতাকা নাড়ানো নৌকার সেনাদের নযরে আসে। তারা তাকে নির্জন জনমানবহীন এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য, সুনামিতে এ পর্যন্ত ২ লাখ ৮৬ হাযারেরও বেশী লোক প্রাণ হারিয়েছে। তার মধ্যে শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৩২ হাযার ৯শ' ৪৫ জন।

### সিগারেট ছেড়ে দেওয়ায় আমেরিকায় হৃদরোগ ও ক্যান্সারে মৃত্যুর হার কমেছে

হৃদরোগের চেয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েই বেশী লোক মারা যাচ্ছে আমেরিকায়। ২০০২ সালে ৪ লাখ ৭৬ হাযার আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে ক্যান্সারে। অপর দিকে হৃদরোগে মারা গেছে ৪ লাখ ৫০ হাযার আমেরিকান। আমেরিকান পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডঃ ওয়াল্টার টিস্যু জানিয়েছেন, হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নত হওয়ার পাশাপাশি গণসচেতনতাও বেড়েছে। এজন্যই মৃত্যুর হার কমেছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা সামগ্রিক অর্থে কমেছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সিগারেট ছেড়ে দেওয়া। ১৯৬৫ সালের তুলনায় ২০০০ সালে সিগারেট ত্যাগের হার ২০ ভাগ বেড়েছে। ১৯৬৫ সালে ৪২ ভাগ আমেরিকান সিগারেট পান করত, ২০০০ সালে তা ২২ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ক্যান্সারে যত লোক আক্রান্ত হচ্ছে তার এক-তৃতীয়াংশ সিগারেট পান করে। অন্যরা আক্রান্ত হয় অস্বাভাবিক মোটা হওয়ার কারণে ঠিকমতো খাদ্য গ্রহণ না করায় এবং যথারীতি ব্যায়াম না করায়। উল্লেখ্য, হৃদরোগেও এসব কারণই মুখ্য।

### পঞ্চান্ন বছর পর

দীর্ঘ ৫৫ বছর পর চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ আবার শুরু হয়েছে। তাইওয়ানের সিএএল-এর একটি বিমান গত ২৯ জানুয়ারী ১৫ জন ক্রু ও ২৩১ জন যাত্রী নিয়ে তাইপে থেকে চীনের রাজধানী বেইজিং এসে পৌঁছে। অপরদিকে সাংহাই এয়ারলাইন্সের

একটি বিমান একই দিনে তাইপের সিকেএস আন্তার্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। উল্লেখ্য, গৃহযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে তাইওয়ান চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এবং কম্যুনিষ্টদের কাছে পরাজিত হয়ে সাবেক ক্ষমতাসীন কুওমিনতাং তাইওয়ানে পালিয়ে এলে ১৯৪৯ সালে তাইওয়ান মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়।

## এশিয়া দিনে ৭ লাখ ব্যারেল পরিশোধিত তেল যোগান দেবে

এশিয়া বিশ্বের মোট তেল উৎপাদনে এ বছরে প্রতিদিন ৭ লক্ষাধিক ব্যারেল বেশী প্রাথমিক পরিশোধিত তেল যোগান দেবে। চীনের অব্যাহত তেল চাহিদার প্রেক্ষিতে তেল উৎপাদনে ভারতও উল্লেখযোগ্য হারে যোগান দিতে পারবে। বিশ্বের দু'টি সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ প্রায় অর্ধেকের মত বেশী উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'ওপেকে'র বর্তমান উৎপাদন পরিমাণ থেকে প্রতিদিন ৫ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন হ্রাস করার পরিকল্পনা রয়েছে। 'ওপেক'-এর বর্তমানে প্রতিদিন ২ কোটি ৭০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয়। এদিকে চীনসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান তেল চাহিদা সত্ত্বেও উৎপাদন হ্রাসের বিষয়টি দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে। এশিয়ার এই ক্রমবর্ধমান তেল চাহিদার মানে হ'ল উৎপাদন কোনক্রমে হ্রাস করা যৌক্তিক হবে না।

## গোধরায় ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড ছিল দুর্ঘটনাঃ তদন্ত রিপোর্ট

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটের গোধরা রেলষ্টেশনে হিন্দুত্ববাদী ৬০ জন করসেবকদের বহনকারী ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি দুর্ঘটনা মাত্র। ট্রেনের অভ্যন্তর থেকেই ঐ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল, বাইরে থেকে নয়। ভারতের কংগ্রেস সরকারের রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউসি ব্যানার্জির নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত প্যানেল গোধরা অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতঃ গত ১৭ জানুয়ারী সোমবার এ চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করে। গত নির্বাচনে নয়াদিল্লীর মসনদ থেকে বিজেপি সরকার বিতাড়িত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গুজরাটের প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের জন্য এই নিরপেক্ষ প্যানেল গঠন করা হয়।

তদন্ত রিপোর্টে আশংকা প্রকাশ করে বলা হয় যে, সম্ভবতঃ ট্রেনের অভ্যন্তরে করসেবকদের রান্না করার উনোন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হ'তে পারে। অথবা হ'তে পারে এটা অন্যকোন অজানা রহস্য থেকে সৃষ্ট দুর্ঘটনা। তাদের মতে এ দুর্ঘটনা কোনক্রমেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অগ্নিসংযোগের ঘটনা নয়। ট্রেনের বাইরে থেকে কেউ পেট্রোল বোমা অথবা গ্যাসোলিন জাতীয় কোন দাহ্য পদার্থ ঢেলে ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা নিতান্তই বানোয়াট এবং হাস্যকর বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথচ হিন্দু জঙ্গীবাদীরা এই ঘটনার জন্য মুসলমানদেরকে দায়ী করে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিজেপি শাসিত কেন্দ্রের রহস্যময় নীরবতা এবং রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর ধর্মীয় দাঙ্গা। এর আগে হিন্দুত্ববাদী মাতমে ধ্বংস করে দেওয়া বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণে ভারতীয় মুসলমানরা যে দাবী তুলেছিল তা চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার অদম্য আক্রোশ নিয়ে জঙ্গী হিন্দুরা নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ অসংখ্য অসহায় মুসলমানের রক্তে গুজরাটের পথঘাট রঞ্জিত করে দেয়। গুজরাটের কট্টর হিন্দু সরকারের প্রশ্রয় এবং পুলিশের প্রহরায় জঙ্গী হিন্দুদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় সহস্রাধিক মুসলমান।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মানবতাবাদী বিশ্ববাসী এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বহু স্বেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার সংগঠন এবং সংবাদ মাধ্যমগুলির সোচ্চার প্রতিবাদ সত্ত্বেও লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত দাঙ্গা চালিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে বর্বর হত্যাকারীদেরকে আইনী বাধ্যবাধকতা থেকেও অব্যাহতি দিয়ে পুরো ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার অপপ্রয়াস চালানো হয়। অন্যদিকে গোধরায় বানোয়াট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার জন্য দায়ী করে শতাধিক মুসলমানকে গ্রেফতার করে ঢোকানো হয় জেলে, যাদের মধ্যে ৭৫ জন এখনো বিনা দোষে কারাভোগ করে যাচ্ছে।

## দারিদ্র্য বিমোচনে ধনী দেশগুলি প্রতিশ্রুত অর্থ দিচ্ছে না

বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণে জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন। একটি রিপোর্টে দারিদ্র্য দূরীকরণের সুফারিশ করা হয়েছে। রিপোর্টের শিরোনাম হচ্ছে 'উন্নয়নে বিনিয়োগ'। জাতিসংঘের একটি সংস্থা এ রিপোর্ট তৈরী করেছে। এ সংস্থার নাম 'জাতিসংঘ সহস্রাব্দ প্রকল্প' বা 'ইউএন মিলেনিয়াম প্রজেক্ট'। গত ১৭ জানুয়ারী সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের কাছে এ রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ এ রিপোর্টের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

'মিলেনিয়াম প্রজেক্ট' নামে খ্যাত এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও ব্যাধি নির্মূলে বিশ্বের ২৬৫ জন নেতৃস্থানীয় উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন। তারা প্রকল্পের সফলতার জন্য বেশ কিছু সুফারিশ প্রণয়ন করেছেন। ম্যালকম ব্রাউন আরো বলেন, আশা করি এ প্রজেক্টের রিপোর্ট ২০০৫

Contents





সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও নিরাপত্তার মধ্যে 'মহা দর কষাকষিতে' আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সহায়তা করবে। তিনি আরো বলেন, আমরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি দেশের কাছ থেকে এ মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার চাই যে, উন্নত দেশগুলির সহায়তা ও ঋণ মওকুফ এবং প্রতিশ্রুত ব্যবসা উন্নয়নশীল দেশগুলির দারিদ্র্য বিমোচনের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে সফল করবে এবং পলিসি সংস্কারের দাবি পূরণ করবে। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে ধনী দেশগুলি প্রতিশ্রুত অর্থ দিচ্ছে না।

## নেপালে দেওবা সরকার বরখাস্ত

নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র সেদেশের সরকারকে বরখাস্ত করে সারাদেশে যরূরী অবস্থা জারি করেছেন। বিশ্বের সাথে নেপালের টেলিফোন ও ইন্টারনেট লাইন ছিন্ন করা হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবা সহ সে দেশের বহু রাজনৈতিক নেতাকে গৃহবন্দী করা হয়েছে। রাজা জ্ঞানেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবা ও তার জোট সরকারকে বরখাস্ত করে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। গত ১ ফেব্রুয়ারী এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি এ ঘোষণা দেন। পরদিন ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি ১০ সদসস্যের নয়া মন্ত্রী সভা গঠন করেন। নব গঠিত এ মন্ত্রীসভায় কাউকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়নি। রাজা নিজেই মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দিবেন। রাজা বলেন, দেওবা সরকার এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের জান-মাল রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় আমি সরকারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি ৩ বছরের জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ঘোষণায় আরো বলা হয়, রাজা শিগগির তার নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করবেন। সরকার বরখাস্তের পরপরই রাজধানী কাঠমাণ্ডুর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ডাকঘর, টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র, সরকারী ব্যাংক ও ভবনসমূহে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নেপালের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, রাজা জ্ঞানেন্দ্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। গত ২ বছর যাবত রাজা এই অভ্যুত্থান ঘটানোর লক্ষ্যে সচেষ্ট ছিলেন। রাজা জ্ঞানেন্দ্র তার ক্ষমতা গ্রহণকে অভ্যুত্থান বলতে নারাজ। কিন্তু সৈন্যরা প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবা ও অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দের বাসভবন ঘিরে রেখেছে।

নারায়নহিতি রাজপ্রাসাদ থেকে প্রদত্ত এক ইশতেহারে বলা হয়, রাজা জ্ঞানেন্দ্র সংবাদপত্রে বক্তৃতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকার, ব্যক্তি অধিকার, সংবাদের উপর সেন্সরশীপ আরোপের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং নির্যাতনমূলক আটকাদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার অধিকার স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেওবা তার বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা রাজার এসব পদক্ষেপের বিরোধিতা করব। রাজার এসব পদক্ষেপ সংবিধানের সরাসরি লংঘন এবং সেগুলি গণতন্ত্রেরও পরিপন্থী।

দেশের বৃহত্তম দল 'নেপালী কংগ্রেস' বলেছে, রাজা দেশকে আরো জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। রাজা জ্ঞানেন্দ্র তার ঘোষণায় আরো বলেন, নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে দেশকে আরো আধুনিক করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন সময়ে দেশের জনগণ এবং দেশের রাজা এক সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসই তার সাক্ষী। তিনি বলেন, দেশে হানাহানি, খুনোখুনি চলতে থাকলেও রাজনীতিকরা সে ব্যাপারে উদাসীন থেকেছেন এবং দেশের জনগণ সে উদাসীনতা লক্ষ্য করেছেন।

*[নেপালের মাওবাদী বিদ্রোহের সমস্যা সেখানকার ভিতরের নয়, বরং বাহির থেকে চালান করা, বহু দলীয় গণতন্ত্রের সুবাদে তাদের যাবতীয় সন্ত্রাস ও রক্তপাত সিদ্ধ করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক সরকারের দুর্বল শাসনের ছত্রছায়ায় এরা মাথায় চড়ে বসেছিল। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসাবে রাজার এই দৃঢ় পদক্ষেপ অবশ্যই সময়োপযোগী হয়েছে। তথাকথিত গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালারা এতে নাখোশ হ'লেও সাধারণ জনগণ এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। বাংলাদেশ সরকারও এ থেকে শিক্ষা নিতে পারেন (স.স)]*

## বয়স্ক ধূমপায়ীদের প্রতি পরামর্শ

জীবনে একবারের জন্যও যারা সিগারেট পান করেছেন, তাদের 'আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্রীনিং টেস্ট' করার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা একটি চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। বিশেষ করে, যাদের বয়স ৬৫ থেকে ৭৫ বছরের মধ্যে তাদের অবশ্যই এই টেস্ট করতে হবে। ধূমপানজনিত কারণে যদি কোন রোগের সঞ্চার ঘটে থাকে, তাহ'লে তা শনাক্ত করা যাবে এই টেস্টের মাধ্যমে। আর সেটি শনাক্ত হ'লে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে বলেও 'ইউনাইটেড স্টেট প্রিভেনটিভ সার্ভিস টাস্কফোর্স' উল্লেখ করেছে।

ফেডারেল প্রশাসনের চিকিৎসা বিভাগকেও জানানো হয়েছে এই আহ্বান। এই টেস্টের জন্য মাথাপিছু ৩৫০ থেকে ৪০০ ডলার ব্যয় হয়। টেস্টে যদি কিছু ধরা পড়ে, তবে তার অস্ত্রোপচারে ব্যয় হবে আরো ১৫ থেকে ২০ হাযার ডলার। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই অস্ত্রোপচারের ফলে ঐ ধরনের রোগে মৃত্যুর আশংকা ৭৫% হ্রাস পায়।

এদিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকানদের মৃত্যুর হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়লেও পুরুষের তুলনায় মহিলারা চিকিৎসার সুবিধা কম পাচ্ছে বলে ২ ফেব্রুয়ারীতে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। গবেষণায় আরো উদঘাটিত হয়েছে, মহিলারাই অধিক হারে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু সে তুলানায় তাদের চিকিৎসায় মনোযোগ বাড়েনি।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents





# মুসলিম জাহান

## মার্কিন ব্যাংকে ইরাকের ৫শ' কোটি ডলার

ইরাকের ৫শ' কোটি ডলার মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে। ইরাকের নিজস্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকা সত্ত্বেও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দেশটির এ বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা রাখার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। দখলদার মার্কিনীরা তেলসমৃদ্ধ ইরাকের কষ্টার্জিত অর্থ লুটে নিচ্ছে। এলক্ষ্যে গত নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। এ আইনে নিউইয়র্কে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ইরাকীদের অর্থ জমাদানের অধিকার দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমে ৫শ' কোটি মার্কিন ডলার জমা রাখা হয়েছে। এক বছরে এ অর্থের সূদ দাঁড়াবে ১০ কোটি ডলার।

## ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক হবেন না

*-হজ্জের খুৎবায় সঊদী গ্র্যাণ্ড মুফতী*

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ত্রিশ লাখ মুসলমান হজ্জব্রত পালনের জন্য গত ১৯ জানুয়ারী পবিত্র মক্কা নগরীর নিকটবর্তী আরাফাতের ময়দানে সমবেত হন। সঊদী আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয আল-শায়েখ আরাফাত পর্বতের সমতলে সমুদ্র পৃষ্ঠ হ'তে ২৫০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এবং এর চতুষ্পার্শ্ব সুউচ্চ পর্বতমালার বেষ্টিত মসজিদ-ই-নামেরা থেকে হাজীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুৎবায় বলেন, হে মুসলিম উম্মাহ, ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে আজ অভিযান শুরু হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিক অভিযান চলছে। চিন্তা-চেতনাকে ইসলাম বিরোধী করে তোলার লক্ষ্যে তারা মিডিয়ার সাহায্যেও অভিযান চালাচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সকলে একজোট হয়েছে। আর মুসলিম উম্মাহকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে ভেতরে-বাইরে ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। এজন্য সম্মেলন করা হচ্ছে এবং চক্রান্তের জাল বোনা হচ্ছে। এসবই করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে ও অযৌক্তিক পন্থায়। ইসলাম বিরোধীরা মুসলিম উম্মাহকে সন্ত্রাসী জাতি আখ্যা দিচ্ছে। তারা বলছে, মুসলমানদের সবাই সন্ত্রাসী ও পশ্চাদপদ। গ্র্যাণ্ড মুফতী মুসলমানদের আল্লাহ্র নির্দেশাবলী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পন্থায় মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য মুসলমানদের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, এই সভ্যতার দুর্বল কাঠামো ও খারাপ ভিত্তি বিশ্ববাসীর সামনে ধরা পড়েছে। তিনি ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক না হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ইসলামের শত্রুদের দ্বারা ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজ মুসলিম জাতিকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কেননা এ জাতির সন্তানরা আজ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। তাদের এই ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে থাকার জন্যও তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

## ইরাকে ভোটঃ অধিকাংশ প্রার্থীই অচেনা

ইরাকের নির্বাচনে গত ৩০ জানুয়ারী ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ব্যাপক সহিংসতা এবং প্রাণহানির কারণে এই নির্বাচন ইরাকের জনগণের কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে তাই নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। নির্বাচনে মোট ৮ হাযার প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করা হ'লেও দুই-একজন ছাড়া আর কোন প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়নি। শুধু তাঁবেদার সরকারের দু'একজন প্রার্থী ছাড়া প্রহসনের এই নির্বাচনে আর কারা দাঁড়িয়েছেন সে কথা কেউই জানেনা। একথাও কেউ জানেনা যে, কে কোন দলের প্রার্থী অথবা কোন কোন দল নীলনক্সার এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে।

সুন্নীরা ইতিমধ্যেই তথাকথিত এই নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছে এবং মুক্তিকামী মুজাহিদরা একে প্রতিহত করার জন্য গোটা ইরাকে তাদের আক্রমণ জোরদার করে। প্রার্থীদের নাম, ঠিকানা ও পরিচয় কোন কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। তাঁবেদার সরকারের সদস্য দু'একজনের নাম ব্যালটে আছে বলে ঘোষণা করা হয়। এদিকে নির্বাচন প্রতিরোধের জন্য মুজাহিদরা আত্মঘাতি বোমা হামলা এবং সশস্ত্র আক্রমণের পাশাপাশি ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। সাইবার স্পেসকে ব্যবহার করে তারা নির্বাচনের দিন মানুষকে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায়।

মুজাহিদদের হামলা এবং সুন্নীদের বর্জনের মধ্য দিয়ে ইরাকে দখলদার সৈন্যদের ট্যাংকের নীচে ২৭৫ আসনের অন্তবর্তীকালীন তাঁবেদার পার্লামেন্ট (জাতীয় পরিষদ) নির্বাচন অনুষ্ঠান কার্যত ভেস্তে যায়।

গত ৩০ জানুয়ারী স্থানীয় সময় সাড়ে ৭-টায় কার্ফ্যুর মধ্যে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। তবে উত্তরে কুর্দি ও দক্ষিণে শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল ছাড়া ইরাকের সুন্নীপ্রধান শহর ও জনপদ ছিল নীরব। প্রহসনের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল দখলদার ও তাদের পুতুল ইরাকী সরকারের কাংখিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ঢেড় কম। তারপরও তারা দাবী করে যে, নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৭২ শতাংশ।

উল্লেখ্য যে, ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেও ভোটারদের জানা ছিল না প্রার্থীকে। তারা কাকে ভোট দেবেন। প্রার্থীরাও প্রচার করেননি যে, তারা নির্বাচনে প্রার্থী। অথচ দখলদাররা প্রচার করে যে, এটা হচ্ছে ইরাকে বিগত ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম বহুদলীয় 'ঐতিহাসিক' নির্বাচন। এতে কোন ইরাকী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করেননি। কাউকে ডলার দিয়ে কিংবা কাউকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে এসে দেখানো হয় যে, ইরাকীরা নির্বাচনে ভোট দিয়েছে, গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। কিন্তু দিনের শুরুতেই রাজধানী বাগদাদসহ দেশের সবখানে আত্মঘাতি হামলা শুরু ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়।

সরকারী কর্মকর্তারা জানান, এ নির্বাচনে শিয়াদের ইউনাইটেড ইরাকী এলায়েন্স পার্টি পেয়ে ৪৮ শতাংশ অর্থাৎ ৪০,৭৫,২৯৫ ভোট, কুর্দী জোট পেয়েছে ২৬ শতাংশ অর্থাৎ ২১,৭৫,৫৫১ ভোট। মোট ৬০ শতাংশ ভোটার ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে আসে। ২৭৫ আসনের পার্লামেন্টে শিয়ারা পায় ১৪০ আসন, কুর্দীরা ৭৫ এবং ইয়াদ আলাবির জোট পায় ৪০ আসন। পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্য হ'তে ১ জনকে প্রেসিডেন্ট, ২ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট বাছাই করার পর এক জনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। এরপর খসড়া সংবিধান রচনা করা হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক সংবিধান অনুমোদিত হবার পর এ বছরের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

# বিজ্ঞান ও বিস্ময়

## পৃথিবীর ভর বৃদ্ধি পায়

এক হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি কিলোগ্রাম পদার্থ মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে পড়ে। তার মানে প্রতিদিন পৃথিবীর ওযন বাড়ছে ১০ কোটি কেজি করে। এই সংখ্যাটা আমাদের সাধারণ ধারণায় অনেক বেশী বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে, পৃথিবীর ওযন ১০ হাযার কোটি-কোটি-কোটি কিলোগ্রাম তাহ'লে বুঝব সেই তুলনায় উল্কাপাতের কারণে পৃথিবীর ওযন বৃদ্ধি একেবারেই নগণ্য। বলা যায় পৃথিবীর ওযন প্রতিদিন বাড়ছে বটে, কিন্তু তার পরিমাণ পৃথিবীর ওযনের ১ শতাংশের শত শত কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ভর বৃদ্ধি হিসাবে না ধরলে কিছু যায় আসে না।

রাতে আকাশে তাকালে প্রায়ই উল্কাপাত দেখা যাবে। মহাশূন্যে অনেক বস্তুখণ্ড ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই কিছু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় পড়লে উল্কা হিসাবে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এদের বেশীর ভাগই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু উল্কাপিণ্ড মাটিতে এসে পড়ে। এর ফলে পৃথিবীর ভর বৃদ্ধি পায়।

*[সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এই অপার সৃষ্টি মহিমা দেখেও কি নাস্তিকদের হৃদয়ে বিশ্বাস ফিরে আসে না? এই বিশাল ওযনের পৃথিবীটা কিভাবে মহাশূন্যে ঝুলে আছে? কে একে ধরে রেখেছে? কে আমাদেরকে দৈনিক দশ কোটি কেজি উল্কার হামলা থেকে রক্ষা করছে, একবারও কি ভেবে দেখেছি আমরা? হে মানুষ! আল্লাহকে স্মরণ কর ও তারই ইবাদতে রত হও (স.স)]*

## ক্ষুদ্রতম সৌরগ্রহ আবিষ্কৃত

মার্কিন বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের কাছে এযাবৎ কালের মধ্যে পরিলক্ষিত সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। সদ্য আবিষ্কৃত গ্রহটি সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ প্লুটো'র এক-পঞ্চমাংশের সমান ও পৃথিবী থেকে এটি দেড় হাযার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালিফোর্নিয়া প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট-এর বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করে বলেছেন, 'ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রহটি 'নিউট্রোন তারকা' বলে পরিচিত পুলমার-এর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে। বিজ্ঞানীরা এর আগে পুলমার পরিবারের আরো ৩টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। তবে সদ্য আবিষ্কৃত গ্রহটি পুলমার পরিবারের কনিষ্ঠতম এবং এর একেবারে শেষ সীমায়ও সৌরজগতের নিকটতম স্থানে অবস্থিত। তারা বলেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের থেকে এর দূরত্ব খুব বেশী নয়।

## ক্যান্সার থেকে বাঁচতে রোজ একটি গাজর

প্রত্যেক দিন একটি করে গাজর খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটা কমে আসে। গত ৯ ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞানীরা একথা জানান। গবেষকরা দেখেছেন উদ্ভিদের মূল থেকে পাওয়া সবজিতে ফ্যালকারিনোল নামক একটি উপাদানের উপস্থিতির কারণে ক্যান্সার হবার ঝুঁকি এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। তবে এই উপাদানটি কিভাবে কাজ করে তা জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এটি হয়তো শরীরের ক্যান্সার প্রতিরোধী শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ কিরসটান ব্র্যাণ্ড বলেন, আমরা এখন জানার চেষ্টা করছি কি পরিমাণ ফ্যালকারিনোল ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ভূমিকা পালন করে এবং কোন বিশেষ ধরনের গাঁজর এক্ষেত্রে অন্যান্যগুলির চেয়ে অধিক উপযোগী কি-না। এই গবেষক দলের প্রধান ড. ব্র্যাণ্ড আরো বলেন, আমরা বর্তমানে অন্যান্য সবজির উপর গবেষণা চালাচ্ছি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে যে, আমরা মানুষকে প্রতিদিন ফলের পাঁচ ভাগ ও সবজি খাবার উপদেশ না দিয়ে কোন নির্দিষ্ট ধরনের ফল ও সবজি খাবার পরামর্শ দেব এবং অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে।

## বার্ডফ্লুর ওষুধ আবিষ্কার

চীনের বিজ্ঞানীরা হাঁস-মুরগী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর বার্ডফ্লুর প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। বেইজিং এর দি চায়না ডেইলি সংবাদপত্র গত ৭ ফেব্রুয়ারী জানায় এই ওষুধ এই ভয়ঙ্কর বার্ডফ্লু ভাইরাস প্রতিরোধ করবে এবং রোগটির ছড়ানো রোধ করবে।

গত বছর এশিয়ায় বার্ডফ্লুতে ৪৫ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গত জানুয়ারী মাসে ভিয়েতনামে এই রোগে ১৫ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়া বাও চীনে এই রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তার জন্য সম্ভব সব ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

## দাঁত ব্রাশ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

দাঁত ব্রাশ স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক দেখেছেন, যাদের দাঁতের মাড়িতে কোন ধরনের সংক্রমণ রয়েছে, তাদের রক্তনালী সরু হয়ে যায়। ফলে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের আশংকা বেড়ে যায়। কলম্বিয়ার গবেষক দলটি ৬৫৭ জনের উপর এই গবেষণা চালায়। এদের কারোই স্ট্রোক বা হার্ট এ্যাটাকের ইতিহাস নেই। গবেষকরা তাদের করোটিড ধমনীর উপরও পরীক্ষা চালায়। এই ধমনী দিয়েই হৃদপিণ্ড থেকে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং রক্তের নালী সরু হয়েছে কিনা তাও বোঝা যায়, এই ধমনীর পরীক্ষার মধ্য দিয়েই। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের মুখে ইনফেকশন রয়েছে তাদেরই করোটিড ধমনীর পুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষক দলটি আরো দেখেছেন, মাড়ির ইনফেকশনের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াটির জন্যই রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবাহিত হয় এবং এর প্রভাবেই ধমনীর রক্ত জমাট বেঁধে যায়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার মেইলম্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডঃ মস ডেসভেরিয়াক্স বলেন, এটিই হচ্ছে মাড়ির ইনফেকশনের সাথে হৃদরোগের সম্পর্কের সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি এই গবেষক দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যেহেতু মাড়ির ইনফেকশন সারিয়ে তোলা সম্ভব। কাজেই হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে মুখের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

http://islaminonesite.wordpress.com

# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### তাবলীগী সভা

**দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ** অদ্য বাদ আছর যেলার দৌলতপুর থানাধীন বৃহত্তর কিশোরী নগর এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে এবং যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মজীদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহসিন আলীর সার্বিক পরিচালনায় এক বিরাট তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (গাযীপুর), হাফেয মাওলানা আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা মানছূরুর রহমান (মেহেরপুর) প্রমুখ।

**ধর্মদহ, কুষ্টিয়া ৭ জানুয়ারী শুক্রবারঃ** অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ধর্মদহ এলাকার যৌথ উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মদহ এলাকা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব গরীবুল্লাহ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জনাব মজীদুল ইসলাম, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জনাব আখতারুযযামন, অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), হাফেয মাওলানা আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা মনছূরুর রহমান (মেহেরপুর) প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া।

**চট্টগ্রাম ১০ জানুয়ারী সোমবারঃ** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার হালিশহর থানাধীন বড়পোল মইন্যাপাড়া এলাকার জনাব আলী আছগর ছাহেবের বাড়ীতে 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম-এর সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের অধ্যাপক ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব জসিমুদ্দীন ফারাজী, দফতর সম্পাদক হারূনুর রশীদ, জনাব নূরুয্যামান, মুহাম্মাদ নাসিম, জনাব আহসান হাবীব, মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, মুহাম্মাদ তোফাযযল ইসলাম, গাযী আব্দুল বারী, জনাব রিয়াযুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি স্বীয় ভাষণে দেশের অসংখ্য ইসলামী দলের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ পূর্বক সকলকে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে তিনি জনাব আলী আছগরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আবু সুফয়ানকে সহ-সভাপতি করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নতুন কমিটি গঠন করেন এবং শপথ বাক্য পাঠ করান।

**চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারী সোমবারঃ** অদ্য যেলার কালীনগর বাবলাবনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে উক্ত মসজিদ কমিটি এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র স্থানীয় শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ওলামা কমিটির উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মাওলানা আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ (কুষ্টিয়া) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বীয় ভাষণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দুর্জয় কাফেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পতাকামূলে জমায়েত হয়ে দুর্বার গতিতে কাজ করার আহ্বান জানান।

**রাজবাড়ী, ৯ ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ** অদ্য যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মপরিষদ সমন্বিত এক বিশেষ তাবলীগী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হুসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। এ সময় কেন্দ্রীয় মেহমানগণ যেলার সাংগঠনিক কাজের তদারকি করেন এবং তাবলীগী ইজতেমার প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন ও পরামর্শ দেন।

### সাতক্ষীরায় ইসলামী সেমিনার

গত ২৬শে জানুয়ারী বুধবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঘোনা শাখার উদ্যোগে মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে মতিউর রহমান সালাফী ছাহেবের সভাপতিত্বে এক ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা এবং যশোর সরকারী এম,এম, কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর নজরুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ।

এছাড়াও বিষয় ভিত্তিক আলোচনা রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর (বগুড়া)-এর শিক্ষক হাফেয মাওলানা আখতার মাদানী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘোনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাওলানা মোশাররফ হোসায়েন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও মাওলানা মহীদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন এবং সমস্ত মাযহাবী ও তরীকাগত বেড়াজাল ছিন্ন করে সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনে শরীক হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

## ঈদ পুনর্মিলনীঃ

**বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৭ শে জানুয়ারীঃ** অদ্য বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টা থেকে রাত্রি ১০-টা পর্যন্ত সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ঈদুল আযহা পরবর্তী ঈদ পুনর্মিলনী ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। বাদ মাগরিব আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর শেষ দিকে বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সমাজ সংস্কারের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ইলমে সমৃদ্ধ ও তাক্বওয়াশীল একদল নেতাকর্মী প্রয়োজন। যারা জীবনের প্রতি পদে পদে সংস্কারের মুকাবিলায় নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করবে। সেই লক্ষ্যে যিন্দাদিল মর্মে মুজাহিদ কর্মী হয়ে গড়ে ওঠার জন্য তিনি সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যেলা উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান, উপদেষ্টা প্রফেসর নজরুল ইসলাম ও অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

## কেন্দ্রীয় তাবলীগী টিমের দক্ষিণ বঙ্গ সফর সম্পন্ন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তাবলীগী টিম গত ১-৪ জানুয়ারী দক্ষিণ বঙ্গের বরিশাল, ঝালকাঠি ও ফরিদপুর যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর নেতৃত্বে তাবলীগী টিমের অন্য সদস্যগণ হচ্ছেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ, বর্তমানে আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর, বগুড়া-র শিক্ষক জনাব হাফেয মাওলানা আখতার ও জনাব শফীকুল ইসলাম, আল হেরা শিল্পী গোষ্ঠী।

৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ঢাকা সদরঘাট থেকে রওয়ানা হয়ে হাতিয়াগামী লঞ্চ যোগে রাত ১-টায় তারা বরিশাল যেলার মেহেন্দিগঞ্জে পৌঁছেন। পরদিন বাদ ফজর স্থানীয় উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দরস ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। সকাল ১০-টায় অত্র এলাকার কর্মী মাওলানা আব্দুল খালেক ও মুহাম্মাদ বশীরুল ইসলামের সহযোগিতায় তারা গাজী মুহাম্মাদ তারেক, মাওলানা তাইয়েব হোসাইন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎপূর্বক কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের নিকট 'আন্দোলন'-এর দাওয়াত পৌঁছে দেন।

বাদ যোহর এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময়ে জনাব মাওলানা আব্দুল খালেককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বশীরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট এলাকা 'আন্দোলন'-এর কমিটি এবং মুহাম্মাদ মারূফকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ আব্দুল জলীলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট এলাকা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর একইদিন বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায়ও তারা যোগদান করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

দ্বিতীয় দিন ২রা জানুয়ারী বাদ ফজর তাবলীগী টিম মেহেন্দিগঞ্জ থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে স্থানীয় আস-সালাফিয়া মসজিদে বাদ যোহর কর্মী সমাবেশ ও বাদ মাগরিব কোতওয়ালী থানাধীন হোগলা

চৌধুরী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তাবলীগী সভার সময় পূর্বনির্ধারিত থাকলেও পীর ও মাযহাবপন্থী স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচারণায় প্রশাসন কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির ফলে তা পণ্ড হয়ে যায়। এ সময়ে স্থানীয় মাযহাবপন্থী ২৫/৩০ জন আলেম বটতলা বাজার সংলগ্ন জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর বাসভবনে অবস্থান নিয়ে তাবলীগী টিমের সাথে ছালাতের বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে বাহাছের প্রস্তাব পাঠায়। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন স্থানীয় ধর্মাদী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল হক, বাজার রোড খাজা মুঈনুদ্দীন মাদরাসার মুহাদ্দিছ ছাব্বির আহমাদ, মাহমূদিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মাহবূবুর রহমান প্রমুখ। বাহাছের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাবলীগী টিম উক্ত বাড়ীতে পৌছলে দুপুর ২ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব হাফেয আখতার ছালাতে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে ছালাতের শেষ পর্যন্ত ছহীহ হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক প্রচলিত আমলগুলি পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেন। এ সময়ে তিনি ছালাতের শুরুতে যে আরবী নিয়ত পাঠ করা হয় তার দলীল জানতে চান। তিনি বলেন, ছালাতে পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করার নির্দেশ থাকলেও কিছু মানুষ এদিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করে কাতারে দু'জনের মাঝে বিস্তর ফাকা রেখে দাঁড়ান, যা হাদীছ বিরোধী। এ সময়ে তিনি হাদীছের কিতাব থেকে দলীল উপস্থাপন করেন।

বাহাছের এক পর্যায়ে কয়েকজন আলেম ক্ষিপ্ত হ'লেও দলীল উপস্থাপন করলে তারা চুপ হয়ে যান। অপরদিকে ছালাতে অতিরিক্ত সংযোজন যেমন জায়নামাজে দাঁড়িয়ে দো'আ, নিয়ত ইত্যাদিরও কোন দলীল তারা পেশ করতে ব্যর্থ হন। অতঃপর বাহাছের শেষ পর্যায়ে তাদের একজন আলেম 'আহলেহাদীছের আমলও ঠিক এবং আমাদেরটাও ঠিক বললে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ তার প্রতিবাদ করেন এবং সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠক শেষ করেন।

অতঃপর তাবলীগী টিম বাদ মাগরিব নতুন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে স্থানীয় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে আয়োজিত তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে জনাব মুহাম্মাদ শামসুল হুদাকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান বাচ্চুকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বরিশাল যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করেন।

**৩রা জানুয়ারীঃ** অদ্য বাদ ফজর মসজিদ আস-সালাফীতে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় দরসে কুরআন পেশ করেন হাফেয আখতার আল-মাদানী এবং দরসে হাদীছ পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান জনাব শফীকুল ইসলাম।

**ঝালকাঠি ৩রা জানুয়ারীঃ** অদ্য বাদ যোহর ঝালকাঠি যেলার ভাণ্ডারিয়া থানাধীন পালুয়া বাজার হাইস্কুল মিলনায়তনে স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারী সমন্বয়ে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্কুলের বি,এস-সি শিক্ষক জনাব আবুল হাশেম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ প্রানবন্ত আলোচনা রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঝালকাঠি যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ বজলুর রহমান প্রমুখ। সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানগণের নিকট সমবেত শিক্ষক ও কর্মচারীগণ ছালাত ও ছিয়াম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করলে তারা এর দলীল ভিত্তি জবাব প্রদান করেন।

অতঃপর তারা বাদ যোহর আওরা চালিয়ায় মাওলানা বজলুর রহমানের বাসভবনে আয়োজিত তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। উল্লেখ্য, এলাকার পীর পন্থীদের বাধার মুখে স্থানীয় স্কুল ময়দানে সম্ভব না হওয়ায় উক্ত বাড়ীতে জনাব রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

**আটরশি, ফরীদপুর ৪ঠা জানুয়ারীঃ** অদ্য বাদ মাগরিব বিশ্ব জাকের মঞ্জিল সাড়ে সাতরশি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মেহমানগণের উপস্থিতিতে উক্ত তাবলীগী সভায় ৩১ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা আহলেহাদীছ হন। তারা সাত রশি, সাড়ে সাত রশি, বাইশ রশি, বাবুর চর ও নূরুল্লাগঞ্জ-এর অধিবাসী। নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের ভাষ্যমতে এলাকায় আরও অনেকে শিরক-বিদ'আত মুক্ত জীবন-যাপনে আগ্রহী।

উল্লেখ্য, দেশের সবচেয়ে বড় শিরকী আড্ডাখানা বলে পরিচিত বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের ৪৫ জন ভাই প্রায় বৎসরাধিককাল পূর্বে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে' যোগদান করেন এবং গত বৎসর ইজতেমায় ব্যানার সহ গাড়ী রিজার্ভ করে আসেন।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ উপস্থিত নেতা ও কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে জনাব মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আখতার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট আন্দোলনের বিশ্ব জাকের মঞ্জিল শাখা গঠন ও সৈয়দ মনওয়ার হোসাইনকে প্রধান উপদেষ্টা করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। অপরদিকে মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রেযাউল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিশ্ব কাজের মঞ্জিল শাখা গঠন করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলের শপথ বাক্য পাঠ করান।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক ... বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## যুবসংঘ

### প্রশিক্ষণ

**সিলেট ৭ জানুয়ারী শুক্রবারঃ** অদ্য সকাল ১১-টায় নগরীর বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক বিশাল কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আব্দুল কবীর-এর সভাপতিত্বে ও জনাব ইসমাঈল হোসাইন শামীম-এর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ হারূন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, তায়েফ ইসলামিক সেন্টারের মুবাল্লিগ জনাব মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান প্রমুখ।

বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে একটি নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ গঠনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ভূমিকা তুলে ধরেন এবং সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এ আন্দোলনকে আরো বেশী জোরদার ও গতিশীল করার আহ্বান জানান।

**কুমিল্লা ১৭ জানুয়ারী সোমবারঃ** অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বুড়িচং এলাকার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বুড়িচং এলাকা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আহমাদ-এর পরিচালনায় এবং আরাগ-আনন্দপুর শাখার সাবেক সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করেন ধামতী আলীয়া মাদরাসার কামিল ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ খাঁন ও জগতপুর এ,ডি,এইচ সিনিয়ার মাদরাসার ফাযিল ২য় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ যাকিরুল্লাহ।

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম-এর শুভ উদ্বোধন করেন '...হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলা সহ-সভ... ...নিয়ার মুহাম্মাদ রুহুমত আলী। বিশেষ অতিথি হি... ...ত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুল হক, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসলামুদ্দীন, সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম সরকার, দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মাদ জাফর ইকরাম, বুড়িচং এলাকার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন জগতপুর মাদরাসা শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল মামুন।

## মহিলা সংস্থা

### মহিলা সমাবেশ

**সাতক্ষীরা, ৩০ জানুয়ারী রবিবারঃ** অদ্য বেলা ২ ঘটিকায় যেলার সোনাবাড়িয়া এলাকার অন্তর্গত রাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে স্থানীয় উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর রাজপুর শাখার সভাপতি জনাব আব্দুল লতীফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর শিক্ষক ও দারুল ইফ্তা-র সম্মানিত সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ বদীউযযামান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর, বগুড়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আখতার আল-মাদানী এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম প্রমুখ। স্থানীয় সুধীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার। সমাবেশে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ পর্দার অন্তরাল থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন। সমাজে নারী জাতির ভূমিকা, পর্দা নারী নিরাপত্তা ও মুক্তির অন্যতম সোপান, জাহান্নামে অধিকাংশ নারীদের স্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। অতঃপর আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার কাজ আরো গতিশীল করার আহ্বানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কোরআন মঞ্জিল ল...

...হয়া

এখানে স্কুল, কলেজ ও রেফারেন্স ইসলামী সাহিত্য বই এবং আরবী বাংলা উচ্চারণ অর্থ ও শানে নুযুল সহ-কোরআন শরীফ পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায়।

এফ-৪৯, কে. এন. আই রোড, কাসিনা বিল্ডিং, সমবায় মার্কেটের বিপরীতে, রাজশাহী।

## জনমত কলাম

# স্বাধীনতার তাৎপর্য

*মুহাম্মাদ বযলুর রশীদ*

স্বাধীনতা শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল, স্ব অধীনতা। অর্থাৎ অন্য কারো নয়, শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছাধীন বা নিজের ইচ্ছামত চলা। প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবই স্বাধীনভাবে বা নিজের ইচ্ছামত চলতে চায়। কিন্তু কেউ কি পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে? মানুষের কথাই ধরা যাক। মানুষের মধ্যে রয়েছে অনেক প্রবৃত্তি, অনেক অনুভূতি। মানুষের শরীরে ও মনে রয়েছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভোজলিপ্সা, ক্লান্তিতে বিশ্রাম করার ইচ্ছা, সম্পূর্ণ ক্লান্তিতে নিদ্রার ইচ্ছা। তেমনি আঘাত পেলে মানুষ ব্যথা পায়, সুখে মানুষ আনন্দিত হয়, দুঃখে হয় ব্যথিত, চোখ হয়ে উঠে সজল। মানুষ হিসাবে আমরা একবার ভেবে দেখি, আমরা কি ইচ্ছা করলেই এসব প্রবৃত্তি ও অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে পুরোপুরি স্বাধীন হ'তে পারি? আমরা কি পারি তৃষ্ণা না মিটিয়ে থাকতে? ক্ষুধার্ত থাকতে? পরিশ্রমে ক্লান্তিহীন থাকতে এবং দিবসের পর দিবস নিদ্রাহীন থাকতে? প্রবৃত্তি, আনন্দ ও দুঃখের অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করার পরও মানুষের এসব চাহিদা যেমন থাকে, তেমন মানুষ চরম ও পরম সাফল্যে হয় আনন্দিত, উৎফুল্ল। বিপরীতে চরম বিপদে ও দুঃখে হয় ব্যথিত, নয়নে আসে অশ্রু। কাজেই আমরা দেখছি যে মানুষ ইচ্ছা করলেই মহান স্রষ্টার দেওয়া প্রবৃত্তি ও অনুভূতিগুলি থেকে পুরোপুরি স্বাধীন হ'তে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন এবং পাঠানোর সময় বলে দিয়েছিলেন 'যখন আমার পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকট সৎ পথের কোন নিদর্শন আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা অস্বীকার (কুফরী) করবে ও আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করবে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে' *(বাক্বারাহ ৩৮ ও ৩৯)*। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছেন শুধুমাত্র তা পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের নিকট পরিষ্কার হবে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব সৃষ্টির পর থেকে একই রকম জীবন ধারা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু মানুষ তার আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের এবং অন্যান্য সৃষ্টিকূলের জীবন ধারাকে করেছে পরিবর্তিত, উন্নত থেকে উন্নততর, কষ্টকর থেকে সুখকর ও আরামপ্রদ। একদা ভূমিতে শয্যাশায়ী মানুষ আজ হাযার ফুট উঁচু গৃহ নির্মাণ করে লিফটের মাধ্যমে অতিদ্রুত সেখানে পৌঁছে সেখানকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে পাতছে শয্যা। খাদ্য তৈরীর জন্য ব্যবহার করছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের, এমনকি গ্রহান্তরের বা মহাশূন্যে অবস্থানকারীদের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলছে, দেখছে তাদের ছবি এবং একদা পায়ে হেঁটে চলা ও পরবর্তীতে বিভিন্ন জন্তুর পিঠে ভ্রমণকারী মানুষ আজ ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করছে অতিদ্রুতগামী বিমান ও মহাশূন্যযান। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই সকল জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য সকল উপাদান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ। মানুষ যাতে পৃথিবীতে শান্তিতে থাকতে পারে সেজন্য তিনি জ্ঞান ছাড়াও দিয়েছেন জীবন বিধান, যা তিনি তাঁর বিভিন্ন রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন এবং রাসূলদেরকে সেই জীবন বিধান বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বও প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা চান মানুষ যেন ইহকালে এবং পরকালে সুখে, শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা জীবন বিধান দিয়েছেন মানুষ যেন বল্গাহীন জীবন যাপন করে নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে অনর্থক দুঃখ, কষ্টের মধ্যে নিপতিত করার পরিবর্তে নিয়ম, শৃংখলা মেনে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করে সুখে থেকে আনন্দ পেতে পারে।

আমরা অনেকেই মনে করি যে আমরা যেহেতু স্বাধীন, তাই আমরা আল্লাহ্র নির্দেশমত চলব কেন? অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখিনা যে, আমরা নিজের ইচ্ছামত চললে আমাদের সামগ্রিক জীবনে শান্তিতে থাকতে পারি কি-না? আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসব ও তাদের ছায়াগুলি সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে সিজদা করে' *(রা'দ ১৫)*। 'তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশে ও পৃথিবীতে- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু' *(হজ্জ ১৮)*। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র ইচ্ছামত চলতে বাধ্য করেন না। এ ব্যাপারে তিনি মানুষকে দিয়েছেন পূর্ণ স্বাধীনতা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যদি এই স্বাধীনতা না দিতেন, তবে মানুষও বাধ্য হয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী চলতো। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন জীবন বিধান, যাতে বর্ণনা করেছেন কোনটি মানুষের জন্য মঙ্গলকর এবং কোনটি অমঙ্গলকর।

এবারে আমরা একটু চিন্তা করি, বর্তমান পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন মানুষের কথা। প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জনগণ তাদের রাষ্ট্রের, সমাজের ও জনগণের কল্যাণের জন্য তৈরী করেছে অসংখ্য আইন ও বিধান এবং সেই বিধানের মধ্যে এমন বিধান আছে যা না মানলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে শাস্তি পেতে হয়। সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকরা পুরোপুরি স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। দিনের কর্মময় ব্যস্ত সময়ে নগরের রাস্তার মাঝখানে কেউ ইচ্ছা করলেই শয্যা পাততে পারে না, পারে না সেই রাস্তার মাঝে বসে ভোজনপর্ব শুরু করতে অথবা মলমূত্র ত্যাগ করতে। তাহ'লে কি আমরা বলব যে, সেই রাষ্ট্রের মানুষের স্বাধীনতা নেই? আমরা কেউ কিন্তু তা বলব না। যখন

স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক নিজের ইচ্ছা মত যা খুশী তা করতে পারে না, তখন আমরা তাদেরকে স্বাধীন বলি কেন? বলি এই জন্য যে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরা রাষ্ট্রের আইনের আওতায় থেকে যা খুশী করতে পারে। তাহ'লে আমরা দেখছি যে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিককেও ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কিছু বিধি-বিধান, আইন-কানূন মানতে হয়। তা তার নিকট মঙ্গলকর বলে মনে না হ'লেও সেগুলি প্রণীত হয়েছে সমগ্র রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের মঙ্গলের এবং সমগ্র সমাজ তথা রাষ্ট্রের শান্তি ও কল্যাণের জন্য। আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকরা রাষ্ট্রের আইন মানার ব্যাপারে আপত্তি করি না, আমাদের যত আপত্তি মহান স্রষ্টার দেওয়া বিধি-বিধান ও আইন-কানূন মানতে। আমরা মনে করি স্রষ্টার নির্দেশ মানলে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না। মহান স্রষ্টার আইন অপরিবর্তনীয়, আর রাষ্ট্রের আইন অধিকাংশ নাগরিকের ইচ্ছায় পরিবর্তিত হ'তে পারে সেটাই কি আমাদের আপত্তির বিষয়? সেজন্যই কি আমরা মনে করি যে, আল্লাহ্র আইন মানলে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না? নাকি রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নে আমাদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা থাকে এবং যখন যে আইন আমাদের নিকট অসুবিধাজনক মনে হয়, তখন তাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি এবং ইচ্ছা হ'লে পরিবর্তিত আইনকে পুনরায় পরিবর্তন করে পুরাতন নিয়মনীতিকে পুনর্বহাল করতে পারি বলে? অথবা আমাদের নিজেদের প্রণীত আইনে কর্তৃত্ব আমাদের হাতে রাখার ব্যবস্থা করতে পারি বলে, সে সুযোগ নেই আল্লাহ প্রদত্ত আইনে।

আল্লাহ প্রদত্ত আইনের ব্যাপারে কিছু লোকের বক্তব্য হ'ল যে, তা অনেক পুরাতন। বর্তমান যুগে তা অচল। আমরা কি বর্তমান যুগে আমাদের রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত আইনগুলি বাস্তবায়িত করে সেগুলির অকার্যকারিতা সম্পর্কে প্রমাণ পেয়েছি? নাকি এটি একটি কথার কথা? পুরাতন নিয়ম হ'লেই কি তা অচল হয়ে যায়? পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে এ পর্যন্ত সৃষ্ট সবাই পা দিয়ে হাটে, মাথা দিয়ে নয়। হাত থাকলে হাত দিয়েই খাবার খায়, পা দিয়ে নয়। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে নয়। এ পর্যন্ত কি কেউ বলেছে যে এগুলি অত্যন্ত পুরাতন পদ্ধতি তাই এগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন? কেউ একথা বলেনি। কারণ এই পদ্ধতিই মানুষের জন্য মঙ্গলজনক। তাহ'লে আল্লাহ প্রদত্ত আইন যখন পূর্ণ বাস্তবায়িত ছিল, তখন যদি তা মানুষকে কল্যাণ দিতে পেরে থাকে, আজ কি তা মানুষকে কল্যাণ দিতে অক্ষম? এখনো পৃথিবীর যে কয়টি রাষ্ট্রে আল্লাহ্র আইনের অধিকাংশ বিধান চালু আছে, সেগুলি যে সেই রাষ্ট্র সমাজের মানুষকে কল্যাণ প্রদান করছে, তা আমাদের সবারই জানা। তাহ'লে আমাদের রাষ্ট্রে সেগুলির পূর্ণ বাস্তবায়নে আপত্তি কেন? নাকি মন পৃথিবীকে যেভাবে উপভোগ করতে চায় আল্লাহ্র আইন তাতে বাধা দেয় বলে।

আল্লাহ প্রদত্ত আইন মানলে যে শুধু এই পৃথিবীতে শান্তি পাওয়া যাবে তাই নয়, মৃত্যুর পরেও অনন্ত জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে এবং রেহাই পাওয়া যাবে মর্মন্তুদ শাস্তির হাত থেকে। মানুষ স্বাধীনতা চায় শান্তিতে থাকার জন্য, সুখ পাওয়ার জন্য, কল্যাণ পাওয়ার জন্য। ছোট-খাটো দুঃখ তার কাছে দুঃখ মনে হয় না যদি সে নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে। তাহ'লে শান্তিতে থাকা, সুখ পাওয়া, কল্যাণ পাওয়াই যদি মানুষের কাম্য হয়, তবে তার একমাত্র কাজ হবে মানুষের মনগড়া আইন বাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার আইন মান্য করা। আল্লাহ তাওফীক দিন! আমীন!!

# হালাকু-হিটলার বনাম বুশ-ব্লেয়ার

প্রথম 'হ' হালাকু ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর বর্বর শাসক। সে যুগে লেখাপড়া ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা তেমন প্রসার লাভ করেনি। মানবিকতা সম্বন্ধে তেমন স্বচ্ছ ধারণা ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে প্রসার লাভ করেনি। এমনকি বিশ্ববাসী তখন মনুষ্য গুণাবলী সম্বন্ধে অত সচেতন ছিল না। ফলে সে যুগের রাজা-বাদশাদের স্বেচ্ছাচারিতা, 'জোর যার মুলুক তার' নীতির বিরুদ্ধে মানুষের সোচ্চার হওয়া সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রতিরোধ ও প্রতিবাদীদের হত্যা ও লুটপাট করে পদানত করেই তারা ক্ষান্ত হ'ত। হালাকুখানের বাগদাদ আক্রমণে বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার, 'বাগদাদ শহর ছাড়া' অন্যত্র ব্যাপকভাবে ধ্বংস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ তখন যুদ্ধ হ'ত সামনা-সামনি। তখন ছিল না বর্তমানের মত ব্যাপক ধ্বংসাত্মক বোমা ও মারণাস্ত্র। তবে হালাকুখান অত্যধিক বর্বর ও হত্যাকারী ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। সে সময়ও ইরাকের মুসলমানদের মধ্যে শী'আ-সুন্নী বিরোধের কারণেই বাগদাদে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। শী'আরা হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ফলে তারা সবাই তার ফল ভোগ করেছিল। এ কালেও ইরাকের কুর্দী, সুন্নী ও শী'আদের বিরোধ বাগদাদ তথা সমগ্র ইরাকের ধ্বংস তরান্বিত করল।

দ্বিতীয় 'হ' হিটলার ছিল বিংশ শতাব্দীর কুখ্যাত আগ্রাসী যুদ্ধাপরাধী ব্যক্তি। সে সময়ও মানুষ বর্তমানের মত ততখানি মানবতাবাদী হয়ে উঠেনি। কিভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, কেন ও কি কারণে আরম্ভ হ'ল, কে কতখানি দায়ী, এর ফল কি দাঁড়াবে? এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্ববাসী তত জানত না বা সচেতনতা মানুষের মাঝে তত ব্যাপ্তি লাভ করেনি। কারণ তখন মারণাস্ত্র আবিষ্কার হয়ে থাকলেও এত ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। উপরন্তু সংবাদ মাধ্যম আজকের মত দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত ও তার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া থেকে বিশ্ববাসী ওয়াকেফহাল হ'লেও তা ধীরগতিতে জানতে পারে। এই 'হ' (হিটলারের)-এর হিট থেকেই হিংসার প্রসার ঘটে চলেছে দুনিয়াব্যাপী। কিন্তু হায়! বর্তমান যুগে মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধিতে চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, ভাল-মন্দ বুঝার মানুষের অভাব নেই বললেই চলে, তখন বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সভ্য জাতির দাবীদার ইঙ্গ-মার্কিন 'ব'= বুশ ও অপর 'ব'=

ব্লেয়ারদের চরিত্র বিশ্লেষণ থেকে বিশ্ববাসী কি জ্ঞান লাভ করতে পারে দেখা যাক।

তৃতীয় 'ব+ব' (বুশ+ব্লেয়ার) একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কি কুকীর্তির জন্ম দিল তা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল জগতবাসী প্রত্যক্ষ করছে। জাপানে বোমা নিক্ষেপের ফলে অসংখ্য নিরপরাধ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অকালে মারা পড়েছিল। ফলে মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর দ্রুত জাগরণ ও বিকাশ ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের উদ্ভব হয়েছিল। আর আজ সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানপাপী, নরপিশাচ বর্বরদের হাতে সেই জাতিসংঘের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠল। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে কতখানি নীচে ঠেলে দেয় তা বর্তমান দ্রুত ও শ্রুত সংবাদ মাধ্যমে আমরা জগৎবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি 'ব'-দের কার্যকলাপ থেকে।

স্বার্থান্বেষায় অতিমাত্রায় অন্ধ হয়ে সকল প্রকার মানবিক গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে তারা মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে আগাগোড়া। এদের মত বড় মিথ্যাবাদী এই দুনিয়াতে কখনও জন্মগ্রহণ করেছে কি? তারা এমনভাবে মিথ্যাচার চালিয়েছে যে, সাদ্দামের নিকট আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করার মত রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রয়েছে। এজন্য 'ব'-দের রাতে ঘুম ছিল না। অথচ যুদ্ধ শেষে কোন মরণাস্ত্রেরই সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলও কোন মারণাস্ত্রের সন্ধান পায়নি। আমেরিকানদের প্রতি বিশ্ববাসীর যে ভাল ধারণা ছিল, মিষ্টার বুশ তা ধ্বংস করে দিয়েছে। সে সুখ্যাতি ফিরে পেতে হ'লে আমেরিকানদের উচিৎ 'বুশ'-কে গ্রেফতার করে তার মিথ্যাচারের বিচার করা।

মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের পূর্বে সবচেয়ে মিথ্যুক, দাজ্জালকে এই দুনিয়াতে পাঠাবেন মানুষের ঈমান পরীক্ষার জন্য। হয়ত তারই প্রতিভূ হিসাবে দুই সর্বোত্তম মিথ্যুক (বুশ-ব্লেয়ার)-এর আর্বিভাব ঘটিয়েছেন, যাতে বিশ্ববাসী আগে থেকেই তা জানতে পারে। বাংলা ভাষায় 'ব' বর্ণটিই যেন যত খারাপ বা দোষের জন্য সৃষ্ট এবং সেই বদ দোষগুলির সবই বুশ-ব্লেয়ারের মধ্যে বিদ্যমান। আর সে কারণেই জাতিসংঘ তথা বিশ্ববাসীর মানবিক আবেদন, নিবেদন, আন্দোলন 'ব'-দের বুঝে আসেনি। এই 'ব' দিয়ে কতরকম দোষ প্রকাশ পায় তার অন্ত নেই। যেমনঃ বদ, বদমাশ, বখাটে, বজ্জাত, বেআন্দাজ, বেআক্কেল, বেতমীজ, বেদরদী, বেঈমান, বেআইনী, ব্যভিচারী, বেজন্মা, বিদ'আতী ইত্যাদি বদগুণের সবগুলিরই অধিকারী সম্ভবতঃ 'বুশ' ও 'ব্লেয়ার'। কেউ তা অস্বীকার করতে পারে কি? সুতরাং 'হ' এবং 'ব' সম্বন্ধে হুঁশিয়ার।

*মাযহারুল ইসলাম*
*শিক্ষক (অবঃ)*
*গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, রাজশাহী।*

# প্রশ্নোত্তর

***-দারুল ইফতা***
***হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ***

***প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ আমার পিতা সূদে টাকা নিয়ে মাছ চাষ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। তার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে আমি দায়ী হব কি-না এবং আমার ইবাদত কবুল হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-কবীর হোসাইন*
*ফকিরহাট, বাগেরহাট।*

**উত্তরঃ** যতদিন ছেলের লালন-পালনের দায়িত্ব পিতার উপরে থাকে, ততদিন বাধ্যগত অবস্থায় ছেলে পিতার সংসারে হারাম খাওয়ার জন্য দায়ী হবে না। তবে ছেলে যখন উপার্জনক্ষম হবে, তখন পিতার হারাম উপার্জন খেলে দায়ী হবে এবং তার ইবাদত কবুল হবে না। কেননা সূদ স্পষ্ট হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। আর হারাম খাদ্যে ইবাদত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

***প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ সন্তান প্রসবের পর ডান কানে আযান এবং বাম কানে এক্বামত দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?***

*-শাহাদাত হোসাইন*
*ভাটপাড়া, আড়ানী, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ইরওয়া হা/১১৭৪)*। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

رَوَى اِبْنُ السُّنِّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ مَرْفُوْعًا: مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِىْ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَاَقَامَ فِى الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ-

ইবনুস সুন্নী হাসান ইবনে আলী থেকে মরফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, 'যার কোন সন্তান জন্ম নিবে, অতঃপর সে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে এক্বামত দিবে, সে শিশুর মৃগী রোগ হবে না' *(ইরওয়া হা/১১৭৪)*। তবে সন্তান জন্মের পর তার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে আযান দিবে। 'যাতে প্রথমেই তার কানে আল্লাহর নাম প্রবেশ করে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৩)*। আবু রাফে' বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'হাসান' জন্মের পর তার কানে ছালাতের আযান দিতে দেখেছি' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৭ 'শিকার ও যবহ সমূহ' অধ্যায় 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, সনদ 'হাসান ইনশাআল্লাহ' ইরওয়া হা/১১৭৩)*।

***প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ কোন ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ীর সাথে যেনা করলে, তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

**উত্তরঃ** উক্ত অবস্থায় স্ত্রী হারাম হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'হারাম মিলন কোন বৈধ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না' *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ীর সাথে এবং তার শ্যালিকার সাথে যেনা করেছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার ব্যাপারে বলেছিলেন, এই যেনার কারণে তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭-৮৮ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ আমি একজন ছাত্র। শিক্ষকরা কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে পূজার জন্য চাঁদা তোলেন। বাধ্য হয়ে আমাকেও চাঁদা দিতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?***

*-মাহফূয*
*নলডহরী, লালগোলা*
*মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*

**উত্তরঃ** পূজা বা এ ধরনের কোন শিরকী অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দেওয়া যাবে না। যেকোন মূল্যে চাঁদা দেওয়া হ'তে বিরত থাকতে হবে। কারণ এতে শিরকের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। এরপরেও যদি বাধ্য করা হয়, তবে সেজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

***প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাতের আশায় ইবাদত করলে তার ইবাদত কবুল হবে না; বরং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য ইবাদত করতে হবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।***

*-সায়ফুল্লাহ বিন আফযাল*
*উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।*

**উত্তরঃ** শুধু নির্দেশ পালন নয়; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভের আকাংখা করাও ইবাদতের উদ্দেশ্য। কারণ নবী করীম (ছাঃ)-এর অধিকাংশ দো'আ ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ বিষয়ে ছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৭ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। তিনি বলেন, যদি কেউ আল্লাহ্র নিকটে তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তখন জান্নাত নিজেই সুফারিশ করে বলে, আল্লাহ তুমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। অনুরূপভাবে কেউ তিনবার জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রার্থনা করলে, জাহান্নাম তার জন্য সুফারিশ করে বলে, হে আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও' *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৭৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

***প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ১৬ বৎসর যাবৎ রোগাক্রান্ত থেকে মারা যায়। সে ১৬ মাস রামাযানের ছিয়াম পালন করতে পারেনি। তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভাল থাকার পরও ফিদইয়া দেয়নি। এখন কি তার পক্ষ থেকে ফিদইয়া দেওয়া যাবে?***

*-সুমন*
*হাট দামনাস, বাগমারা, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** উক্ত স্বামীর উচিৎ ছিল দৈনন্দিন ফিদইয়া আদায় করা। এখন তার জন্য কোন ফিদইয়া দিতে হবে না। তবে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার নামে ছাদাক্বাহ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাইতে বলেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)* ও মৃতব্যক্তির নামে ছাদাক্বাহ করতে বলেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫০)*।

***প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ বিয়ের সময় আমি কবুল না বলে শুধু স্বাক্ষর করেছিলাম। কবুল বলা ছাড়া বিয়ে হয় কি?***

*-পারুল সুলতানা*
*কলারোয়া মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা।*

**উত্তরঃ** কাবিননামায় স্বাক্ষর থাকাটাই মেয়ের সম্মতির প্রমাণ। মুখে সরবে 'কবুল পড়া' বা সেটা শোনা শর্ত নয়। মেয়ের সম্মতি নিয়ে 'অলী' হিসাবে পিতা বিবাহে সম্মতি দিলেই যথেষ্ট হবে *(দ্রঃ তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১২৭, ৩১৩৩ 'বিবাহ' অধ্যায় 'কনের সম্মতি' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০০ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ আত্তাহিইয়াতু পড়ার সময় بِسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ শব্দ দু'টি প্রথমে মিলিয়ে পড়ার হাদীছটি কি ছহীহ?***

*-আবুল মুহসিন ফারুকী*
*মহাস্থান, বগুড়া।*

**উত্তরঃ** হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৯১৬, ১নং টীকা; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৯০; যঈফ নাসাঈ হা/৫৪)*।

***প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ নবনির্মিত একটি মসজিদের তিনটি দরজার উপর কা'বা শরীফের তিনটি ছবি টাঙানো হয়েছে। এই ছবিগুলি মুছল্লীদের পিছনে হওয়ায় মসজিদে ছালাত হবে না বলে অনেকেই মসজিদ ত্যাগ করেছেন। বিষয়টি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। শারঈ দৃষ্টিতে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মুসলিমুদ্দীন*
*শিবপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

**উত্তরঃ** কা'বা শরীফের ছবি পিছনে থাকলে ছালাতের কোন অসুবিধা হবে না। এতে কা'বা শরীফের কোন অবমাননাও হবে না। তবে মসজিদ যেহেতু ইবাদতের স্থান, কাজেই তা সবধরনের ছবি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে মুক্ত হ'তে হবে। কারণ এতে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। মুছল্লীর একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়, এমন সবকিছু ছালাতে নিষিদ্ধ

Contents



*(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'পর্দা' অনুচ্ছেদ)।*

***প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোয়া কি শরী'আত সম্মত?***

*-মানিক মাহমূদ**
*বনগড়ুপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

**উত্তরঃ** এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন বিধি-নিষেধ নেই। খোলা ময়দানে পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪)*। কিন্তু পশ্চিম দিকে পা করে শু'তে নিষেধ করা হয়নি। কাজেই শুধুমাত্র উত্তর-দক্ষিণ হয়ে শু'তে হবে, একথা সঠিক নয়।

* *আপনার নাম শুধু 'মাহমূদ'-ই যথেষ্ট হবে (স.স)।*

***প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ এক ব্যক্তি বার বার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে পরীক্ষা দিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিতে পারবে কি?***

*-লুৎফর রহমান*
*পশ্চিম দৌলতপুর*
*বাগমারা, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** এটি উপকার নয়, বরং জালিয়াতি মাত্র। চুরি ও প্রতারণার মাধ্যমে কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য প্রমাণ করার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কল্যাণ হ'লেও তাতে সমাজের মহা অকল্যাণ সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। দ্বিতীয়তঃ এটা আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধানের বিরোধিতা করার শামিল। কেননা মেধা ও প্রতিভার বিভিন্নতা স্রেফ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এখানে বান্দার কিছু করার নেই। 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন ও যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত করেন তাঁরই মঙ্গল হস্তে' *(আলে ইমরান ২৬)*। অতএব ঐ ব্যক্তির বারবার ফেল করার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র ইল্‌মে রয়েছে। অতএব তাকে আল্লাহ্‌র উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এতে তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেন।

***প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। শরী'আত মুতাবেক শতকরা কত ভাগ লাভ করা যায়?***

*-মুহাম্মাদ রিপন*
*ববি ভ্যারাইটি ষ্টোর*
*পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।*

**উত্তরঃ** ক্রেতা-বিক্রেতা কাউকে ধোঁকা না দিয়ে উভয়ের সন্তুষ্টিতে বাজার দর অনুযায়ী যেকোন মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এটা শরী'আত সম্মত। উরওয়া আল-বারেকী হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল কেনার জন্য তাকে একটা দিনার দিয়েছিলেন। উক্ত ছাহাবী তা দিয়ে দু'টি ছাগল খরিদ করেন। তারপর এক দিনারের বিনিময়ে একটি ছাগল বিক্রয় করে দিয়ে একটি ছাগল ও একটি দিনার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ব্যবসায়ে বরকতের দো'আ করেন। এরপর থেকে সে মাটি কিনলেও তাতে লাভবান হ'ত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৩২; বুলূগুল মারাম হা/৮০৬, ৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ' *(নিসা ২৯)*।

***প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ আমাদের এলাকায় জমি বর্গাদাতা কোন প্রকার খরচ বহন করে না। সমস্ত খরচ বর্গা গ্রহীতা বহন করে থাকে। এমতাবস্থায় বর্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়কে কি ওশর দিতে হবে?***

*-সুমন**
*কোটা (পদ্মপুকুর), পায়রাহাট*
*অভয়নগর, যশোর।*

**উত্তরঃ** জমি বর্গা দাতাকে উৎপন্ন ফসলের ভাগ প্রদানের পর বর্গা গ্রহীতা তার নিজস্ব ভাগ হ'তে ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের ওশর প্রদান করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন *(ইউসুফ আল-ক্বারযাভী, ফিক্বহুস যাকাত ১/৩৯১ পৃঃ; ঐ, ইসলামের যাকাত বিধান ১/৩৫১ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক জানু'০৫ প্রশ্নোত্তর ৮/১২৮)*।

* *আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স)।*

***প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ আমি আলু চাষের জন্য এক ভাইকে তিন মাসের জন্য একশত টাকা দরে দুইশত মণ আলু ক্রয়ের জন্য অগ্রিম বিশ হাযার টাকা দিয়েছি। এটা জায়েয হবে কি?***

*-মুহাম্মাদ বাবুল হোসাইন*
*কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

**উত্তরঃ** উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত। কারণ বিক্রিত বস্তুর পূর্ণ পরিচয় ও পরিমাণ ঠিক করে এবং তা হস্তান্তর করার সময় নির্দিষ্ট করে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য দিয়ে দেওয়া হ'লে ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'বাইয়ে সালাম' বা 'বাইয়ে সালাফ' বলে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে 'বাইয়ে সালাফ' করতো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যারা 'বাইয়ে সালাফে'র ভিত্তিতে ফলের সওদা করবে, তারা যেন তার ধার্যকৃত ওযন ও (কাঠা বা আড়ীর) মাপ এবং ধার্যকৃত মেয়াদের ভিত্তিতে তা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'সালাম ও রেহেন' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিক্রেতার অভাবের সুযোগ নিয়ে তার উপরে যুলুম না করা

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়।

***প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ দ্রুত সন্তান প্রসব হবে এই ধারণায় প্রসবের সময় মহিলার উরুতে কুরআনের আয়াত কাগজে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া কি বৈধ?***

*-আশরাফ*
*নতুন আড়বেতাই, দেবগ্রাম, নদীয়া*
*পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*

**উত্তরঃ** সন্তান প্রসবের সময় হোক কিংবা অন্য কোন অসুস্থতার কারণে হোক, এভাবে কুরআনের আয়াত, দো'আ বা তাবীয ঝুলানো বা লটকানো নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায় তাকে তার উপর ভরসা করে দেয়া হয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬ 'চিকিৎসা ও ফুঁকদান' অধ্যায়)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে ব্যক্তি শিরক করল' *(আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*।

কুরআনের আয়াতকে তাবীয বানিয়ে গোপন অঙ্গে বাঁধার মত অসম্মানজনক আচরণ যারা সিদ্ধ বলেন, তাদের অবিলম্বে তওবা করা আবশ্যক।

***প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ বহু দিন পূর্বে মনের অজান্তে স্বপ্নদোষ অবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করি। দুপুরে গোসল করতে গিয়ে স্বপ্নদোষের আলামত পাই। এখন আমার করণীয় কি?***

*-তসিকুল ইসলাম*
*চরমোহনপুর, টিকরামপুর*
*চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তরঃ** কোন ব্যক্তি যদি মনের অজান্তে অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় করে নেয়, আর পরবর্তীতে অপবিত্রতার কথা স্মরণ হয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পরপরই উক্ত ক্বাযা আদায় করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩, ৬০৪)*। এ জন্য সময়ের কোন বাধা-নিষেধ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১ 'যে কারণে ওযূ করতে হয়' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা অপবিত্র হও, তখন পবিত্রতা অর্জন করে নাও' *(মায়েদাহ ৬)*। তবে শারীরিক অপবিত্র না হয়ে কাপড় অথবা জুতাতে অপবিত্র জিনিস লেগে থাকা অবস্থায় মনের অজান্তে ছালাত আদায় করে নিলে তার ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। নতুন ভাবে ছালাত আদায় করতে হবে না *(ছহীহ আবুদাঊদ ২/৬৫০ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ২৯৫, মাসআলা ২১৩, 'জুতা পরিধান করে ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ একজন মুসলমান যুবকের সাথে হিন্দু মেয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম উভয়টিই অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে তারা একই ঘরে কুরআন তেলাওয়াত ও শিবমূর্তির পূজা করে। শারঈ দৃষ্টিতে এটা জায়েয হবে কি?***

*-আশরাফ হুসাইন*
*ধকুবা, বরপেটা, আসাম, ভারত।*

**উত্তরঃ** আহলে কিতাব ব্যতীত একজন মুসলিমের সাথে অমুসলিমের (মুশরিক) বিবাহ শরী'আতে অসিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*। অতএব তাদের বিবাহ হয়নি। তাদের একত্রে বসবাস করা ব্যভিচারের শামিল হবে।

***প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে কি ছালাত শুদ্ধ হবে?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

**উত্তরঃ** এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ তায়াম্মুম ওযূ-গোসল উভয়েরই স্থলাভিষিক্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৬ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা পীড়িত হও... তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(মায়েদাহ ৬)*।

***প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ কুরআন তেলাওয়াত কালে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা পড়ার সময় অর্থে জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) দেখা যায়। অথচ কোন আরবী আয়াতের শেষে তা নেই কেন?***

*-শেখ সেতাবুদ্দীন*
*মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ*
*পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*

**উত্তরঃ** কুরআনে জিজ্ঞাসা চিহ্ন না লেখার দু'টি কারণ হ'তে পারে। প্রথমতঃ মাছহাফে ওছমানীতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন লেখা হয়নি এবং এ পর্যন্ত সেটাই অনুসরণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা বর্ণ দ্বারাই প্রকাশ পায়। যেমন – أ – هل – ما ইত্যাদি। তবে আধুনিক আরবীতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ব্যবহার হচ্ছে।

***প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করছে। ছালাত শেষে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি এরূপ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম দিকে এরূপ করতেন, পরে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন'। ইমাম ত্বহাবী উক্ত বর্ণনাকে ছহীহ বলেছেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের মতামত জানতে চাই।***

*-মুহসিন*
*মুজমদারী, সিলেট।*

**উত্তরঃ** উক্ত বর্ণনাটি ত্বাহাবী শরীফে নেই। তবে হেদায়ার ভাষ্যকার ছাহেবুন নেহায়া এবং অন্যান্যগণ উক্ত হাদীছটি সনদবিহীন ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর 'জুযউ রাফ'উল ইয়াদায়েন' বইয়ে রুকূতে যাওয়া এবং উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করার বিষয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই। বরং তার বিপরীতে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(তালখীছুল হাবীর ১/৫৪৭ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়)* যেমন- عن عبد الله بن زبير أنه كان يرفع يديه عند الخفض والرفع

'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন' *(আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, পৃঃ ৯১ 'ছালাত শুরু' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ ইউসুফ (আঃ) কি পরে জুলেখার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন?***

*-আকরাম হুসাইন*
*বনবেল ঘড়িয়া, বাইপাস মোড়, নাটোর।*

উত্তরঃ বিভিন্ন তাফসীরে ইউসুফ (আঃ) ও জুলেখার বিবাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলি মূলতঃ ইসরাঈলী বর্ণনা *(তাহক্বীকে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪০৬ পৃঃ)*। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, বিবাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বাইবেলে রয়েছে, ইউসুফের বিয়ে অন্যত্র হয়েছিল। জুলেখার সাথে নয়। ক্বাযী সুলায়মান মানছূরপুরী (রহঃ) সূরা ইউসুফের তাফসীরে জুলেখার সাথে বিবাহকে অস্বীকার করেছেন *(ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ১/১৫৯ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ কুরআনে হাফেযদেরকে পরকালে এক এক আয়াত পড়ে বেহেশতের এক এক তলা উপরে উঠতে বলা হবে। একথা কি সঠিক?***

*-সৈয়দ ফায়েয*
*ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। যা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৩৪ ১/৬৫৮ পৃঃ সনদ হাসান 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৬৪)*। এর দ্বারা কুরআন মুখস্থকারীদের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। যেকোন পরিমাণ মুখস্থকারীদের জন্য উক্ত ছওয়াব হবে। কেবলমাত্র হাফেযগণই নন। উল্লেখ্য যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২০০-এর উর্ধ্বে বলে ঐক্যমত রয়েছে, ৬৬৬৬-এর বিষয়ে ঐক্যমত নেই *(দ্রঃ তাফসীরে কুরতুবী ১/৯৪-৯৫)*।

***প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ পীর ছাহেবের পায়ে সিজদা করা এবং কদমবুসি করা কি জায়েয?***

*-এম,এ, আকন্দ*
*হাতিয়ার সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা*
*কালাই, জয়পুরহাট।*

উত্তরঃ পীর ছাহেবের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা উভয়ই নাজায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নয়' *(মিশকাত হা/৩২৭০ সনদ ছহীহ 'মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*। ওয়াআ বিন আমের এবং ছুহাইব থেকে কদমবুসি সম্পর্কে যে দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব, আলবানী পৃঃ ৩৫০, হা/৯৭৫ ও ৯৭৬ 'কদমবুচি' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ 'একতাদাইতো বিহা-যাল ইমাম' কথাটি কবে থেকে হানাফীদের মধ্যে সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।***

*-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন*
*বাউসা মাঝপাড়া*
*বাঘা, রাজশাহী।*

উত্তরঃ এগুলি দলপন্থী বিদ'আতী আলেমদের মাধ্যমে পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণযুগে এগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। যেকোন নিয়ত মুখে পড়া বিদ'আত (কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়াহ ব্যতীত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। তিনি বলেন, 'ইমাম নিযুক্ত হন তার আনুসরণ করার জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। এজন্য ইমাম ও মুক্তাদী কারু কোনরূপ নিয়ত করা শর্ত নয়।

***প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ জনৈক বক্তা একটি তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে বলেছেন এবং একটি বইয়ে লিখেছেন যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আব্বা ও আম্মা জান্নাতী এবং একথা ফতহুল মুলহিম ১/৩৭৩ পৃঃ ৬ লাইন-এর পরে আছে বলে দলীল পেশ করেন। এই বক্তব্য কতটুকু সত্য?***

*-মুহাম্মাদ আনছার আলী*
*দাউদপুর, দিনাজপুর।*

উত্তরঃ বক্তার উক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। সূরা তওবার ১১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এবং ইবনু জারীর হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক সফর থেকে ফেরার পথে তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করতে যেয়ে অধিক ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর মায়ের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৫৫ পৃঃ; মাজমু'আ হায়ছামী ১/১১৬ পৃঃ সনদ ছহীহ; তাফসীরে ইবনে জারীর ত্বাবারী ১৪/৫১২ পৃঃ; মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৭৫ পৃঃ; তাহক্বীক্বে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৩৭ পৃঃ)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী' *(আবুদাঊদ পৃঃ ৬৪৯, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৪৯ 'সুন্নাত' অধ্যায় 'মুশরিকদের সন্তান-সন্তুতি' অনুচ্ছেদ;*

*মুসলিম ১/১১৪ পৃঃ)।*

প্রকাশ থাকে যে, এ সম্পর্কে অপরিচিত এবং বানোয়াট সনদে যে কাহিনীটি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতাকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন এবং তারা ঈমান এনেছিল, তা ঠিক নয়। হাকেম ইবনু দাহইয়া বলেন, এ হাদীছটি মিথ্যা, কুরআন এবং ইজমা উভয় এটাকে রদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ঐ লোকদের ক্ষমা করবেন না, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(নিসা ১৮)*। ইবনু জাওযী উল্লিখিত ঘটনাটিকে মওযু'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(কিতাবুল মওযু'আত; তাহক্বীক্বে ইবনে কাছীর ২৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ে মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০০২ এর ১৮/২৭৩ নং প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবে না বলে যে দলীল পেশ করা হয়েছে সেটাই সঠিক।

***প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ মধ্য নওদাপাড়া জামে মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য মাটি খনন করে মানুষের মাথা ও কিছু হাড়-হাড্ডি পাওয়া গেছে। সেই হাড়-হাড্ডি অন্যত্র পুঁতে দিয়ে উক্ত স্থানে মসজিদ করা শরী'আত সম্মত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উঠানো ও স্থানান্তর করা জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-৩০২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*। অতএব প্রাপ্ত হাড়-হাড্ডি অন্যত্র বা কোন কবরস্থানে সসম্মানে দাফন করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে।

***প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে ফরয নয়?***

*-মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ*
*তালাইমারী, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত, জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫ পৃঃ)*। জিহাদ ফরয নয় দুর্বলের উপরে, নারীর উপরে, রোগীর উপরে, শিশু ও পাগলের উপরে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'দুর্বলদের উপরে, রোগীদের উপরে, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থদের উপরে কোন দোষ নেই, (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি খালেছ অনুরাগী হবে'... *(তওবাহ ৯১)*। *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' ডিসেম্বর ২০০১।*

***প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ জনৈক ব্যক্তিকে মাত্র এক হাত গভীরে গর্ত করে কবর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'লঃ কবরের গভীরতার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশ আছে কি?***

*-সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম*
*নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*

**উত্তরঃ** কবর প্রশস্ত ও গভীর করার নির্দেশ শরী'আতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কবর খনন কর এবং প্রশস্ত, গভীর ও সুন্দর কর' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৩, সনদ ছহীহ, 'জানাযা' অধ্যায়)*। গভীরতার পরিমাণ সম্পর্কে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহতে একটি রেওয়ায়াত এসেছে, যেখানে মানুষের দৈর্ঘ্য পরিমাণ গভীর করতে বলা হয়েছে। ইমাম শাফেঈও সেকথা বলেন। খলীফা ওমর ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) থেকে 'নাভী' পর্যন্ত গভীর করার কথা এসেছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া 'বুক' পর্যন্ত বলেন। তিনি বলেন, এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল যাতে লাশ ঢাকা পড়ে এবং হিংস্র জন্তু থেকে হেফাযত হয়। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, কবরের গভীরতার কোন সীমা নেই' *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/৯৪ পৃঃ)*।

উপরের আলোচনা শেষে বলা চলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশ অনুযায়ী কবর গভীর করতে হবে এবং তা অধিক গভীর হওয়াই উত্তম।

***প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ বিবাহের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা না করে শুধু রেজিষ্ট্রীর পরে কি বর-কনে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় মেলামেশা করতে পারে?***

*-আব্দুর রহীম*
*তেরখাদিয়া, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** বিবাহ রেজিষ্ট্রী হওয়া অর্থই ঈজাব-কবুল হয়ে যাওয়া। কারণ বিবাহ রেজিষ্ট্রীর জন্য বর ও কনের সম্মতি, দু'জন সাক্ষী ও অলীর প্রয়োজন হয়। আর বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট *(দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/১৮৫৮; ইরওয়া হা/১৮৪৪ হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশায় কোন শারঈ বাধা নেই। বিয়ের পরেই বৌ বাড়ীতে এনে বাসর মিলনের পরের দিন ওয়ালীমার অনুষ্ঠান করাই শরী'আত সম্মত *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১২ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব বিবাহের অনুষ্ঠান না করলে স্বামী-স্ত্রী মেলামেশা করতে পারবে না এ ধারণা সঠিক নয়।

***প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ নিজের জন্য কুরবানীর যে গোশত রাখা হয়, সে গোশত বিক্রি করা যাবে কি? অথবা বিয়েতে উক্ত গোশত খাওয়ানো যাবে কি?***

*-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** কুরবানীর গোশত বিক্রি করা যাবে না *(আহমাদ, মির'আত ৫/১২১)*। চাই সেটা নিজের জন্য রাখা হোক বা অন্যের জন্য হোক। ঐ গোশত বিয়েতে খাওয়ানো যাবে। তবে বিয়ের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা যাবে না।

***প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ আমরা জানি আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। তাহ'লে আস্ত মুরগী আগুনে ভুনা করা এবং শিক কাবাব বানানো যাবে***

Contents



*কি?*

*-মুহাম্মাদ আযাদ আলী*
*কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৬৭৩)*। উল্লিখিত হাদীছের হুকুমে মুরগী ভুনা করা, শিক কাবাব তৈরী করা অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এখানে আগুন দ্বারা পোড়ানোর উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান নয়; বরং উদ্দেশ্য হ'ল খাদ্য তৈরী। অতএব শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো যাবে না।

***প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ কোন প্রবাসী ব্যক্তি দশ বছরের জন্য জায়গা-জমি লীজ বা ঠিকা দিতে পারবে কি?***

*-মুহাম্মাদ আবুবকর*
*শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

**উত্তরঃ** যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লীজ, ঠিকা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয। হানযালা ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের পরিবর্তে যমীন ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। উল্লিখিত হাদীছে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং টাকার পরিবর্তে যতদিন ইচ্ছা জমি ঠিকা, ভাড়া বা লীজ দেওয়া যেতে পারে।

***প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যে পার্থক্য কি?***

*-আব্দুল লতীফ*
*মুহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*

**উত্তরঃ** 'আহল' অর্থ অনুসারী। 'হাদীছ' অর্থ কুরআন ও হাদীছ। 'আহলুল হাদীছ' অর্থ কুরআন ও হাদীছের অনুসারী। আর 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' অর্থ- রাসূলের সুন্নাত ও ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতের অনুসারী। আহলেহাদীছ-ই প্রকৃত অর্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। বড় পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) বলেন, فأهل السنة والجماعة ولا اسم لهم الا اسم واحد وهوأصحاب الحديث، 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই, একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল আছহাবুল হাদীছ বা আহলেহাদীছ'।

অতএব সুন্নাত-এর বিরোধী বিদ'আতী কোন ব্যক্তি যেমন আহলে সুন্নাত হ'তে পারে না। তেমনি ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা, আমল ও তরীকা বিরোধী কোন ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না।

আহলেহাদীছের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'লঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তরীকা অনুযায়ী যে মুমিন যতটুকু কাজ করবেন, তিনি ততটুকু আহলেহাদীছ বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হবেন। একাকী হ'লেও তাকে জামা'আত বলা হয়েছে। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 'হক-এর অনুসারী ব্যক্তি একাকী হ'লেও তিনি একটি জামা'আত' *(আলবানী, মিশকাত হা/১৭৩ হাশিয়া; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃঃ ৬, ১৬, ১২)*।

***প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ ঈদ মোবারক লেখা ব্যানার নিয়ে হোণ্ডায় চড়ে প্রদর্শনী ও ঈদ শেষে কোলাকুলি করা যাবে কি?***

*-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী*
*ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।*

**উত্তরঃ** ঈদ উপলক্ষ্যে যেকোন নির্দোষ খেলা-ধূলা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১ পৃঃ)*। প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়ে শারঈ সীমারেখা বহির্ভূত কিছু দেখা যায় না। ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা ১/২৫২ পৃঃ)*। ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে (ঈদ) কবুল করুন'! *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩২ পৃঃ; দ্রষ্টব্য জানুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১৯/১২৪)*।

***প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ 'কবরের শাস্তি' নামক একটি পুস্তিকায় দেখলাম, মৃত ব্যক্তির শাস্তির কথা যদি কোন আত্মীয়-স্বজন স্বপ্নে দেখে, তাহ'লে দান না করা পর্যন্ত শাস্তি অব্যাহত থাকবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-যামীরুল ইসলাম*
*জামতলা বাজার, শার্শা, যশোর।*

**উত্তরঃ** এ সম্পর্কে কিছু হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আউযুবিল্লাহ.... পড়ে বাম দিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যাবে না এবং শোয়া অবস্থায় থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

***প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ আরবদেরকে তিন কারণে ভালবাসার কথা জনৈক বক্তা বললেনঃ ১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষা আরবী ২. কুরআনের ভাষা আরবী ৩. জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবী। এই হাদীছের সত্যতা***

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



*জানতে চাই।*

*-মুশফিকুর রহমান*
*ইসলামপুর, জামালপুর।*

**উত্তরঃ** উল্লিখিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/১৬০, ১/২৯৩ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ আমি স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু সে আমাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না এবং আমার কথা শুনে না। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*ঝাউতলী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।*

**উত্তরঃ** 'পুরুষগণ নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী, আবুদাউদ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৫, ৩২৬৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে ডাকে আর সে যদি না আসে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতা মণ্ডলী ঐ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে হবে' *(বুখারী ৯/২৫৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৪৩৬; রিয়াযুছ ছালেহীন ১৬৫-১৬৬ পৃঃ)*।

***প্রশ্নঃ (৩৮/২৩৮)ঃ ওশর-এর শস্য বিক্রি করে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করা যাবে কি?***

*-মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম*
*ইমাম, সারাংপুর জামে মসজিদ*
*গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*

**উত্তরঃ** ওশর শস্য দ্বারাই বের করতে হবে এবং তা মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা সমাজের সর্দারের কাছে জমা দিয়ে তার মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। এটাই হ'ল শারঈ বিধান। কিন্তু যদি এ ব্যবস্থা না থাকে, তবে বাধ্যগত অবস্থায় উক্ত ওশর-এর শস্য বন্টনের সুবিধার্থে বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা শস্য কাটার দিন ওশর বের কর' *(আন'আম ১৪১)*। অর্থাৎ যেদিন তা কর্তন করা হবে নেছাব পরিমাণ হ'লে সেদিন তা ফরয হবে *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৪; দ্রঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ৩৪৫, পৃঃ ৪২১)*।

***প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মলমূত্র কি পাক ছিল?***

*-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*
*আলতাপোল, কেশবপুর, যশোর।*

**উত্তরঃ** সর্বপ্রথম এই আক্বীদা পোষণ করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। পার্থক্য এই যে, তিনি ছিলেন রাসূল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, (হে নবী) আপনি বলুন! অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। (পার্থক্য) আমার প্রতি অহি নাযিল হয়' *(কাহ্ফ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'রাসূল নিজ ইচ্ছামত কিছু বলেন না, বরং 'অহি' অবতীর্ণ হ'লেই তবে বলেন' *(নাজম ৩-৪)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু মানুষ ছিলেন সেহেতু মানুষের মলমূত্র নাপাক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পায়খানা-পেশাব করার পর পানি, মাটি, কংকর ইত্যাদি ব্যবহার করতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪২; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

***প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ খেলাফত, মুলূকিয়াত ও জুমহূরিয়াতের মধ্যে পার্থক্য কি?***

*-মুসলিম*
*বেড়ুঞ্জ, দুপচাচিয়া, বগুড়া।*

**উত্তরঃ** 'খেলাফত' আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার নাম। 'মুলূকিয়াত' অর্থ রাজতন্ত্র এবং 'জামহূরিয়াত' অর্থ প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র। তিনটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে তিনটি আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। 'খেলাফত' ব্যবস্থায় আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র বিধানই চূড়ান্ত। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। 'মুলূকিয়াতে' রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই থাকে সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি। 'জামহূরিয়াতে' জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। মুলূকিয়াত ও জামহূরিয়াত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষশীল। *(বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন, 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

সততা বি ফার্মের নিজস্ব উৎপাদন
এস, পি, হানি
১০০% খাঁটি মধু
এছাড়াও মৌ পালনের জন্য দেশী, বিদেশী মৌমাছি সহ বাক্স ও যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয় করা হয়।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ
ডাঃ এস,এম, ইসরাইল
মন্ডেল হোমিও সেন্টার
নুর সুপার মার্কেট, জজ কোর্টের মোড়, সাতক্ষীরা
(নিরিবিলি রেঁস্তোরার নিচ তলা, মোটর সাইকেল শোরুমের পার্শ্বে)
মোবাইলঃ ০১৭৬৭১৭৫৭৬

http://islaminonesite.wordpress.com